উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

COB

সেনসেক্স : ৮৫,১০৬.৮১ (-৩১.৪৬)

নিফটি : ২৫,৯৮৬.০০ (-৪৬.২০)

সঞ্চার সাথী ডাউনলোডের হিড়িক

ফোনে আড়িপাতা হবে বলে অভিযোগ তুলেছে বিরোধীরা। তাতে কী! সাধারণ মানুষের মধ্যে বরং হিড়িক পড়েছে বিতর্কিত সঞ্চার সাথী অ্যাপ ডাউনলোডের। » ৭

হুমায়ুনকে গ্রেপ্তারের বার্তা

বাবরি মসজিদ নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্যে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি হতে পারে বলে মনে করছেন রাজ্যপাল। তাই বিধায়ক হুমায়ুন কবীরকে গ্রেপ্তার করতে নবান্নে চিঠি দিলেন বোস। » ৩

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি		জলপাইগুড়ি		কোচবিহার		আলিপুরদুয়ার	
সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
২৭°	১৪°	২৮°	১৫°	২৮°	১৫°	২৫°	১৪°

আজ ভারতে আসছেন পুতিন » ৭

১৭ অগ্রহায়ণ ১৪৩২ বৃহস্পতিবার ৫.০০ টাকা 4 December 2025 Thursday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 195

পুরোনো মামলায় সেই সজল কোচবিহারে

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ৩ ডিসেম্বর : সল্টলেকে স্বর্ণ ব্যবসায়ী স্বপন কামিল্যা হত্যাকাণ্ডে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল তৃণমূলের কোচবিহার-২ ব্লক কমিটির বহিষ্কৃত সভাপতি সজল সরকারকে। সেই খুনের তদন্ত চলাকালীনই সজলকে পৃথক একটি মামলার জন্য কোচবিহারে নিয়ে আসা হল। ২০২৪ সালের পুরোনো ওই মামলায় বুধবার সজলকে কোচবিহার আদালতে তোলা হয়। তারপর তাঁকে তিনদিনের হেপাজতে নিয়েছে পুণ্ডিবাড়ি থানার পুলিশ।

ইতিমধ্যেই হত্যাকাণ্ডের মামলার তদন্তে সজল বিচার বিভাগীয় হেপাজতে রয়েছেন। প্রশ্ন উঠছে, তাহলে হঠাৎ করে পুরোনো মামলায় তাঁকে কোচবিহারে কেন আনা হল? আগে কেন পুণ্ডিবাড়ি থানার পুলিশ সজলকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি?

এদিন কোচবিহার আদালতে তোলা হলে পুলিশের তরফে পাঁচদিনের হেপাজত চাওয়া হয়। তবে বিচারক তাঁকে তিনদিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দেন। পুলিশ সুপার সন্দীপ কাররা বলেছেন, 'সজল সরকারের বিরুদ্ধে আগে থেকেই অ্যারেস্ট ওয়ারেন্ট ছিল। তাকে পুলিশি হেপাজতে নেওয়া হয়েছে।'

সজলকে নিয়ে হঠাৎ করে জেলা পুলিশের তৎপর হয়ে ওঠা নিয়ে সংশ্লিষ্ট মহলে নানা প্রশ্ন উঠতে শুরু করছে। সজলের মাথার উপর থেকে প্রভাবশালী হাত সরে যেতেই কি পুলিশ তৎপরতা দেখাচ্ছে? নাহলে এতদিন প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়ালেও তাঁকে পুণ্ডিবাড়ি থানার পুলিশ গ্রেপ্তার করতে পারেনি কেন?

এরপর আটের পাতায়

৩২০০০ চাকরি বহাল আপনি থাকছেন স্যর...

দুর্নীতি মানলেও মানবিক কোর্ট

রিমি শীল

কলকাতা, ৩ ডিসেম্বর : কার্যত এক যাত্রায় পৃথক ফল। দীর্ঘদিন চাকরি করলেও আদালতের কোপ থেকে রেহাই পাননি স্কুল সার্ভিস কমিশন নিযুক্ত প্রায় ২৬ হাজার শিক্ষক। কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ নিযুক্ত প্রায় ৩২ হাজার শিক্ষকের জীবনে চরম স্বস্তি নেমে এল হাইকোর্টের নির্দেশে। বিচারপতি পদে থাকাকালীন তাঁদের নিয়োগ বাতিল করে দিয়েছিলেন অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। একই হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ সেই রায়কে বাতিল করে দিলেন।

এই ৩২ হাজার প্রাথমিক শিক্ষকের নিয়োগ হয়েছিল টেট-এর মাধ্যমে। এসএসসি ও টেট-উভয় ক্ষেত্রে নিয়োগে দুর্নীতির অভিযোগে একাধিক মামলা হয়। কিন্তু শেষপর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষকরা যে স্বস্তি পেলেন, তা নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষকদের ভাগ্যে হয়নি। আগেই তাঁদের নিয়োগ বাতিলে সিলমোহর দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। টেট-এ দুর্নীতির মামলায় হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ রায় দিল বুধবার।

এই প্রসঙ্গে শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর মন্তব্য তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি বলেন, 'সত্যের জয় হল। একইভাবে এসএসসি'র যোগ্য চাকরিহারাদের হাতে নিয়োগপত্র তুলে দেওয়া যায়, তাহলে বৃত্তটা সম্পূর্ণ হবে।' আইনগত যুক্তির চেয়েও এই রায়ের পিছনে মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির উল্লেখ করেছে বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী ও বিচারপতি ঋতব্রতকুমার মিত্রের ডিভিশন বেঞ্চ। নিয়োগে দুর্নীতি হয়েছে স্বীকার করেছে কিন্তু আদালত।

কিন্তু সেই দুর্নীতির প্রভাব যাতে চাকরিরত শিক্ষকদের ওপর না পড়ে, সেদিকে নজর রেখেই চাকরি রাখার পক্ষে এই রায় বলে বেঞ্চ জানিয়েছে। এই রায়ে স্বাভাবিকভাবে উচ্ছ্বাসের আবহ ৩২ হাজার শিক্ষক ও তাঁদের পরিবারে। তাঁরা যেমন স্বস্তি পেয়েছেন, তেমনই আপাতত ধাক্কা থেকে রেহাই মিলেছে রাজ্য সরকার ও প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের।

মুর্শিদাবাদে থাকাকালীন বুধবার খবরটি পান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রাথমিক প্রতিক্রিয়ায় সেখানে তিনি বলেন, 'ডিভিশন বেঞ্চের বিচারকরা মানবিক দৃষ্টিতে ব্যাপারটা দেখেছেন। শিক্ষকদের পরিবার রক্ষা পেয়েছে, আমি খুশি। কথায় কথায় কোর্টে গিয়ে চাকরি খেয়ে নেওয়া ঠিক নয়।

এরপর আটের পাতায়

তাঁর প্রতিক্রিয়া

গোটা পরীক্ষা ব্যবস্থাটাতেই কেলেঙ্কারি ছিল। সেই কারণেই আমি পুরো পরীক্ষা ব্যবস্থাটাকেই বাতিল করেছিলাম। তবে ডিভিশন বেঞ্চ নিশ্চয়ই কিছু বিষয়ে চিন্তা করেই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

-অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়

যা বলল আদালত

- ৯ বছর ধরে যাঁরা চাকরি করছেন, তাঁদের চাকরি বাতিল হলে কর্মরত শিক্ষক ও তাঁদের পরিবারের অস্তিত্বের ওপর বিরূপ প্রভাব পড়বে
- চাকরি করার সময় এই প্রার্থীদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ ওঠেনি
- পরীক্ষকদের অতিরিক্ত নম্বর দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল বা টাকার বিনিময়ে অতিরিক্ত নম্বর দেওয়া হয়েছে তেমন প্রমাণও পাওয়া যায়নি
- কয়েকজন অসফল প্রার্থীর জন্য গোটা প্রক্রিয়ার ক্ষতি করতে দেওয়া যায় না
- প্রমাণিত প্রতারণা ও অপ্রমাণিত দুর্নীতির অভিযোগের মধ্যে বিস্তর ফারাক রয়েছে
- ব্যাপক দুর্নীতির প্রমাণ ছাড়া গোটা নিয়োগ প্রক্রিয়া বাতিল করা যায় না
- দুর্নীতির অভিযোগ থাকলেও নম্বর পাওয়ার ক্ষেত্রে তা সরাসরি প্রভাব ফেলেছে এর কোনও প্রমাণ নেই

একইদিনে জোড়া শতরান। একে অপরকে শুভেচ্ছা বিরাট কোহলি ও রুতুরাজ গায়কোয়াড়ের। যদিও দিনের শেষে ব্যর্থ হয়ে গেল সব। ৪ বল বাকি থাকতেই কাঙ্ক্ষিত জয় ছিনিয়ে নিল দক্ষিণ আফ্রিকা। রায়পুরে।

ধর্মস্থানে হাত দিতে দেব না : মুখ্যমন্ত্রী

ডিটেনশন ক্যাম্প নিয়ে অভয়বার্তা

গৌতম দাস

গাজোল, ৩ ডিসেম্বর : শুভেন্দু অধিকারীর নাম নিলেন না বটে তৃণমূল নেত্রী। কিন্তু মাত্র ২৪ ঘণ্টা আগে মালদায় এসে বিধানসভার বিরোধী দলনেতা যে মন্তব্য করেছিলেন তার জবাব দিলেন মালদার মাটিতে দাঁড়িয়ে। হিন্দু ভোটারদের এককাট্টা হওয়ার ডাক দিয়ে গিয়েছেন শুভেন্দু। আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন, যে হারে মালদায় মুসলিম ভোট বাড়ছে, তাতে হিন্দুদের সংখ্যালঘু হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা।

মেরুকরণের এই চেষ্টার মোকাবিলায় বুধবার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অস্ত্র করলেন ওয়াকফ আইন এবং ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনীকে (এসআইআর)। মালদার গাজোলে কলেজ মাঠে তৃণমূলের জনসভায় তিনি বলেন, 'কোনও কোনও সাম্প্রদায়িক শক্তি ধর্ম নিয়ে বিভাজন করছে। তাদের উদ্দেশে বলি, ওয়াকফ আইন কেন্দ্র এনেছে। আমরা করিনি। আমরা বরং এর বিরোধিতা করছিলাম। সুপ্রিম কোর্টেও মামলা করেছিলাম।'

শুধু একথায় থেমে না থেকে মুখ্যমন্ত্রী চ্যালেঞ্জ ছুড়েছেন কেন্দ্রের উদ্দেশে। তাঁর কথায়, 'আমরা যতদিন আছি, এইসব জায়গায় হাত দিতে দেব না। হিন্দু হোক, শিখ হোক, খ্রিস্টান হোক, আমি বেঁচে থাকতে কারও ধর্মস্থানে হাত দিতে দেব না। আমাদের ওপর বিশ্বাস রাখবেন। আমি সব ধর্মকে ভালোবাসি।' বুধবার দুপুরে তিনি হেলিকপ্টারে কলেজ মাঠে পৌঁছান। হেলিপ্যাড থেকে হেঁটে মঞ্চে যান। আদিবাসী নাচ-গানে তাঁকে স্বাগত জানানো হয়।

আদিবাসী শিল্পীদের সঙ্গে পা মেলালেন মমতা। গাজোলে। ছবি : পঙ্কজ ঘোষ

> আমি কাউকে ডিটেনশন ক্যাম্পে পাঠাতে দেব না। কাউকে পুশব্যাকও করতে দেব না। আজকে আমি ভোট চাইতে আসিনি। আপনাদের মনের দুশ্চিন্তা দূর করতে আপনাদের পাশে দাঁড়াতে এসেছি। আমি আপনাদের পাহারাদার।
>
> **মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়**

যদিও মালদা মোতুয়ালি অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি মাজিদুর রহমানের বক্তব্য, 'মুখ্যমন্ত্রী ওয়াকফ নিয়ে যা বলছেন, তা পরিষ্কার নয়। ওয়াকফ সংশোধনী আইন ভারতবর্ষের প্রতিটি রাজ্য মানতে বাধ্য। কেন্দ্রীয় আইনের বিরুদ্ধে বিধানসভায় কোনও বিল এনে আটকানো যায় কি না, আমার জানা নেই। স্বাভাবিকভাবে আমরা চরম আতঙ্কের মধ্যে রয়েছি। অসংখ্য মসজিদ, মাদ্রাসা, কবরস্থান, দরগা-যেগুলো রেজিস্টার্ড ওয়াকফ নয়, সেগুলো খতিয়ান ১-এ চলে যাচ্ছে। জেলা কালেক্টরকে মাথায় রাখা হচ্ছে।'

এরপর আটের পাতায়

বুথে নজর দিন, বঙ্গ সাংসদদের নির্দেশ নমোর

মোদির সঙ্গে বৈঠকে বাংলার বিজেপি সাংসদরা। বুধবার।

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ৩ ডিসেম্বর : হোমটাস্ক দিলেন প্রধানমন্ত্রী। সতর্কও করলেন বিজেপির বাংলার সাংসদদের। আলটপকা মন্তব্য সম্পর্কেও সংযত থাকার নির্দেশ দিলেন। বিশেষ করে এসআইআর-এ কত লোকের নাম বাদ যাবে তা নিয়ে বাংলার বিজেপি নেতাদের প্রকাশ্যে নানা পরিসংখ্যান পেশে তিনি যে বিরক্ত, তা বুঝিয়ে দিয়েছেন তিনি। জানিয়ে দিয়েছেন, কত নাম বাদ যাবে তা না বলে বলতে হবে- অবৈধ একজনের নামও এসআইআর-এ থাকতে দেওয়া যাবে না।

সংসদ ভবনে নিজের দপ্তরেই বুধবার ওই বৈঠক করেন নরেন্দ্র মোদি। যিনি বিহার দখলের পরই বার্তা দিয়েছিলেন, এরপর গঙ্গা দিয়ে বয়ে বিজয় পৌঁছাবে বাংলায়। সেই লক্ষ্যেই তিনি বাংলার সাংসদদের মাটি কামড়ে লড়াই করতে হবে বলে নির্দেশ দিলেন। বাংলা জিততে গেলে যে লড়াই চালিয়ে যেতে হবে, তা-ও স্পষ্ট করে দেন। বৈঠক ছিল প্রায় কুড়ি মিনিটের মতো।

কিন্তু সেজন্য যে প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর ও বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব কতটা প্রস্তুত ছিল, তা বোঝা গিয়েছে, বৈঠকের আগে প্রত্যেক সাংসদের হাতে তাঁদের কাজের রিপোর্ট কার্ড ধরিয়ে দেওয়ায়। সেই রিপোর্ট অনুযায়ী কয়েকজন প্রশংসা পেলেও সার্বিকভাবে যে তিনি অসন্তুষ্ট, বুঝিয়ে দিয়েছেন মোদি।

এরপর আটের পাতায়

রাজ্য পুলিশের ডিএসপি পদে বুধবার কাজে যোগ দিলেন বিশ্বজয়ী ক্রিকেটার রিচা ঘোষ। তাঁকে স্বাগত জানালেন ডিজি রাজীব কুমার। শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের এসিপি পদে নিযুক্ত করা হয়েছে রিচাকে।

প্রৌঢ়ার ঝুলন্ত দেহ, চর্চায় এসআইআর আতঙ্ক

সায়নদীপ ভট্টাচার্য ও শিবশংকর সূত্রধর

তুফানগঞ্জ ও কোচবিহার, ৩ ডিসেম্বর : ভোটার কার্ডে পদবির বানান ভুল থাকায় এসআইআর আতঙ্কে হাচনা বিবি (৫৮) নামে এক প্রৌঢ়া আত্মঘাতী হয়েছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। ঘটনা জানাজানি হতেই রাজনৈতিক তর্জা শুরু হয়েছে। এই মৃত্যুর জন্য তৃণমূল ও বিজেপি একে অপরের ঘাড়ে দায় চাপিয়েছে। মঙ্গলবার রাতে তুফানগঞ্জের মধ্য বালাভূত এলাকায় শোয়ার ঘর থেকে হাচনার ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। আধার কার্ডে তাঁর নাম 'হাচনা বিবি' থাকলেও ভোটার কার্ডে নাম ছিল 'হাচনা রিবি', যা নিয়েই বিভ্রান্তি।

পরিবারের দাবি, পদবি ভুল থাকায় তিনি এসআইআর-এর আতঙ্কে ভুগছিলেন। ভোটার কার্ডে থাকা পদবি সংশোধনের চেষ্টাও করছিলেন। কিন্তু সংশোধন না হওয়ায় আতঙ্কে তিনি আত্মঘাতী হন। ২০০২ সালের ভোটার কার্ডের তালিকায় তাঁর নাম ছিল। সেখানেও 'হাচিনা রিবি' উল্লেখ রয়েছে। বর্তমানে থাকা ভোটার কার্ড দিয়েই এতদিন তিনি ভোট দিয়েছিলেন বলে পরিবারের দাবি। তবে গোটা ঘটনা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। ওই প্রৌঢ়া এসআইআর-এর বিষয়টি ভালোভাবে জানতেন না। সামাজিক মাধ্যমেও তাঁর বিশেষ সংযোগ ছিল না। রাজনৈতিক দলগুলির সঙ্গেও ঘনিষ্ঠতাও ছিল না। ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত ঘেঁষা মধ্য বালাভূতের মতো বিচ্ছিন্ন দ্বীপের বাসিন্দা তিনি। তাঁর মধ্যে এসআইআর-এর আতঙ্ক ঢুকল কীভাবে? স্থানীয় স্তরে কেউ তাঁকে ভুল বোঝানোর ফলে তিনি আতঙ্কিত হয়েছিলেন বলে তদন্তকারীদের একাংশ মনে করছেন।

তবে তুফানগঞ্জ মহকুমা পুলিশ আধিকারিক কান্নেধারা মনোজ কুমার বলেছেন, 'দেহ ময়নাতদন্তের পর পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু হয়েছে।'

গত ২৯ অক্টোবর দিনহাটায় এসআইআর আতঙ্কে খাইরুল শেখ নামে এক বৃদ্ধ কীটনাশক পান করে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন। তাঁরও নামের বানানে ভুল ছিল। তবে খাইরুল শেষপর্যন্ত বেঁচে ফিরলেও হাচনা বাঁচেননি। হাচনার স্বামী আশরাফুল শেখ বলেন, 'স্ত্রীর ভোটার কার্ডে নামের পদবি ভুল থাকায় মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছিল। আমাদের বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেওয়া হবে, এমনটাই বলত। বারবার বোঝানো সত্ত্বেও এসআইআর-এর আতঙ্কে ও আত্মহত্যা করল।' হাচনার ভাইপো বজলে হকের কথায়, 'নামের পদবি ঠিক করার জন্য মাসদুয়েক ধরে অনেক ঘোরাঘুরি করেছিলেন। কিন্তু কাজ হয়নি। ওঁর এনুমারেশন ফর্মও ফিলআপ করে জমা দেওয়া হয়েছে।'

মৃত হাচনা বিবি।

হাচনার বৃদ্ধ স্বামী ও দুই ছেলে ইটভাটায় কাজ করেন। মঙ্গলবার প্রতিদিনের মতো বাজারে গিয়েছিলেন স্বামী। বাড়ি তখন ফাঁকা ছিল। বাজার থেকে ফিরে ডাকাডাকি করেও স্ত্রীর কোনও সাড়া না মেলায় ঘরের দরজা খুলতেই হাচনার ঝুলন্ত দেহ চোখে পড়ে। তুফানগঞ্জ মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। তুফানগঞ্জ থানার পুলিশ মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠায়।

এদিকে, হাচনার অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনায় রাজনৈতিক চাপানউতোর শুরু হয়েছে। তৃণমূল ও বিজেপি একে অপরের ঘাড়ে দোষ চাপাচ্ছে। বুধবার এমজেএন মেডিকেলের মর্গে গিয়ে মৃতার পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলেন তৃণমূলের জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক। ময়নাতদন্তের পর হাচনার দেহ নিয়ে মধ্য বালাভূতে পৌঁছান তিনি।

এরপর আটের পাতায়

ডিব্রুগড়ে নতুন সিক লাইনের নির্মাণ

ই-টেন্ডার নোটিস নং. টিএসকে/জিএসইউ/০৩ তারিখ: ২৮-১১-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ: ডিব্রুগড়ে- ডিব্রুগড় কোচিং ডিপোতে নতুন সিক লাইনের নির্মাণ। টেন্ডার রাশি: ১৪,৩৪,১৫,৯৯৪.৪০/- টাকা। বায়না রাশি: ৮,৬৭,১০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়: ৩০-১২-২০২৫ তারিখে ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা যাবে: ১৫.৩০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ তথ্য আগামী ২৯-১২-২০২৫ তারিখে ১৫.০০ ঘণ্টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

উপ মুখ্য অভিযন্তা, গতি শক্তি ইউনিট, তিনসুকিয়া
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

নিউ জলপাইগুড়িতে রানিং রুমের রক্ষণাবেক্ষণ

ই-টেন্ডার নোটিস নং. ইএল_টিআরও_২০এ_২০২৫-২৬ তারিখ: ২৯-১১-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে: কাজের নাম: নিউ জলপাইগুড়িতে: নিউ জলপাইগুড়ির মহানন্দা রানিং রুমে ২৪ মাসের (০২ বৎসরের) এক সময়সীমার জন্যে দৈনিক রক্ষণাবেক্ষণের কাজ। টেন্ডার রাশি: ৫,৩৫,০৯,৯৮২.১৫/- টাকা। বায়না রাশি: ৪,১৭,৬০০/- টাকা। ডাক বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়: ২২-১২-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা যাবে: ১৫.৩০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

জ্যেষ্ঠ ডিইই/ওপি/কাটিহার
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

উচ্চ ভোল্টেজ কম্পোজিট ইনসুলেশন কোটিং-এর ব্যবস্থা

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং: ইএল_টিআরডি_৫২_২৫-২৬, তারিখ: ২৮-১১-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে: টেন্ডার নং: ইএল_টিআরডি_৫২_২৫-২৬, কাজের নাম: কাটিহার ডিভিশনে: ওএলএস স্থানে (ফেস-II) সীমিত বৈদ্যুতিক ক্লিয়ারেন্সে ২৫ কেভি ওএইচই-এর জন্য উপযুক্ত উচ্চ ভোল্টেজ কম্পোজিট ইনসুলেশন কোটিং-এর ব্যবস্থা। টেন্ডার মূল্য: ২,৩০,৫৪,৫০৫.৯০ টাকা, বায়নার ধন: ২,৬৫,৩০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ১৯-১২-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খুলবে ১৯-১২-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ১৯-১২-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টা পর্যন্ত http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

সিনি. ডিইই/জি অ্যান্ড সিএইচজি./কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

বৈদ্যুতিক জেনারেল কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং: ইএল/২৯/৫২_২০২৫/কে/১১২১, তারিখ: ২৭-১১-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে: টেন্ডার নং: ৫২_২০২৫, কাজের নাম: (ক) "সিনি. ডিইএন/IV/কাটিহার-এর অধীনে কমিউনিটি হল ও সিনিয়র ইন্সটিটিউট-এর নবীনীকরণ"-এর ইঞ্জিনিয়ারিং কাজের সাথে সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক জেনারেল কাজ। (খ) "সিনি. ডিইএন/IV/কাটিহার অধিক্ষেত্রের অধীনে আরপিএফ ব্যারাক, ও.টি. পারা, কাটিহারে সমস্ত স্টাফদের জন্য কভার শেড সহ বেডমিন্টন কোর্ট-এর ব্যবস্থা"-এর ইঞ্জিনিয়ারিং কাজের সাথে সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক জেনারেল কাজ। (গ) "ডিভিশনাল হাসপাতাল, কাটিহার: ছাদের লিকেজ, আই সোলেশন ওয়ার্ড, ফিজিওথেরাপিস্ট ইউনিট-এর মেরামত ও আপগ্রেডেশন"-এর ইঞ্জিনিয়ারিং কাজের সাথে সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক জেনারেল কাজ। টেন্ডার মূল্য: ৭০,৫২,৯০৮.০০ টাকা, বায়নার ধন: ১,৪১,১০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ১৯-১২-২০২৫ তারিখের ১৫:০০ ঘণ্টায় এবং খুলবে ১৯-১২-২০২৫ তারিখের ১৫:৩০ ঘণ্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

সিনি. ডিইই/জি অ্যান্ড সিএইচজি./কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নং : ইএল-এমএলডিটি-ই-টেন্ডার-৩৯৭, তারিখ ০১.১২.২০২৫। সিনিয়র ডিভিশনাল ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (জি), পূর্ব রেলওয়ে, মালদা টাউন অফিস বিল্ডিং, পোঃ ঝলঝলিয়া, জেলা-মালদা, পিন-৭৩২১০২ (পঃবঃ) নিম্নরূপ কাজের জন্য অভিজ্ঞতা ও আর্থিক সঙ্গতি আছে এরূপ নামী সংস্থাসমূহ/এজেন্সিসমূহ/ কন্ট্রাক্টরদের থেকে ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন : কাজের নাম : (ক) সাহিবগঞ্জ স্টেশনে হেরিটেজ পরিকাঠামো সংক্রান্ত বাংলো নম্বর ২এ, ২বি এবং ৮৮-র উন্নয়ন ও সংস্কার। (খ) সাহিবগঞ্জ স্টেশনে হেরিটেজ পরিকাঠামো সংক্রান্ত সাহিবগঞ্জ ইনস্টিটিউটের উন্নয়ন ও সংস্কার। টেন্ডার মূল্য : ৮৫,৮২,৬০৯.৯৮ টাকা। বায়না মূল্য : ১,৭১,৭০০ টাকা। টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য: নেই। ই-টেন্ডার জমার তারিখ ও সময় : ১৬.১২.২০২৫ থেকে ৩০.১২.২০২৫ তারিখ দুপুর ৩.৩০ মিনিট পর্যন্ত। ওয়েবসাইটের বিবরণ ও নোটিস বোর্ড : ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in নোটিস বোর্ড : সিনিয়র ডিইই(জি), পূর্ব রেলওয়ে, মালদা টাউনের অফিস। ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in-এ বিশদ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ও নথিপত্র দেখতে টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ জানানো হচ্ছে। উপরোক্ত টেন্ডারের জন্য কোনও অবস্থাতেই ম্যানুয়াল অফার গ্রাহ্য হবে না।

(MLD-250/2025-26)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

পরিচালন এবং বিস্তৃত বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণের কাজ

ই-টেন্ডার নোটিস নং. মেক-এপিডিজে-২০২৫-০২ তারিখ: ২৮-১১-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে: টেন্ডার সংখ্যা. মেক-এপিডিজে- ২০২৫-০২। কাজের নাম: আলিপুরদুয়ার জংশন এবং নিউ কোচবিহার স্টেশনে ০৩ বৎসরের এক সময়সীমার জন্যে তাৎক্ষণিক জলযোগান পদ্ধতির পরিচালন এবং বিস্তৃত বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণের কাজ (এএমওসি)। টেন্ডার রাশি: ১,৪৮,২৬,৭৩৫.৫৬/- টাকা। বায়না রাশি: ২,২৪,১০০/- টাকা। টেন্ডার জমা করার অন্তিম তারিখ: ২২-১২-২০২৫ তারিখে এবং খোলা যাবে সেই একই তারিখে। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

জ্যেষ্ঠ ডিএমই/আলিপুরদুয়ার জংশন
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

ওএইচই মডিফিকেশনের কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং: এপি-ইএল-টিআরডি-২০-২৫-২৬। নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে: ক্র. নং. ১, টেন্ডার নং: এপি-ইএল-টিআরডি-২০-২৫-২৬, কাজের নাম: আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের কালচিনি স্টেশনে নতুন ... এবং ... সম্প্রসারণের কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট ওএইচই মডিফিকেশনের কাজ। বিজ্ঞাপিত টেন্ডার মূল্য: ... টাকা, বায়নার ধন: ... টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ২৩-১২-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খুলবে ... ডিআরএম/ইলেক্ট্রি (টিআরডি)/ আলিপুরদুয়ার জং. কার্যালয়ে খোলা হবে। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

সিনি. ডিইই/টিআরডি, ওপি অ্যান্ড জিএস, আলিপুরদুয়ার জং.
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

অ্যালেনে ভর্তির ফি-তে ছাড়

নিউজ ব্যুরো

৩ ডিসেম্বর : অ্যালেন কেরিয়ার ইনস্টিটিউট, কোটা, ইঞ্জিনিয়ারিং এবং মেডিকেলের প্রবেশিকা পরীক্ষার কোচিং-এর একটি স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠান। এখানে ২০২৬-'২৭ শিক্ষাবর্ষের জন্য ভর্তি শুরু হয়েছে। ২০ ডিসেম্বরের আগে নিজেদের নাম নথিভুক্ত করলে শিক্ষার্থীরা ভর্তির ফি-তে বিশেষ ছাড় পাবে।

প্রতিষ্ঠানের সভাপতি বিনোদ কুমাওয়াত বলেন, 'এই প্রতিষ্ঠান দ্বারা আয়োজিত ট্যালেন্টএক্স পরীক্ষার ফল ইতিমধ্যেই প্রকাশিত। যে সমস্ত শিক্ষার্থী স্কলারশিপের জন্য যোগ্য হিসেবে বিবেচিত হয়েছে, তারা যদি ২০ ডিসেম্বরের আগে নিজেদের নাম নথিভুক্ত করে তাহলে ট্যালেন্টএক্স স্কলারশিপের পাশাপাশি তারা ভর্তির ফি-তে ছাড়ের সুবিধাও পাবে।'

এলআইসির নয়া আধিকারিক

নিউজ ব্যুরো

৩ ডিসেম্বর : এলআইসি ইন্ডিয়ার ম্যানেজিং ডিরেক্টর হিসেবে দায়িত্ব নিলেন রামাকৃষ্ণন চান্দের। কেন্দ্রীয় সরকার বিজ্ঞপ্তি জারি করে তাঁর এই নিযুক্তির কথা জানিয়েছে। রামাকৃষ্ণন ১৯৯০ সালে অ্যাসিস্ট্যান্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার পদে এলআইসিতে যোগ দিয়েছিলেন। এরপর নানান গুরুত্বপূর্ণ পদে ছিলেন তিনি। ম্যানেজিং ডিরেক্টর হওয়ার আগে চিফ ইনভেস্টমেন্ট অফিসার এবং এগজিকিউটিভ ডিরেক্টর অফ ইনভেস্টমেন্ট পদে ছিলেন তিনি।

আবেদনপত্র হাতে দাঁড়িয়ে চাঁদু শেখ। ছবি : পঙ্কজ ঘোষ

'দিদি'র সাক্ষাৎ হল না, ক্ষুণ্ণ চাঁদু

গৌতম দাস

গাজোল, ৩ ডিসেম্বর : সালটা ১৯৯৪। রাজ্যে রমরমিয়ে চলছে বামফ্রন্ট সরকার। কংগ্রেস নেত্রী হিসেবে দাপিয়ে বেড়াচ্ছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই সময় গাজোলে ঘটে যায় এক নৃশংস ঘটনা। বর্গার দাবি না ছাড়ার জন্য জীবন্ত পুড়িয়ে মারার চেষ্টা করা হয় বর্গাদার চাঁদু শেখের পরিবারকে। ঘরে শিকল তুলে লাগিয়ে দেওয়া হয় আগুন। ঘর থেকে বের হতে না পেরে জীবন্ত পুড়ে মারা যান চাঁদুর অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রী রোকেয়া বিবি, আট বছরের মেয়ে আখতারি বানু, পাঁচ বছরের ছেলে জাহাঙ্গির হোসেন এবং বছর তিনেকের ছেলে এন্তাজুল হোসেন। গুরুতর অগ্নিদগ্ধ হন চাঁদু নিজেও। কোনওরকমে তাঁকে উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া হয় মালদা জেলা হাসপাতালে। দেওতলা গ্রাম পঞ্চায়েতের ঢাকনাপাড়ার এই ঘটনা সেই সময় আলোড়ন তুলেছিল গোটা রাজ্যে। ঘটনার পর বাম নেতারা ছুটে গিয়েছিলেন গ্রামে। কলকাতা থেকে চলে এসেছিলেন মমতা। চাঁদুকে নিয়ে জোরদার আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন তিনি। চাঁদুর পাশে থাকার আশ্বাসও দিয়েছিলেন।

এই ঘটনার পর চাঁদু শেখ চলে আসেন গাজোল শহরের সরকারপাড়ায়। সেখানেই বাড়ি তৈরি করে দ্বিতীয় বিয়ে করেন। বর্তমানে চাঁদু গুরুতর অসুস্থ। বুধবার মুখ্যমন্ত্রীর জনসভায় এসেছিলেন তিনি। ইচ্ছে ছিল মুখ্যমন্ত্রীর হাতে আবেদনপত্র তুলে দিয়ে তাঁর সঙ্গে দুটো কথা বলার। কিন্তু সেই আশা এদিন আর পূরণ হয়নি। দেখা হয়নি মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে। এদিন সংবাদমাধ্যমের ক্যামেরার সামনে কেঁদে ফেলেন চাঁদু। বলেন, 'সেই সময়কার কংগ্রেস নেত্রী বর্তমানে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আশ্বাস দিয়েছিলেন আমার জন্য কিছু করবেন। আগে বেশ কয়েকবার দিদির সঙ্গে দেখা করেছিলাম। মালদায় এলেই মুখ্যমন্ত্রী আমার কথা বলেন। বর্তমানে আমি খুব অসুস্থ। তাই দিদির কাছে আমার কথা তুলে ধরতে চেয়েছিলাম। কিন্তু দেখা হল না।' তবে মুখ্যমন্ত্রীর নিরাপত্তারক্ষীর হাতে আবেদনপত্র তুলে দিয়েছেন চাঁদু। তাঁর আশা, নিশ্চয়ই সাড়া দেবেন মুখ্যমন্ত্রী।

উত্তরের পুরোনো স্থাপত্য রক্ষার উদ্যোগ

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ৩ ডিসেম্বর : উত্তরবঙ্গের কোন পুরোনো স্থাপত্য আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া রক্ষণাবেক্ষণ করবে আর কোনটি স্টেট হেরিটেজ কমিশন করবে, তার তালিকা তৈরির তোড়জোড় শুরু করল স্টেট হেরিটেজ কমিশন। অবশ্যই তার আগে হেরিটেজ তকমা দেওয়া হবে সংশ্লিষ্ট স্থাপত্যকে। আগামী ১০ ডিসেম্বর কোচবিহারের ঠাকুর পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ে কমিশন আয়োজিত এক আলোচনাচক্রে সম্ভাব্য হেরিটেজ সম্পত্তির তালিকা উত্তরবঙ্গের আটটি জেলা থেকে জমা নেবে কমিশন। তারপর তালিকা থেকে কোন সম্পত্তিকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে হেরিটেজ ঘোষণা করে সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণ করা হবে, তা দেখবে কমিশন।

উত্তরবঙ্গের আট জেলা থেকে ইতিহাস ও হেরিটেজ বিষয়ে অভিজ্ঞ অধ্যাপক ও বিশেষজ্ঞদের আলোচনাচক্রে বক্তব্য রাখার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। সংশ্লিষ্ট জেলাগুলির কোন কোন সম্পত্তি ১০০ বছরের বেশি পুরোনো, তার তালিকা জেলাগুলি থেকে জমা নেবে কমিশন। যা থেকে বাছাই করে হেরিটেজ স্বীকৃতি দেওয়া হবে এবং প্রয়োজন অনুসারে সংস্কারের উদ্যোগ নেওয়া হবে। কোন সম্পত্তি রাজ্য কমিশন সংরক্ষণ করবে আর কোনগুলি এএসআই করবে, তার তালিকাও করা হবে বলে জানান রাজ্য হেরিটেজ কমিশনের সদস্য ডঃ আনন্দগোপাল ঘোষ।

অ্যাফিডেভিট

আমি Amiya Kumar Sinha S/o Late Narendra Nath Sinha, রামকৃষ্ণ পল্লী, থানা ইংলিশ বাজার, পোঃ ও জেলা মালদহ পঃবঃ, পিন-৭৩২১০১, ২০০২-এর ভোটার তালিকায় আমার ও আমার বাবার পদবী Singha, আমার স্ত্রী Ila Ray D/o Sitesh Chandra Ray-র বদলে Ila Singha W/o Amiya Singha, আমার বড় ছেলে Anirban Singh Parmer S/o Amiya Kumar Singh Parmer-র বদলে Anirban Singha S/o Amiya Kumar Singha আমার ছোট ছেলে Aniruddha Singh Permar S/o Amiya Kumar Singh Permar থাকায় গত 28.11.2025 তারিখে E.M. Malda Court এ Affidavit বলে আমার ও বাবার পদবী Singha থেকে Sinha, আমার স্ত্রীর পদবী Singha থেকে Ray কারণ সে একই ব্যক্তি। আমার বড় ছেলের পদবী Singha থেকে Singh Parmer কারণ সে একই ব্যক্তি। ছোট ছেলে Aniruddha Singh Permar S/o Amiya Kumar Singh Permar. উভয় ছেলের পিতা Amiya Kumar Sinha, Amiya Kumar Singha, Amiya Kumar Singh Parmer, Amiya Kumar Singh Permar এই নামগুলি যথাক্রমে এক ও অভিন্ন ব্যক্তির। (M-115446)

•

ড্রাইভিং লাইসেন্স নং WB - 63 1999 0889106 আমার এবং বাবার নাম ভুল থাকায় গত 03-12-2025 E.M., সদর, কোচবিহার অ্যাফিডেভিট দ্বারা আমি Rafikul Akanda এবং Rafiqul Akand, S/o. Osman Akanda@ Osman Akand এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। আমার পুরো এবং শুভ নাম Rafikul Akanda হিসেবে ঘোষণা করতে এই হলফনামা পেশ করলাম। চিলাখানা, থানা : তুফানগঞ্জ, জেলা : কোচবিহার। (C/118928)

কর্মখালি

সুর্বণ সুযোগ-বাড়ি থেকে 2/3 ঘণ্টা কাজে (আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ি) উচ্চ আয়ের সুযোগ। 9830364767. (K)

Walk in Interview

WBVHA FSW (TI Project), Requires Project Manager & Accountant cum MNE, Qulf - PG in Social Science & B.Com with Computer knowledge, 5 years' Experience in same field. Hon'm Rs. 21000/- & 16,000 per month + T.A. Documents Required : Educational Qualificaton Certificates, Experience Certificate, Residential Proof. Date of Interview 08/12/25 at Babupara DIC Office Siliguri (Ph. : 8918962700/ 8367806473). (C/119178)

অ্যাফিডেভিট

আমার কন্যার জন্ম শংসাপত্র নং B/2025/1929342 নাম ভুল থাকায় গত 24-11-25, J.M. 2nd Court (Newly Created) দিনহাটা অ্যাফিডেভিট দ্বারা আমার কন্যা Ishita Das এবং Radha Barman এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলো। সুনিশ্চিত এবং যথাযথ সংশোধনের জন্য জন্ম শংসাপত্রে Radha Barman এর পরিবর্তে Ishita Das হবে। এই হলফনামা পেশ করলাম। - Biswajit Das, গ্রাম ও পো : কিশামত আদাবাড়ি, থানা : সিতাই, জেলা : কোচবিহার। (C/118926)

•

আমি Dipu Das, পিতা : Late Jiten Das, ঠিকানা : দত্তপাড়া ঝিল কলোনি, ওয়ার্ড নং ১২, পোঃ ও জেলা : আলিপুরদুয়ার। ড্রাইভিং লাইসেন্সে (No: WB6919910894783) আমার নাম ভুলবশত Dipak Ch. Das উল্লেখ থাকায় গত ০২/১২/২০২৫ তারিখে আলিপুরদুয়ার E.M. কোর্টে অ্যাফিডেভিট দ্বারা আমার নাম Dipak Ch. Das থেকে Dipu Das করা হল। Dipak Ch. Das এবং Dipu Das একই ব্যক্তি। (C/118755)

আলিপুরদুয়ার মণ্ডলে ট্র্যাকের রক্ষণাবেক্ষণ

ই-টেন্ডার নোটিস নং. ১০২/ডব্লিউ-২/এপিডিজে তারিখ: ০১-১২-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে: টেন্ডার সংখ্যা. ৪৩-এপি-I-২০২৫। কাজের নাম: এডিইএন/II/নিউ কোচবিহার অধিক্ষেত্রের অধীনে ১ বৎসরের এক সময়সীমার জন্যে এসএসই/পিওয়ে/তুফানগঞ্জের অধীনের ৯১/৭-১৪৮/০ কিলোমিটার থেকে (নিউ কোচবিহার-গোলকগঞ্জ) নিউ কোচবিহার-গোলকগঞ্জ খণ্ডে ট্র্যাকের রক্ষণাবেক্ষণ। টেন্ডার রাশি: ২,৩৭,৫৫,৪৬৬.১৩/- টাকা। বায়না রাশি: ২,৬৮,৮০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়: ২২-১২-২০২৫ তারিখে ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা যাবে: ১৫.৩০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম (ডব্লিউ), আলিপুরদুয়ার জংশন
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

ভাগ্য ফেরে সঠিক জ্যোতিষ বিচারে
5 DEC. শিলিগুড়ি হোটেল মেয়র, সেবক রোড
6 7 8 DEC. জলপাইগুড়ি হোটেল জেলা প্রিতম
8th Dec. upto 3 pm
বাকসিদ্ধা জ্যোতিষী দেবযানী
FOR BOOKING CALL 9830192259

e-Tender Notice
Office of the BDO, Banarhat Block, Jalpaiguri

Notice inviting e-Tender by the undersigned for different works vide NIT No. **e-NIT NO BANARHAT/BDO/NIT-029/2025-26** Last date of online bid submission 03/01/2026 Hrs 09:00 AM. For further details you may visit **https://wbtenders.gov.in**

Sd/-
BDO, Banarhat Block

OFFICE OF THE BLOCK DEVELOPMENT OFFICER
DINHATA-I DEVELOPMENT BLOCK
P.O- DINHATA, DIST - COOCHBEHAR, P.S- DINHATA, PIN - 736135

E-tender are invited from bonafide resourceful Contractor /Bidder for NIT No- Din-I/BDO/APAS/12/25-26, dated- 25.11.2025, NIT No- Din-I/BDO/APAS/13/25-26, dated- 25.11.2025, NIT No- Din-I/BDO/APAS/04/25-26 (2nd Call), dated- 25.11.2025, Din-I/BDO/APAS/14/25-26, dated- 27.11.2025, Din-I/BDO/APAS/15/25-26, dated- 27.11.2025, of the BDO, Dinhata-I Dev Block under APAS fund. Details are shown in **w.w.w.wbtender.gov.in.** The last date for submission of tender upto 24.12.2025 at 5.00 P.M., 25.12.2025 at 5.00 P.M., 25.12.2025 at 5.00 P.M., 27.12.2025 at 5.00 P.M., 29.12.2025 at 5.00 P.M. respectively.

Sd/-
Block Development Officer
Dinhata-I Development Block
Dinhata : Coochbehar

INVITATION OF QUOTATIONS
ARMY PUBLIC SCHOOL, BINNAGURI

1. Tender/Quotations are invited for various items/construction works for the Quarter Ending December 2025 & March 2026.

2. Please visit the School Website www.apsbinnaguri.org regularly for details & submission of quotations.

Principal, APS Binnaguri

স্টোর ই-প্রকিউরমেন্ট

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং: এস/২৮/২০২৫-২৬, তারিখ: ২৭-১১-২০২৫। নিম্নস্বাক্ষরকারী নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন।

ক্রম. নং.:১; টেন্ডার নং. : ৩০/২৫/১১৬৮/ওটি/১৮৭/২০২৫-২৬;
বন্ধ/খোলার তারিখ: ১৯-১২-২০২৫।

সংক্ষিপ্ত বিবরণ: বল জয়েন্ট রোল লিঙ্ক ফ্লেক্সিবেল জয়েন্ট (অ্যান্টি রোল বার লিঙ্ক) ডিআরজি নং:– সি৫৩৯৭৩ আরইবি বিআরইডি ৮৪১৬ আরইভি-৩আর৩ মেটেরিয়াল স্পেসিফিকেশন:– ১৭.৫৩১.১০০.০৩ সংশোধনী নং-০১, ১৭.৬১৭.১০০.০২, এমডিটিএস-১৪৮ আরইভি-০১ অথবা সর্বশেষ এবং এমডিটিএস-১২২ আরইভি-০৩ অথবা সর্বশেষ (ওয়ারেন্টির সময়কাল: সরবরাহের তারিখ থেকে ৪৮ মাস) (পরিদর্শন সংস্থা: টিপিআই, স্টেজ পরিদর্শন: না, স্টেজ সংখ্যা: ০) [ইউডিএএম লিংকিং: আইটেম: ৩১০০৫৯৬, ফিয়াট বগির জন্য রাবার-মেটাল বন্ডেড আইটেমের সেট] আইটেমের ধরন: পণ্য (সরবরাহ)। i) পরিমাণ – ডিব্রুগড় টাউন ওয়ার্কশপ ডিপো, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (আসাম)-এর জন্য ৩৫৫২টি, (ii) পরিমাণ – নিউ বঙাইগাঁও ওয়ার্কশপ ডিপো, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (আসাম)-এর জন্য ২০৩৮টি, (iii) পরিমাণ – নিউ জলপাইগুড়ি জিএসডি, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (পশ্চিমবঙ্গ)-এর জন্য ৪টি । পি.এল. নং – ৩৩৫০০০২২।

ক্রম নং:২; টেন্ডার নং. : ৬১/২৪/৫৬৭৯এ/ওটি/১৮৮/২০২৫-২৬;
বন্ধ/খোলার তারিখ: ২৩-১২-২০২৫।

সংক্ষিপ্ত বিবরণ: আরডিএসও ড্রয়িং নং টি-৮৮২২ অনুযায়ী, সর্বশেষ সংশোধন, যদি থাকে, সহ ৬০ কেজি থিক ওয়েব সুইচ এক্সপানশন জয়েন্ট (টিডব্লিউএসইজে) প্রস্তুতকরণ ও সরবরাহ। [ওয়ারেন্টি সময়সীমা: ডেলিভারির তারিখের পর ৩০ মাস] [পরিদর্শন সংস্থা: টিপিআই, স্টেজ পরিদর্শন: হ্যাঁ, স্টেজ: ১] [ইউডিএএম লিঙ্কিং: আইটেম: ৩১০০৫৮২, থিক ওয়েব সুইচেস, থিক ওয়েব সেজ এবং এন্ড ফোরজিং সাব আইটেম: থিক ওয়েব সেজ] আইটেম টাইপ:পণ্য (সরবরাহ)। পরিমাণ: জিতেন্দ্র কুমার, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (আসাম)-এর জন্য ১০২ সেট। পি.এল. নং: ৬০০৬০৮৩৬০১৭৫।

দ্রষ্টব্য:- টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি এবং টেন্ডার নথির সম্পূর্ণ বিবরণের জন্য, দরদাতা ওয়েবসাইটে (www.ireps.gov.in) লগ ইন করতে পারেন সম্ভাব্য দরদাতা যারা উপরোক্ত টেন্ডারে অংশগ্রহণ করতে চান তাদের উপরোক্ত ওয়েবসাইটে লগ ইন করতে হবে এবং তাদের অফারটি ইলেকট্রনিকভাবে জমা দিতে হবে, যদি তারা ইতিমধ্যেই আইআরইপিএস-এর সাথে নিবন্ধিত থাকেন। যদি তারা আইআরইপিএস-এ নিবন্ধিত না থাকেন, তাহলে তাদের ভারত সরকারের তথ্যপ্রযুক্তি আইন ২০০০ এর অধীনে সার্টিফিকেশন সংস্থাগুলি থেকে শ্রেণী-III ডিজিটাল স্বাক্ষর সার্টিফিকেট গ্রহণ করতে এবং উপরোক্ত টেন্ডারে অংশগ্রহণ করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

পিসিএমএম, মালিগাঁও
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

কাটিহার মণ্ডলে বাহন ভাড়া করা

ই-টেন্ডার নোটিস নং. ইএল/২৯/০৩-২০২৫/ জিইএম/কে (ডাক সংখ্যা. জিইএম/২০২৫/বি/৬৯৪৮০৭০)/১১২৮ তারিখ: ২৯-১১-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে: কাজের নাম: কাটিহার মণ্ডলে- ০৩ বৎসরের এক সময়সীমার জন্যে ইমার্জেন্সী ব্রেকডাউনের পুনরুদ্ধার এবং বৈদ্যুতিক সরঞ্জামের দৈনিক রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে নিয়মিত ভিত্তিক মানুষ এবং সামগ্রী পরিবহনের জন্যে ফিল্ড এসএসই-ইন-চার্জের হেতু ০২ টি বন্ধ উপযোগী বাহন (চারা চাকাযুক্ত বাণিজ্যিক বাহন) পিক আপ ভ্যান) ভাড়া করা (এসএসই/ইলেক্ট্রি/পি/আইসি/কিশনগঞ্জ, এসএসই/টিএল এন্ড এসি/আইসি/কিশনগঞ্জ-০১ ভেহিকল এবং এসএসই/ইলেক্ট্রি/পি/আইসি/বারসোই-০১ ভেহিকেলের জন্যে)। টেন্ডার রাশি: ৪৩,৬৬,৫১২/- টাকা। বায়না রাশি: ৮৭,৩৪০/- টাকা। ডাক বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়: ২২-১২-২০২৫ তারিখে ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা যাবে: ১৫.৩০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ তথ্য আগামী ২২-১২-২০২৫ তারিখে ১৫.০০ ঘণ্টা পর্যন্ত www.gem.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

জ্যেষ্ঠ ডিইই (জিএসিএইচজি), কাটিহার
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

প্রতিরক্ষা গবেষণা এবং উন্নয়ন সংস্থা (ডিআরডিও)
প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, ভারত সরকার
কর্মী প্রতিভা ব্যবস্থাপনা কেন্দ্র (সিইপিটিএএম)
মানব সম্ভাবনাকে নিরীক্ষণ, বাস্তবায়ন এবং স্বীকৃতি প্রদান

ডিআরডিও-তে যোগদানের সুবর্ণ সুযোগ এবং গর্বের সহিত দেশের সেবা করুন।

সিনিয়ার টেকনিকাল অ্যাসিস্ট্যান্ট-বি এবং টেকনিসিয়ান-এ পদে নিয়োগ
মোট শূন্যপদ : ৭৬৪
বিজ্ঞপ্তি নং : সিইপিটিএএম-১১

সিইপিটিএএম নিম্নের তালিকার বিবরণ অনুসারে, সিনিয়ার টেকনিকাল অ্যাসিস্ট্যান্ট-বি এবং টেকনিসিয়ান-এ পদের জন্য যোগ্য প্রার্থীদের আবেদনের আহ্বান জানাচ্ছে। আবেদনপত্রটি শুধুমাত্র অনলাইন মাধ্যমে জমা করতে হবে।

ক্রমিক নং.	পদের নাম	বেতনের গঠন (৭ম সিপিসি অনুসারে)	বয়সের সীমা (বছর)*	মোট শূন্যপদ (নং)
০১	সিনিয়ার টেকনিকাল অ্যাসিস্ট্যান্ট-বি (এসটিএ-বি)	স্তর ৬ (৩৫৪০০-১১২৪০০)	১৮-২৮	৫৬১
০২	টেকনিসিয়ান - এ (টেক - এ)	স্তর ২ (১৯৯০০-৬৩২০০)	১৮-২৮	২০৩

* ভারত সরকারের নিয়মাবলি অনুসারে বয়সের উপর শিথিলতা বরাদ্দ করা হবে।
বিজ্ঞপ্তিটি সম্পূর্ণরূপে ইঙ্গিতমূলক প্রকৃতির। গুরুত্বপূর্ণ তারিখ, যোগ্যতার মানদণ্ড, প্রয়োজনীয় ন্যূনতম যোগ্যতা, নির্বাচন প্রক্রিয়া, নিবন্ধীকরণের লিংক এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশাবলি সংক্রান্ত বিস্তারিত বিবরণের জন্য ডিআরডিও-এর সরকারি ওয়েবসাইট www.drdo.gov.in-এর অন্তর্গত "অফারিং" মেনুর "ভ্যাকেন্সি" বিকল্পে উপলব্ধ বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি পড়ার অনুরোধ করা হচ্ছে। আবেদন প্রার্থীদের গুরুত্বপূর্ণ আপডেটেড নথিগুলি যেমন ফোটো আইডি, প্রয়োজনীয় যোগ্যতাগুলির সমর্থনে শংসাপত্র, সংরক্ষণ, শিথিলকরণ ইত্যাদি গুছিয়ে রাখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। অনলাইনে আবেদনপত্রটি পূরণ করার আগে গুরুত্ব সহকারে বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তি পড়ার অনুরোধ করা হচ্ছে।

বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি ডিআরডিও-এর সরকারি ওয়েবসাইটে উপলব্ধ হবে
www.drdo.gov.in
আবেদনের অনলাইন লিংকটি আনুমানিকভাবে ডিআরডিও-এর ওয়েবসাইটে ৯ ডিসেম্বর ২০২৫-এ সক্রিয় হবে।

আগ্রহী সকল আবেদনপ্রার্থীদের আপডেটগুলির জন্য ওয়েবসাইটটি অনুসরণ করার অনুরোধ করা হচ্ছে।

CBC 10301/11/0120/2526

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১২৮৬০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১২৯২৫০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১২২৮৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	১৭৮৯৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	১৭৯০৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

আজ টিভিতে

বৃন্দাবন বিলাসিনী সন্ধে ৭.৩০ সান বাংলা

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ১০.৩০ ক্লাসরুম, দুপুর ১.৩০ দাদা, বিকেল ৪.৩০ পাগলু-টু, সন্ধে ৭.৩০ দুরন্ত প্রেম, রাত ১০.৩০ মন শুধু তোকে চায়
জি বাংলা সোনার : সকাল ৯.৩০ মনে মনে, দুপুর ১২.০০ প্রতিশোধ, ২.৩০ ভালোবাসি তোমাকে, বিকেল ৫.০০ মায়ের অধিকার, রাত ১০.৩০ জোয়ার ভাঁটা
কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ জামাই রাজা, দুপুর ১.০০ গ্রেফতার, বিকেল ৪.০০ নবাব নন্দিনী, সন্ধে ৭.০০ বড়বউ, রাত ১০.০০ প্রেম আমার
ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ অনুভব
কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ বাজি দ্য চ্যালেঞ্জ
আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ দালাল
জি সিনেমা : সকাল ১০.৪৪ এক রিস্তা, দুপুর ২.১৮ দ্য গ্রেটেস্ট অফ অল টাইম, বিকেল ৫.২৩ দবং, রাত ৮.০০ জাট, ১১.০২ এনিমি
জি বলিউড : বেলা ১১.৩২ কুদরত কা কানুন, দুপুর ২.২২ হমারা দিল আপকে পাস হ্যায়, বিকেল ৫.৪৩ লড়াই, রাত ৯.০০ সুহাগ, ১১.৪৯ মুকদমা
স্টার মুভিজ : দুপুর ২.৪৫ হিটম্যান, বিকেল ৪.১৫ ওয়ার ফর দ্য প্ল্যানেট অফ দ্য এপস, সন্ধে ৬.৩০ অবতার, রাত ৯.০০ সিন্ডারেলা, ১০.০৫ ক্যাপ্টেন আমেরিকা : দ্য ফার্স্ট অ্যাভেঞ্জার

জাট রাত ৮.০০ জি সিনেমা

বড়বউ সন্ধে ৭.০০ কালার্স বাংলা সিনেমা

চিতা ব্লাড ব্রাদার্স রাত ১০.০০ অ্যানিমাল প্ল্যানেট হিন্দি

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : কোনও বন্ধুর সহায়তায় বহুজাতিক কোম্পানিতে চাকরির সুযোগ পাবেন। প্রেমের সম্পর্ক নিয়ে সমস্যা তৈরি হবে। বৃষ : শরীর নিয়ে নানারকম সমস্যায় ভুগতে হতে পারে। সামান্য কাজ নিয়ে সংসারে অশান্তি হওয়ার সম্ভাবনা। মিথুন : মানসিক চাপ কমাতে ঈশ্বরের আরাধনায় মন দিন। সমাজসেবীরা জনকল্যাণমূলক কাজে অংশ নিয়ে সম্মানিত হবেন। কর্কট : ব্যবসায় আজ নতুন করে লগ্নি না করাই ভালো। আপনার বুদ্ধির কৌশলে কোনও আত্মীয়ের সংসার ভাঙানোর খেলা বিফলে যাবে। সিংহ : নিকটাত্মীয়দের ব্যবহারে অবাক হবেন। সন্তানের উচ্চশিক্ষার জন্য ভিনরাজ্যে যাওয়ার বাধা কাটবে। কন্যা : পথেঘাটে একটু সাবধানে চলাফেরা করুন। প্রভাবশালী ব্যক্তির সহায়তায় কর্মক্ষেত্রে লাভবান হবেন। সন্ধের পর বাড়িতে অতিথির আগমন। তুলা : বহুদিনের কোনও আশা আজ পূরণ হবে। মায়ের শরীর নিয়ে চিন্তা থাকবে। আজ সাবধানে চলাফেরা করুন। বৃশ্চিক : সৃজনশীল কোনও কাজে সম্মানিত হবেন। পারিবারিক কোনও ঘটনার জন্য আইনি সাহায্য নিতে হতে পারে। ধনু : কর্মক্ষেত্রে কাজের চাপ বাড়লেও আর্থিক দিক থেকে লাভবান হবেন। বিজ্ঞানী, অধ্যাপক, শিল্পী প্রমুখের প্রসার বাড়বে। মকর : সম্পত্তি সংক্রান্ত পুরোনো মামলা মিটে যাওয়ার সম্ভাবনা। একাধিক সূত্রে আয়ের পথ খুলবে। দুপুরের পর ভালো খবর পাবেন। কুম্ভ : সামান্য অলসতার কারণে ভালো সুযোগ হাতছাড়া হয়ে যেতে পারে। কর্মক্ষেত্রে ছোটখাটো ভুলের জন্য সমালোচিত হতে পারেন। মীন : কর্মক্ষেত্রে আপনার শ্রম, নিষ্ঠা এবং দক্ষতার পুরস্কার পাবেন। বাড়ি, গাড়ি কেনার স্বপ্ন সফল হবে। পরিবার নিয়ে ভ্রমণের পরিকল্পনা সার্থক হবে।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ১৭ অগ্রহায়ণ, ১৪৩২, ভাঃ ১৩ অগ্রহায়ণ, ৪ ডিসেম্বর ২০২৫, ১৭ অঘোন, সংবৎ ১৪/১৫ মার্গশীর্ষ সুদি, ১২ জমাঃ সানি। সূঃ উঃ ৬।৭, অঃ ৪।৪৮। বৃহস্পতিবার, চতুর্দ্দশী দিবা ৭।৩৮ পরে পূর্ণিমা শেষ রাত্রি ৫।১৫। কৃত্তিকানক্ষত্র দিবা ৩।৯। শিবযোগ দিবা ১। ১৯। বণিজকরণ দিবা ৭।৩৮ গতে বৃষ্টিকরণ রাত্রি ৬।২৬ গতে ববকরণ শেষরাত্রি ৫। ১৫ গতে বালবকরণ। জন্মে- বৃষরাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী ও বিংশোত্তরী রবির দশা, দিবা ৩।৯ গতে নরগণ বিংশোত্তরী চন্দ্রের দশা। মৃতে- দ্বিপাদদোষ, দিবা ৩।৯ গতে দোষ নাই। যোগিনী- পশ্চিমে, দিবা ৭।৩৮ গতে বায়ুকোণে শেষরাত্রি ৫। ১৫ গতে পূর্ব্বে। কালবেলাদি ২।৮ গতে ৪।৪৮ মধ্যে। কালরাত্রি ১১।২৮ গতে ১।৮ মধ্যে। যাত্রা- নাই। শুভকর্ম- দীক্ষা। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- পূর্ণিমার একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। শেষরাত্রি ৫।১৫ মধ্যে মার্গীপূর্ণিমা বা অগ্রহায়ণী পূর্ণিমা বিহিত স্নানদানাদি। পূর্ণিমার ব্রতোপবাস ও নিশিপালন। শ্রীশ্রীসত্যনারায়ণ ব্রত। অমৃতযোগ- দিবা ৭।৪৭ মধ্যে ও ১।২৩ গতে ২।৪৮ মধ্যে এবং রাত্রি ৫।৪৮ গতে ৯। ২৩ মধ্যে ও ১২।৪ গতে ৩।৩৯ মধ্যে ও ৪।৩৩ গতে ৬।৮ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

রায় শুনে কেঁদে ফেললেন শিক্ষকরা

কলঙ্কমুক্ত হলাম

কলকাতা, ৩ ডিসেম্বর : আড়াই বছর উৎকণ্ঠায় কাটাতে হয়েছে তাঁদের। বুধবার বেলা দুটো নাগাদ কলকাতা হাইকোর্টে ডিভিশন বেঞ্চের রায় ঘোষণার কথা ছিল। কিন্তু বেলা ১২টার আগে থেকেই কোচবিহার থেকে কাকদ্বীপ, মাটিগাড়া থেকে মেদিনীপুর- রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের কয়েক হাজার শিক্ষক-শিক্ষিকা হাজির হয়েছিলেন হাইকোর্ট এলাকায়। ক্রমেই যত সময় এগিয়েছে, তাঁদের মধ্যে উৎকণ্ঠা, উত্তেজনা আরও প্রকট হয়েছে। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি হতে পারে আশঙ্কা করে সকাল থেকেই কলকাতা পুলিশের পদস্থ কর্তাদের উপস্থিতিতে বিশাল বাহিনী নামানো হয় হাইকোর্ট এলাকায়। তিরিক্ষি মেজাজের শিক্ষকদের সামলাতে ডিসি সেন্ট্রাল ইন্দিরা মুখোপাধ্যায় বার বার ওয়াকিটকিতে বিভিন্ন পয়েন্টে থাকা পুলিশ কর্তাদের ক্রমাগত নির্দেশ দিতে থাকেন। ১২ মিনিট ধরে রায় পড়ার পর একক বেঞ্চের নির্দেশ খারিজের খবর বাইরে আসতে সময় লেগেছে ১ সেকেন্ডেরও কম। এক লহমায় বদলে যায় জমায়েতের মেজাজ। একে অপরকে জড়িয়ে ধরে কেউ আলিঙ্গনে মাতলেন, কেউ ফোন করে প্রিয়জনের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন বার্তা- 'কলঙ্কমুক্ত হলাম'। হাঁফ ছেড়ে বাঁচল পুলিশও। কয়েক মিনিটের মধ্যেই এলাকা ছেড়ে চলে যান পুলিশকর্তারা।

টাউনহলের সামনে থেকে শুরু করে কাউন্সিল হাউস স্ট্রিট, অন্যদিকে সেন্টিনারি বিল্ডিংয়ের সামনে জড়ো হয়েছিলেন কয়েক হাজার শিক্ষক-শিক্ষিকা। বিভিন্ন শিক্ষক সংগঠনের নেতারাও সাড়ে দশটার মধ্যেই আদালত চত্বরে হাজির হয়েছিলেন। বেলা দুটো বাজতেই উৎকণ্ঠা বাড়তে থাকে। হাইকোর্টের মূল ভবনের একতলায় একেবারে কোণে ১১ নম্বর এজলাস। এদিন অবশ্য সাংবাদিক ও আইনজীবী ছাড়া কাউকে ভিতরে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হয়নি। তাতেও তিল ধারণের জায়গা ছিল না। ভিড়ের চাপে দরজা খোলা রাখতে হয়। এজলাসের বাইরে ততক্ষণে কয়েকশো শিক্ষক জড়ো হয়েছেন। দুপুর ২টো ২৪ মিনিটে এজলাসে আসেন বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী ও বিচারপতি ঋতব্রত কুমার মিত্র। রায় স্বাক্ষর করেন। তারপরেই ২টো ২৬ মিনিটে রায়ের মূল অংশটুকু পড়া শুরু করেন। ২টো ৩৮ মিনিটে নির্দেশ ঘোষণা হতেই বাইরে শুরু হয়ে যায় মিষ্টিমুখ। একে অপরের গলা জড়িয়ে কাঁদতে থাকেন তাঁরা।

আলিপুরদুয়ারের কুমারগ্রাম থেকে এসেছিলেন বিশাল ওঁরাও। কাঁদতে কাঁদতে বাড়িতে 'সুসংবাদ' দিয়ে বলেন, 'আমাদের ওপর এতদিন অবিচার হয়েছিল। এবার আমরা বিচার পেলাম।' স্বামীর হাত ধরে কেঁদে ফেললেন মৌসুমি দাস। বললেন, 'কত রাত আমরা ঘুমোতে পারিনি। মাথায় কলঙ্কের বোঝা চেপেছিল। অবশেষে নিশ্চিন্ত।' আলিপুরদুয়ারের কৌশিক সরকার বলেন, 'চাকরিখেকো অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়, হায় হায়। আমাদের চাকরি খেয়েছিলেন। এখন সামনে আসুন উনি।'

সত্যের জয়... বুধবার কলকাতা হাইকোর্ট চত্বরে উচ্ছ্বাস শিক্ষকদের।

এসএসসি নিয়ে কেন ভিন্ন পথ, প্রশ্ন চাকরিহারাদের

কলকাতা, ৩ ডিসেম্বর : একটি নিয়োগ প্রক্রিয়ার দুর্নীতির দায়ভার এখনও বয়ে চলেছেন এসএসসি'র ২০১৬ সালের প্যানেলের 'যোগ্য' চাকরিহারারা। বুধবার ৩২ হাজার প্রাথমিক শিক্ষকের ভাগ্য নির্ধারিত হওয়ার পর আদালতের দিকে প্রশ্ন তুলছে একাধিক মহল। 'যোগ্য' চাকরিহারারা আদালতের রায়কে স্বাগত জানালেও তাঁদের প্রশ্ন, সংবিধান মেনে তাঁদের কেন বিচার করা হল না? দুই ক্ষেত্রে আলাদা সিদ্ধান্ত হয় কীভাবে?

শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু বলেন, 'আমাদের এখন কাজ যোগ্যদের স্বচ্ছতা ও নিরপেক্ষতার সঙ্গে চাকরি ফিরিয়ে দেওয়া নিশ্চিত করা।' চাকরিহারা শিক্ষক চিন্ময় মণ্ডল ও রাকেশ আলমের কথায়, 'প্রাথমিকের পরিণতি যে আমাদের মতো হয়নি তাতে আমরা যথেষ্ট খুশি। তবে একটাই আক্ষেপ, দুর্নীতির সাজা দেওয়া হচ্ছে না কেন? আমাদের ক্ষেত্রেও যোগ্যদের চাকরি যাতে বহাল থাকে, সেই বিষয়ে আদালতের দ্বারস্থ হব।' শিক্ষাবিদ পবিত্র সরকারের মত, 'আদালত দুর্নীতির কথা যখন স্বীকার করে নিয়েছে, তখন রাজ্য সরকারের দুর্নীতি স্পষ্ট।' শিক্ষানুরাগী ঐক্যমঞ্চের কিংকর অধিকারীর কথায়, 'আদালতের দু-রকম বিচার দু-জায়গায় হতে পারে না।' যদিও এই রায়ে কিছুটা স্বস্তিতে শিক্ষামহল।

যোগ্যদের তালিকা প্রকাশের নির্দেশ

কলকাতা, ৩ ডিসেম্বর : নির্দিষ্টভাবে অযোগ্য চিহ্নিত নন, এমন শিক্ষাকর্মীদের তালিকা প্রকাশের নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। বুধবার বিচারপতি অমৃতা সিনহা নির্দেশ দিয়েছেন, নির্দিষ্টভাবে দাগি নন, এমন প্রার্থীদের তালিকা প্রকাশ করতে হবে। যাতে বুঝতে সুবিধা হয়, কারা দাগি আর কারা নন। বিচারপতির মন্তব্য, 'যাঁরা দাগি

গ্রুপ সি ও ডি

নন, তাঁদের বয়সসীমায় ছাড় দেওয়ার বিষয়টি আটকাতে পারে না কমিশন। এমনটাও হতে পারে, দাগিদের নিযুক্তিকরণের ফলে ওয়েটিং লিস্টে থাকা যাঁরা দাগি নন তাঁদের অনেকেই চাকরি পাননি।' ৮ ডিসেম্বর পর্যন্ত গ্রুপ সি ও গ্রুপ ডি-র আবেদন প্রক্রিয়ায় বয়সসীমায় ছাড় দিয়ে অংশ নেওয়ার অনুমতি দিয়েছেন বিচারপতি।

আবেদনকারীর আইনজীবী ফিরদৌস শামিমের অভিযোগ, ২০১৬ সালের নিয়োগ প্রক্রিয়া অংশ নিয়েও আবেদনকারীরা অপেক্ষমাণ তালিকায় ছিলেন। রাজ্যের আইনজীবীর অভিযোগ, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশিকায় কোথাও 'নট স্পেসিফিকালি টেন্টেড' বলে ক্যাটিগোরি নেই।

বাদ ৫০ লক্ষের বেশি

কলকাতা, ৩ ডিসেম্বর : এসআইআর শুরুর এক মাস পরে খসড়া ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়া ভোটারের সংখ্যা ৫০ লক্ষ ছাড়াল। মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিক মনোজ আগরওয়াল জানিয়েছেন, 'বুধবার পর্যন্ত ৫০ লক্ষ ২২ হাজার ৪১০টি ফর্ম অসংগৃহীত রয়ে গিয়েছে।' নিয়ম অনুযায়ী বিলি করা এনুমারেশন ফর্ম পূরণ করে আপলোড করা না হলে বিএলওরা তাকে অসংগৃহীত হিসাবেই উল্লেখ করে থাকেন। যদি কোনও এনুমারেশন ফর্ম না ফেরে, তাহলে স্বাভাবিক নিয়মে ওই ভোটারের নাম খসড়া তালিকায় থাকবে না। এদিন কমিশন মৃত ভোটারদের যে তথ্য জানিয়েছে তার ভিত্তিতে খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশের পর অন্তত ২৮ থেকে ৩০ লক্ষ ভোটার শুনানিতে ডাক পেতে পারে কমিশন। এদিকে রাজ্যে এসআইআরের নজরদারি চালাতে তিন সচিবকে রাজ্যে পাঠাল জাতীয় নির্বাচন কমিশন।

মৃত ভোটারহীন বুথের সংখ্যা ফের কমল। মঙ্গলবার ২২০৮টি বুথের থেকে কমে ৪৮০ হয়েছিল। এদিন দ্বিতীয় দফার যাচাই পর্বের পর কমে দাঁড়াল ২৯-এ। এখনও পর্যন্ত ২৯টি বুথে মৃত ভোটার কেউ নেই। যদিও এই তথ্য পুনরায় খতিয়ে দেখার জন্যে সংশ্লিষ্ট বুথগুলির বিএলও এবং ইআরওদের নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিক মনোজ আগরওয়াল। এই ২৯টি বুথের মধ্যে দক্ষিণ ২৪ পরগনাই শীর্ষে। ২২০৮টি বুথের তথ্য যাচাইয়ের নির্দেশ দিয়েছিল, সেই তালিকায় দক্ষিণ ২৪ পরগনায় বুথের সংখ্যা ৭৬৬টি। তথ্য যাচাইয়ের পর বুথ সংখ্যা কমে হয়েছে ২০টি। জলপাইগুড়ি, হাওড়া, পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায় একটি করে এবং পুরুলিয়ায় ২টি ও মালদায় ৬টি বুথ রয়েছে। নিখোঁজ ভোটারের সংখ্যা ৪৩ লক্ষ ৬৪ হাজার থেকে বেড়ে ৫০ লক্ষ ২২ হাজার ৪১০টি। একইভাবে মৃত ভোটারের সংখ্যাও ২১ লক্ষ ৩৬ হাজার থেকে বেড়ে হল ২৩ লক্ষ। ভূতুড়ে ভোটারের সংখ্যাও বাড়ল ৩ লক্ষ।

শ্রাদ্ধানুষ্ঠান

স্বর্গীয় কার্তিক চন্দ্র সাহা
তুমি রবে নীরবে, হৃদয়ে মম

আমার পরমারাধ্য পিতা ৺কার্তিক চন্দ্র সাহা গত ২০/১১/২০২৫ বৃহস্পতিবার ইহলোকের মায়ামমতা ত্যাগ করে পরলোকগমন করেছেন। তাঁর আত্মার শান্তি কামনায় আগামী ৫/১২/২০২৫ শুক্রবার নিজ বাসভবনে পারলৌকিক ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হবে। সেই দিন শ্মশানবন্ধু, শুভাকাঙ্ক্ষী ও বন্ধুবান্ধবরা অংশগ্রহণ করে পিতৃদায় হতে মুক্ত করবেন।

ভাগ্যহীন ঃ কালাচন্দ সাহা (বাপি), সাহা ভবন বক্সিরহাট, কোচবিহার।

শোকাহত পরিবারবর্গ : অঞ্জলি রানি সাহা (স্ত্রী), সোমা সাহা (পুত্রবধূ), মিনা সাহা, শিখা সাহা, পূর্ণিমা সাহা (কন্যা), রাধাগোবিন্দ সাহা, বিমল কুমার সাহা, উত্তম সাহা (ভ্রাতা), উমা সাহা, মুক্তি সাহা (ভাগ্নি), কানাইলাল, অনিরুদ্ধ (নাতি), সর্বাণী, কুসুম (নাতনি), ভারতী সাহা, বুলু সাহা, বাবলি সাহা (ভ্রাতৃবধূ), বিরাজ, বিবেক, শুভদীপ (ভাইপো), পিংকি, পূজা, পায়েল (ভাইঝি)।

হুমায়ুনকে গ্রেপ্তারের বার্তা বোসের

কলকাতা, ৩ ডিসেম্বর : প্রশাসন অনুমতি না দিলেও ৬ ডিসেম্বর মুর্শিদাবাদে বাবরি মসজিদের শিলান্যাস আটকানো যাবে না বলে বারবার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন ভরতপুরের তৃণমূল বিধায়ক হুমায়ুন কবীর। তাঁর এই বিতর্কিত মন্তব্যের জন্য আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি হতে পারে বলে মনে করছেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। তাই সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে তাঁকে গ্রেপ্তার করার জন্য রাজ্য সরকারকে চিঠি দিলেন তিনি। নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, হুমায়ুনের মন্তব্যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিঘ্নিত হওয়ার পাশাপাশি এলাকার আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি হতে পারে বলে আশঙ্কা করেছেন রাজ্যপাল। তবে রাজ্যপাল কাউকে গ্রেপ্তার করার জন্য রাজ্য সরকারকে চিঠি দিতে পারেন কি না, তা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন অনেকে।

রাজ্যপালের এই পদক্ষেপে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হুমায়ুন। তিনি বলেন, 'রাজ্যপাল বিজেপির দালালি করেন। সংবিধান যদি তিনি পড়ে থাকেন, তাহলে মনে রাখতে হবে, আইনশৃঙ্খলা রাজ্যের বিষয়। রাজ্যপাল এইভাবে রাজ্য সরকারকে কোনও নির্দেশ দিতে পারেন না। তিনি বিজেপিকে খুশি করার জন্য এই ধরনের কথা বলছেন।' মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে তাঁর কথা প্রসঙ্গে বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী আমার দলনেত্রী ও রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর সঙ্গে আমার কী কথা হয়েছে তা আমি সংবাদমাধ্যমকে বলতে বাধ্য নই। তবে এইটুকু বলতে পারি আইনের বাইরে আমি কিছু করছি না।'

৬ ডিসেম্বর বেলডাঙায় বাবরি মসজিদের শিলান্যাস করবেন বলে জানিয়েছেন হুমায়ুন। প্রশাসন বাধা দিলে জাতীয় সড়ক অবরোধের হুঁশিয়ারিও তিনি দিয়েছেন। তবে হুমায়ুনের এই মন্তব্যকে দল যে ভালোভাবে নিচ্ছে না তা স্পষ্ট। এই নিয়ে এদিনই মুর্শিদাবাদ জেলার তৃণমূলের সভাপতি অপূর্ব সরকারের (ডেভিড) সঙ্গে কথা বলেছেন মমতা।

রাজ্যের জেনারেল, ওবিসি ও মাইনরিটি সম্প্রদায়ভুক্ত ছাত্রছাত্রীদের জন্য

পশ্চিমবঙ্গ সরকার
অনগ্রসর শ্রেণী কল্যাণ বিভাগ
সহযোগিতায় :- স্কুল শিক্ষা বিভাগ এবং সংখ্যালঘু বিষয়ক ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ

রাজ্যের GENERAL, OBC, MINORITY সম্প্রদায়ভুক্ত ছাত্র-ছাত্রীদের যোগ্যশ্রী প্রকল্পে বিনামূল্যে JEE / WBJEE / NEET - 2027 এর কোচিং

একাদশ শ্রেণী (Class XI) বিজ্ঞান বিভাগে পাঠরত ছাত্র-ছাত্রীরা ভর্তির জন্য আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনকারীর ন্যূনতম যোগ্যতা :
1. মাধ্যমিক / সমতুল পরীক্ষায় অন্তত 65% (OBC) / 70% (GEN, MINORITY) নম্বর প্রয়োজন। 2. পরিবারের বার্ষিক আয় অনূর্ধ্ব : 3,00,000/- ।

300 টাকা মাসিক স্টাইপেন্ড দেওয়া হবে।

জেলাভিত্তিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

Sl. No	District	Location	Address	Contact No
1	24 Parganas (North)	Barasat	Noapara Rashbehari Institution For Girls'	7980491213
2	24 Parganas (North)	Barrackpore	Naihati Narendra Vidyaniketan	8910194802
3	24 Parganas (North)	Bashirhat	Bhabla Tantra Sir R.N. Mukherjee High School	9547693365
4	24 Parganas (North)	Bongaon	Bongaon High School	9088596596
5	24 Parganas (North)	Habra	Prafullanagar Vidyamandir (HS), Habra-Prafullanagar	6291304399
6	24 Parganas (South)	Canning	Canning David Sassoon High School	9832589036
7	24 Parganas (South)	Diamond Harbour	Bharat Sevashram Sangha Pranab Vidyapith HS	9614459239
8	24 Parganas (South)	Kakdwip	Sundarban Adarsha Vidyamandir	9735819042
9	24 Parganas (South)	Baruipur	Madarat Popular Academy	9674461209
10	Bankura	Bankura Town	Bankura Girls' High School	8436909827
11	Bankura	Bankura Town	Bankura Christian Collegiate School	9851972512
12	Bankura	Bishnupur	K G Engineering College	9064983267
13	Bankura	Khatra	Khatra Girls' High School	9932441044
14	Howrah	Bagnan	Bagnan Girls' High School	8697803520
15	Howrah	Howrah Sadar	Jogesh Chandra Girls High School	8777383953
16	Howrah	Uluberia	Nona High School	8348003442
17	Purba Bardhaman	Burdwan	Krishnapur High School	8918943234
18	Purba Bardhaman	Kalna	Kalna Maharaja High School	6295333698
19	Purba Bardhaman	Katwa	Katwa Kashirampur Das Institution	7602707070
20	Pashchim Medinipur	Sabang	Sabang Saradamoyee High School	9732208125
21	Pashchim Medinipur	Medinipur Town	Keranitola Sree Sree Mohanananda Vidyamandir	9832125087
22	Paschim Medinipur	Garhbeta III	Gourav Guin Memorial College	9563832484
23	Paschim Medinipur	Ghatal	Ghatal Vidyasagar High School	8942990304
24	Paschim Medinipur	Kharagpur	Kharagpur Traffic High School	6295997083
25	Purba Medinipur	Contai	Contai Kishorenagar Sachindra Sikshasadan	8972758235
26	Purba Medinipur	Egra	Egra Jhatulal High school	7044569613
27	Purba Medinipur	Haldia	Haldia High School	7548901755
28	Purba Medinipur	Mecheda	Hakola High School	9674698248
29	Purba Medinipur	Nandakumar	Basudevpur Maharaja Nandakumar High school	8972758235
30	Purba Medinipur	Tamluk	Rajkumari Santanamoyee Girls' High School	9641817766
31	Birbhum	Rampurhat	Rampurhat J L Vidyabhaban	7872781448
32	Birbhum	Suri	Birbhum Zilla High School	9800189265
33	Cooch Behar	Cooch Behar Town	Maharaja Nripendra Narayan High School	8597656655
34	Uttar Dinajpur	Raiganj	Sudarsanpur Dwarika Prasad Uchcha Vidyachakra	8436510006
35	Dakshin Dinajpur	Balurghat Town	Balurghat High School	9932923534
36	Darjeeling	Siliguri Town	Siliguri Boys' High School	8918639742
37	Darjeeling	Darjeeling Town	Minority Meeting Hall	9609700422
38	Jalpaiguri	Jalpaiguri Town	Ananda Model High School	8391935711
39	Jhargram	Jhargram	Jhargram Kumud Kumari Institution	9635238730
40	Kalimpong	Kalimpong	Jubilee School	8001377249
41	Malda	Chanchal	Chanchal Sidheswari Instituion	9679641846
42	Malda	Malda Town	Malda Bibhutibhusan High School	7797919580
43	Malda	Malda Town	Sujapur High School (HS)	9800209191
44	Nadia	Chakdaha	Chakdaha Ramlal Academy (HS), Old Building	7029321302
45	Nadia	Kalyani	Kalyani University Experimental High School	9903740075
46	Nadia	Nakashipara	Bethuadahari JCM High School	9064671765
47	Murshidabad	Jangipur	Jangipur High School	9002415171
48	Murshidabad	Berhampore	Gorabazar Iswar Chandra Institution	9433555999
49	Murshidabad	Domkal	Dumkal Bhabataran High School (HS)	9734809909
50	Murshidabad	Kandi	Kandi Raj College	9002166556
51	Murshidabad	Lalbag	Kurmitola High School	8250321930
52	Kolkata	Central Kolkata	Sarat Chandra Sur Institute (HS)	7908722360
53	Kolkata	North Kolkata	B.T Road Govt Sponsored HS School	9433053039
54	Kolkata	South Kolkata	Jodhpur Park Boys' High School	6291691563
55	Hooghly	Arambag	Sub-Divisional Library	8345835151
56	Hooghly	Tarakeshwar	Tarakeshwar Girls' Primary School	9732628739
57	Hooghly	Bandel	Bandel Vidyamandir	9093254101
58	Paschim Bardhaman	Durgapur Town	Durgapur TarakNath High School	9076903496
59	Alipurduar	Alipurduar	Alipurduar High School	8906209845
60	Purulia	Purulia Town	Chittaranjan Boys' High School	9601803873

আবেদনপত্র প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে পাওয়া যাবে। এছাড়াও https://wbbcdev.webstep.in থেকে Download করা যাবে।
24/12/2025 তারিখের মধ্যে আবেদনপত্র নির্দিষ্ট প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে জমা করতে হবে।
অথবা Online এ আবেদন করতে হবে :- https://wbbcdev.webstep.in
Scan to apply online

প্রশিক্ষণ রূপায়ণে ncsm | Head Office: Beliaghata, Kolkata - 700105 www.ncsm.co.in | বিশদ জানতে যোগাযোগ করুন: 9903740075 9123906966

রাজ্যের তপশিলী জাতি ও আদিবাসী সম্প্রদায়ভুক্ত ছাত্রছাত্রীদের জন্য

পশ্চিমবঙ্গ সরকার
অনগ্রসর শ্রেণী কল্যাণ ও আদিবাসী উন্নয়ন বিভাগ

রাজ্যের তপশিলী জাতি ও আদিবাসী সম্প্রদায়ভুক্ত ছাত্র-ছাত্রীদের যোগ্যশ্রী প্রকল্পে বিনামূল্যে JEE / WBJEE / NEET - 2027 এর কোচিং

একাদশ শ্রেণী (Class XI) বিজ্ঞান বিভাগে পাঠরত ছাত্র-ছাত্রীরা ভর্তির জন্য আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনকারীর ন্যূনতম যোগ্যতা :
1. মাধ্যমিক / সমতুল পরীক্ষায় অন্তত 60% (SC) / 50% (ST) নম্বর প্রয়োজন। 2. পরিবারের বার্ষিক আয় অনূর্ধ্ব : 3,00,000/- ।

300 টাকা মাসিক স্টাইপেন্ড দেওয়া হবে।

জেলাভিত্তিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

Sl. No	District	Location	Address	Contact No
1	24 Parganas (North)	Bagdah	Helencha High School	9062508020
2	24 Parganas (North)	Barasat	Noapara Rashbihari Institution For Girls'	7980491213
3	24 Parganas (North)	Barrackpore	Naihati Narendra Vidyaniketan	8910194802
4	24 Parganas (North)	Bashirhat	Bhabla Tantra Sir R.N Mukherjee High School	9547693365
5	24 Parganas (South)	Baruipur	Madarat Popular Academy	9674461209
6	24 Parganas (South)	Diamond Harbour	Bharat Sevashram Sangha Pranab Vidyapith HS	9614459239
7	24 Parganas (South)	Canning	Canning David Sassoon High School	9832589036
8	24 Parganas (South)	Namkhana	Namkhana Narayan Vidyamandir	9002218385
9	Bankura	Bankura Town	Bankura Girls' High School	8436909827
10	Bankura	Khatra	Khatra Girls' High School	9932441044
11	Bankura	Bishnupur	K G Engineering College	9064983267
12	Howrah	Bagnan	Bagnan Girls' High School	8697803520
13	Jhargram	Jhargram	Jhargram Kumud Kumari Institution	9635238730
14	Paschim Bardhaman	Durgapur Town	Durgapur TarakNath High School	9076903496
15	Purba Bardhaman	Kalna	Kalna Maharaja High School	6295333698
16	Purba Bardhaman	Burdwan	Krishnapur High School	8918943234
17	Purba Bardhaman	Katwa	Katwa Kashiram Das Institution	7602707070
18	Pashchim Medinipur	Medinipore Town	Keranitola Shree Shree Mohanananda Vidyamandir	9832125087
19	Pashchim Medinipur	Kharagpur	Kharagpur Traffic High School	6295997083
20	Paschim Medinipur	Sabang	Sabang Saradamoyee High School	9732208125
21	Purba Medinipur	Contai	Contai Kishorenagar Sachindra Siksha Sadan	8972758235
22	Purulia	Manbazar	Manbazar Radhamadhab Institution	9064916112
23	Purulia	Purulia Town	Chittaranjan Boys' School	7601803873
24	Alipurduar	Alipurduar	Alipurduar High School	8906209845
25	Alipurduar	Madarihat	Madarihat High School	9434179669
26	Birbhum	Suri	Birbhum Zilla High School	9800189265
27	Birbhum	Rampurhat	Rampurhat J L Vidyabhaban	7872781448
28	Coochbehar	Coochbehar Town	Maharaja Nripendra Narayan High School	8597656655
29	Cooch Behar	Dinhata	Dinhata Soni Devi Jain High School	8370840256
30	Cooch Behar	Mathabhanga	Mathabhanga High School	9775141222
31	Uttar Dinajpur	Raiganj	Sudarsanpur Dwarika Prasad Uchcha Vidyachakra	8436510006
32	Uttar Dinajpur	Islampur	Islampur Girls' High School	8535825379
33	Dakshin Dinajpur	Balurghat Town	Balurghat High School	9932923534
34	Darjeeling	Siliguri Town	Siliguri Boys' High School	8918639742
35	Darjeeling	Darjeeling Town	Minority Meeting Hall	9609700422
36	Jalpaiguri	Jalpaiguri Town	Ananda Model High School	8391935711
37	Jalpaiguri	Malbazar	Malbazar Adarsha Vidyapith	9832086741
38	Jalpaiguri	Dhupguri	Bairatiguri High School (Hs)	8436813588
39	Kalimpong	Kalimpong	Jubilee School	8001377249
40	Malda	Malda Town	Malda Bibhutibhusan High School	7797919580
41	Malda	Chanchal	Chanchal Sidheswari Institution	9679641846
42	Nadia	Krishnanagar	Krishnagar AV High School	9614894091
43	Nadia	Kalyani	Kalyani University Experimental High School	9903740075
44	Nadia	Ranaghat	Ranaghat Debnath Institution for Girls	7029321302
45	Murshidabad	Jangipur	Jangipur High School	9002415171
46	Murshidabad	Berhampore	Gorabazar Ishwar Chandra Institution	9433555999
47	Kolkata	Jodhpur Park	Jodhpur Park Boys' High School	6291691563
48	Hooghly	Arambag	Sub-Divisional Library, Arambag	9732768763
49	Hooghly	Bandel	Bandel Vidyamandir	9093254101
50	Hooghly	Tarakeshwar	Tarakeswar Girls' Primary School	9732628739

আবেদনপত্র প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে পাওয়া যাবে। এছাড়াও https://wbbcdev.webstep.in থেকে Download করা যাবে।
24/12/2025 তারিখের মধ্যে আবেদনপত্র নির্দিষ্ট প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে জমা করতে হবে।
অথবা Online এ আবেদন করতে হবে :- https://wbbcdev.webstep.in
Scan to apply online

প্রশিক্ষণ রূপায়ণে ncsm | Head Office: Beliaghata, Kolkata - 700105 www.ncsm.co.in | বিশদ জানতে যোগাযোগ করুন: 9903740075 9123906966

পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

উড়ান।। উত্তর দিনাজপুরের ইসলামপুরে ছবিটি তুলেছেন আরিফ আলম।

দিনহাটা থেকে ‘জরিমানা’ চেয়ে ফোন

সিঁটিয়ে ‘ক্রীতদাস’-রা

মোস্তাক মোরশেদ হোসেন

রাঙ্গালিবাজনা, ৩ ডিসেম্বর : বিহারের একটি ইটভাটায় আটকে রেখে ছ'মাস ধরে ওদের দিয়ে অমানুষিক পরিশ্রম করানো হচ্ছিল। বিনিময়ে ভাত মিললেও মজুরির টাকা মিলছিল না। এরপর দিনহাটার নয়ারহাট হয়ে ওদের নেপালে পাচার করার আগেই রবিবার রাতে পুলিশ নয়ারহাট থেকে ছয়জনকে উদ্ধার করে। সকলের বাড়ি মাদারিহাটের রাঙ্গালিবাজনার জাহাদিপাড়ায়। এদের মধ্যে পাঁচজনই নাবালক। বর্তমানে ওরা বাড়িতেই রয়েছে। তবে কোচবিহার জেলার চৌধুরীহাটের এক ঠিকাদার ওদের ফোন করে মাথাপিছু ১২ হাজার টাকা দাবি করে চাপ দিচ্ছেন বলে অভিযোগ ওই ছয়জনের। ওরা জানেনই না, নাবালকদের শ্রমিক হিসেবে নিয়োগ করাই বেআইনি। ফলে ‘কেস খাওয়ার’ ভয়ে ওদের সঙ্গে সিঁটিয়ে অভিভাবকরাও।

ধুমচি ফরেস্ট ঘেঁষা জাহাদিপাড়ার বাসিন্দারা রাজবংশী এবং আদিবাসী সম্প্রদায়ের। সদ্য মুক্ত ওই ছয়জনের মধ্যে পাঁচজনই আদিবাসী। এছাড়া ছয়জনই স্কুলছুট। এদের মধ্যে একজন দশম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনা করলেও দুজন সপ্তম শ্রেণি থেকে স্কুলছুট। বাকি তিনজন পুরোদস্তুর নিরক্ষর। দশম শ্রেণি পর্যন্ত পড়া এক কিশোরের বাবা কাঠমিস্ত্রি। স্বল্প উপার্জনে সংসার চলে। বুধবার তিনি বলছিলেন, ‘ছেলেটাকে লেখাপড়া শেখানোর অনেক চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু ভীষণ ফাঁকি দিত।

রাঙ্গালিবাজনার এই এলাকায় বাড়ি ছয় কিশোরের।

শেষপর্যন্ত স্কুলই ছেড়ে দিল। এলাকার ছেলেপুলেদের সঙ্গে সারাদিন ঘুরে বেড়াত। হঠাৎ আমাকে না জানিয়ে বিহারে কাজ করতে গিয়ে ফেঁসে যায়। কিন্তু এখন তো ঠিকাদার টাকা চাইছে। টাকা না দিলে মামলার হুমকি দিচ্ছে।’ তবে পড়শি সমরজিৎ রায়প্রধান তাঁকে আশ্বস্ত করে বলেন, ‘ঠিকাদারকেই পুলিশ খুঁজে বেড়াচ্ছে। কারণ নাবালকদের শ্রমিক হিসেবে নিয়োগ করা বেআইনি।’ মাদারিহাট থানা সূত্রের খবর, ঠিকাদারের বিরুদ্ধে অভিযোগ জমা পড়েছে। তদন্ত চলছে।

একসঙ্গে আড্ডা দিতে দেখা গেল ওই ছয়জনকে। ওরা জানায়, বিহারের ইটভাটার মালিক দুই-একবার হাতখরচের টাকা দিলেও মজুরি দেননি। পরে ওদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোচবিহারে নিয়ে আসা হয়। আটকে রাখা হয় একটি ঘরে। এলাকার বায়তাল মুন্ডার কথায়, ‘ছেলেগুলিকে ক্রীতদাসের মতো করে রাখা হয়েছিল। এটা মানা যায় না।’ কিশোরদের মধ্যে একজনের কথায়, ‘আমাদের নেপালে নিয়ে যাওয়ার কথা বলা হচ্ছিল। একটি ঘরে দরজা বন্ধ করে আমাদের আটকে রাখা হয়েছিল। এখন ঠিকাদার বলছে, আমাদের জন্য ওদের টাকা খরচ হয়েছে। ওই টাকা ফেরত দিতে হবে।’

মহল্লার কিশোরদের একটা বড় অংশ নিরক্ষর। কেউ কেউ প্রাথমিকের পরই পড়াশোনার পাট চুকিয়েছে। খোঁজ নিয়ে জানা গেল, নেশার কারবারের রমরমাই লেখাপড়ার পথে অন্তরায়। অভিভাবকদের একটা অংশ নেশায় বুঁদ। সদ্য মুক্তি পাওয়া কিশোরদের একজনের বাড়ি গিয়ে দেখা গেল তার বাবা সকালবেলাতেই চোলাইয়ের নেশায় আচ্ছন্ন। হাঁকডাক করায় টলতে টলতে বেরিয়ে এলেও কথাই বলতে পারলেন না তিনি।

এলাকার প্রদীপ অধিকারী বলেন, ‘নেশায় আসক্তিই এলাকার সর্বনাশ করছে। কমবয়সিরাও নেশায় আসক্ত হচ্ছে।’ বারতিয়াটারি আইটিডিপি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক দধিরাম রায়ের মন্তব্য, ‘এবছর তিনটি শিশুকে একপ্রকার জোর করেই স্কুলে ভর্তি করিয়েছিলাম। পরে ওরা স্কুল ছেড়ে দেয়।’

চিন্তার বিষয়

উদ্ধার ছয় কিশোরই একই এলাকার বাসিন্দা

সেখানকার কিশোরদের একটা বড় অংশ নিরক্ষর

এলাকায় মাদকের কারবারের রমরমা লেখাপড়ার পথে অন্তরায়

নেশা করার টাকা জোগাড়ে ছোট বয়সেই শ্রমিকের কাজ করছে অনেকে

এমনকি অনেক অভিভাবকও নেশায় বুঁদ থাকেন

শ্রমশ্রীর টাকায় সংসার চলে না

ফের ভিনরাজ্যের পথে পরিযায়ীরা

ধূপগুড়ি, ৩ ডিসেম্বর : ভিনরাজ্যের কাজ ছেড়ে নিজের পরিবারের কাছে ফেরার জন্যে যেসব পরিযায়ী শ্রমিক রাজ্য সরকারের ‘শ্রমশ্রী’ প্রকল্পে প্রাথমিক সহায়তা নিয়েছেন তাঁরা এখন মহাফাঁপরে পড়েছেন। দ্বিতীয় কিস্তি থেকে আর কোনও টাকাই তাঁদের অ্যাকাউন্টে যেমন ঢোকেনি, তেমনই বাইরে কাজে না যাওয়ার শর্ত ঘাড়ে চেপেছে তাঁদের। এঁদের একটা বড় অংশ শর্ত ভেঙেই ফের ভিনরাজ্যে নিজের কাজে ফিরে গিয়েছেন পেট চালানোর তাগিদে। দিনের পর দিন কম মজুরির কাজ করায় বা না পেয়ে ভিনরাজ্যের দিকে পা বাড়িয়ে রয়েছেন।

চলতি বছরের ১৮ অগাস্ট রাজ্যের তরফে পরিযায়ীদের ঘরে ফেরাতে ‘শ্রমশ্রী’ প্রকল্প ঘোষণার পর অনলাইনে আবেদন জমা শুরু হয়। গত ১০ সেপ্টেম্বর জলপাইগুড়ির সরকারি মঞ্চ থেকে মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যে প্রথম ‘শ্রমশ্রী’র পাঁচ হাজার টাকার চেক তুলে দেন ধূপগুড়ি শহরের ৯ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা ভিনরাজ্যে ডাম্পারচালক প্রবীর মণ্ডলের স্ত্রী শ্যামলীর হাতে। বাড়িতে স্ত্রী ও এক কন্যাসন্তান রেখে দক্ষিণের রাজ্যে ডাম্পার চালাতে যাওয়া প্রবীরের মাসিক বেতন ছিল ২৫ হাজার টাকা। এছাড়া থাকা-খাওয়া, ওভারটাইম মিলত। বাড়ি ফেরার জন্য প্রথম দফায় পাওয়া ৫০০০ টাকা ছাড়া তিন মাসে আর মেলেনি সরকারি সহায়তা। উপরন্তু চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে বাইরে না যাওয়ার সরকারি ফরমান। আপাতত স্ত্রীর টিউশন পড়ানোর টাকায় এবং কেটারিং সার্ভিসে খাবার

> প্রথম দফার পর আর কিছুই পাইনি। তাছাড়া ৫০০০ টাকায় কী করে সংসার চালাব। তাই বহু পরিচিত সহকর্মী সহায়তা নিয়েও অন্য রাজ্যে কাজে ফিরে গিয়েছেন। আমিও এবার ঝাড়খণ্ড বা অসমে কাজে চলে যাব। দুই জায়গা থেকেই ভালো বেতনের অফার আছে।
>
> **প্রবীর মণ্ডল**
> *পরিযায়ী শ্রমিক*

পরিবেশন বা জমিতে খেতমজুরের কাজ করে সংসার চালাতে হচ্ছে প্রবীরকে। প্রবীর জানান, চলতি বছর ৪ সেপ্টেম্বর অন্ধ্রপ্রদেশে কাজ করার সময় সহকর্মী ময়নাগুড়ির রাজারহাটের বাসিন্দা অমল বিশ্বাসের মুখে শুনে জনাচারেক মিলে মোবাইল থেকে অনলাইনে ‘শ্রমশ্রী’ পোর্টালে আবেদন করেন তাঁরা। ৬ সেপ্টেম্বর জেলা প্রশাসনের তরফে তাঁকে ফোনে জানানো হয় ১০ সেপ্টেম্বর জলপাইগুড়িতে হাজির থেকে ৫০০০ টাকার সহায়তা নিতে হবে মুখ্যমন্ত্রীর হাত থেকে। নিজে না ফিরতে পারায় স্ত্রীকে জলপাইগুড়ি পাঠান প্রবীর।

তাঁর বক্তব্য, ‘প্রথম দফার পর আর কিছুই পাইনি। তাছাড়া ৫০০০ টাকায় কী করে সংসার চালাব। তাই বহু পরিচিত সহকর্মী সহায়তা নিয়েও অন্য রাজ্যে কাজে ফিরে গিয়েছেন। আমিও এবার ঝাড়খণ্ড বা অসমে কাজে চলে যাব। দুই জায়গা থেকেই ভালো বেতনের অফার আছে।’

আশপাশের এলাকা, এমনকি প্রতিবেশী দুই জেলা আলিপুরদুয়ার এবং কোচবিহারের এমন অনেকের খবর মিলেছে যাঁরা প্রথম দফার সহায়তা পাওয়ার পর ইতিমধ্যেই পাড়ি দিয়েছেন ভিনরাজ্যে কর্মস্থলে। এই মুহূর্তে কণাটকে শাটারিং মিস্ত্রির কাজে যুক্ত ‘শ্রমশ্রী’ প্রাপ্ত ধূপগুড়ি শহরের বাসিন্দা এক তরুণের কথায়, বাড়ি ফেরার জন্য ১ বছরে ৬০ হাজার টাকা পেলেও তা দিয়ে সংসার চলবে না। ভিনরাজ্যে কাজ করলে দৈনিক ৮০০ থেকে ১৫০০ টাকা পর্যন্ত উপার্জন হয়। একইরকম অভিজ্ঞতা শোনালেন আলিপুরদুয়ার জেলার শালকুমার, কোচবিহার জেলার সাহেবগঞ্জ, মাথাভাঙ্গা এলাকার বেশ কয়েকজন।

ক্ষুদিরামের জন্মদিবস

কোচবিহার ব্যুরো

৩ ডিসেম্বর : জেলাজুড়ে বুধবার বিপ্লবী ক্ষুদিরাম বসুর জন্মদিবস পালন করা হল। কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ে এআইডিএসও-র বিশ্ববিদ্যালয় শাখার তরফে দিনটি পালন করা হয়। সেখানে ক্ষুদিরামের ছবিতে মাল্যদানের পাশাপাশি তাঁর জীবনী নিয়ে আলোচনা করা হয়।

অন্যদিকে, সাগরদিঘি সংলগ্ন এলাকাতেও ক্ষুদিরাম বসুর পূর্ণাবয়ব মূর্তিতে মাল্যদান করে কোচবিহার ক্ষুদিরাম স্মৃতিরক্ষা সমিতি। শহরের সুশীল দাস পল্লির বাসিন্দারা দিনটি পালন করেন। এআইডিএসও'র হলদিবাড়ি ব্লক কমিটির তরফে ক্ষুদিরামপল্লিতে অবস্থিত ক্ষুদিরাম বসুর আবক্ষমূর্তিতে মাল্যদান করা হয়।

সচেতনতা

চৌধুরীহাট, ৩ ডিসেম্বর : মিলেট নিয়ে চাষিদের সচেতন করার পাশাপাশি মিলেট চাষের প্রসারে কৃষি বিষয়ক সচেতনতা শিবির ‘খামার বিদ্যালয়’ অনুষ্ঠিত হল দিনহাটা-২ ব্লকের চৌধুরীহাটে। বুধবার কৃষি দপ্তর ও শ্রদ্ধা ফার্মার্স প্রোডিউসার কোম্পানি উদ্যোগে ৪০ জন কৃষককে নিয়ে আতমা প্রকল্পের অধীনে এই ‘খামার বিদ্যালয়’ শিবির হয়। অনুষ্ঠানে সচেতনতার পাশাপাশি প্রাকৃতিক কৃষিপদ্ধতি ব্যবহার করে চাষ সহ বিভিন্ন বিষয়গুলি কৃষকদের সামনে তুলে ধরা হয় বলে জানা গিয়েছে। শেষে কৃষকদের হাতে মিলেটের বীজ তুলে দেওয়া হয়।

মিছিল

বক্সিরহাট, ৩ ডিসেম্বর : এসআইআর-এর বিরোধিতায় তুফানগঞ্জ-২ তৃণমূল যুব কংগ্রেস কমিটির উদ্যোগে বারকোদালি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের কাশিয়াবাড়িতে বুধবার আয়োজিত হল মিছিল ও পথসভা। জেলা যুব সভাপতি স্বপন বর্মন, সহ সভাপতি সায়নদীপ গোস্বামী এবং ব্লক যুব সভাপতি মহেশ বর্মনের নেতৃত্বে কাশিয়াবাড়ি বাজার থেকে শুরু হওয়া মিছিল জোড়াকাটা ঘুরে ফের কাশিয়াবাড়িতে এসে শেষ হয়।

উষ্ণতার খোঁজে

বুধবার সন্ধ্যায় আলিপুরদুয়ার শহরে ছবিটি তুলেছেন আয়ুষ্মান চক্রবর্তী।

এক রাতে আট দোকানে চুরি

গৌতম দাস

তুফানগঞ্জ, ৩ ডিসেম্বর : তুফানগঞ্জ-১ ব্লকে ধলপল-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের তুফানগঞ্জ রেগুলেটেড মার্কেটে (কালীবাড়ি) মঙ্গলবার রাতে আটটি দোকানে চুরি হয়েছে। যার মধ্যে তিনটি গালামাল, দুটো পান, একটি গয়না, একটি কাপড়, একটি চালের দোকান। কোনও দোকানের তালা ভেঙে, আবার কোনও দোকানের টিনের চাল কেটে চোরের দল ভেতরে প্রবেশ করে বলে ব্যবসায়ীদের অভিযোগ। নগদ সহ লক্ষাধিক টাকার সামগ্রী চুরি গিয়েছে বলে দাবি। থানায় অভিযোগ দায়ের হলে বুধবার ঘটনাস্থলে যায় পুলিশ। দুঃসাহসিক এই চুরির পর প্রশাসনের নজরদারি নিয়ে ব্যবসায়ীরা প্রশ্ন তুলেছেন। তুফানগঞ্জ মহকুমা পুলিশের আধিকারিক কান্নেধারা মনোজ কুমার জানান, তদন্ত শুরু হয়েছে। তিনি টহলদারি বাড়ানোর আশ্বাস দিয়েছেন।

তুফানগঞ্জ মার্কেট ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি সঞ্জিত সূত্রধর বলেন, ‘এর আগেও বাজারে চুরি হয়েছে। পুলিশ প্রশাসনকে টহলদারির কথা জানানো হলেও কর্ণপাত করা হয়নি। রেগুলেটেড

নেই নজরদারি

তুফানগঞ্জ রেগুলেটেড মার্কেটে (কালীবাড়ি) মঙ্গলবার রাতে আটটি দোকানে চুরি হয়

বেশিরভাগ দোকান থেকে নগদ সহ লক্ষাধিক টাকার সামগ্রী চুরি গিয়েছে বলে ব্যবসায়ীদের দাবি

তদন্ত শুরু হয়েছে বলে জানান তুফানগঞ্জ মহকুমা পুলিশের আধিকারিক

ব্যবসায়ীরা মার্কেটে আলো ও নৈশপ্রহরীর দাবিতে সরব হয়েছেন

মার্কেট কমিটি রেভেনিউ নিলেও কোনও নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেনি। রাতে আলোর ব্যবস্থা নেই। নেই নৈশপ্রহরী।’ বিষয়গুলো খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা না নেওয়া হলে আন্দোলনের হুঁশিয়ারিও দেন তিনি। তুফানগঞ্জ রেগুলেটেড মার্কেট (কালীবাড়ি) কমিটির ইনচার্জ নেপালচন্দ্র দে বৃহস্পতিবার ব্যবসায়ীদের সঙ্গে আলোচনার পাশাপাশি দাবিগুলো ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানাবেন বলে আশ্বাস দেন।

চুরি হয়েছে সুবোধ বর্মন নামে এক গালামাল ব্যবসায়ীর দোকানে। তিনি বলেন, ‘নগদ টাকা সহ প্রয়োজনীয় কাগজপত্র, ডিটারজেন্ট পাউডারের বস্তা, সাবানের পেটি সহ বহু জিনিস চুরি গিয়েছে।’ চাল ব্যবসায়ী শুকদেব দাস জানান, তাঁর দোকান থেকে নগদ টাকা সহ এক বস্তা চাল চুরি হয়েছে। আরেক গালামাল ব্যবসায়ী নিরঞ্জন দাসের অভিযোগ, ‘বারবার চুরির পরেও কেন নৈশপ্রহরীর ব্যবস্থা হল না?’

তুফানগঞ্জ ভাটিবাড়ি রাজ্য সড়কের ধারে ১৯৮৮ সালে প্রায় ৩৬ একর জমিতে গড়ে উঠেছিল তুফানগঞ্জ রেগুলেটেড মার্কেট (কালীবাড়ি)। শুরুর পর মার্কেটটি তিন-তিনবার বন্ধ হয়ে যায়। পরে ২০০৬ সাল থেকে পুনরায় চালু হয়। পরে দুই দফায় স্টল তৈরি হলেও এখনও বণ্টন করা হয়নি।

বিবাদের জের

শীতলকুচি, ৩ ডিসেম্বর : পুরোনো বিবাদের জেরে প্রতিবেশীর ধারালো অস্ত্রের আঘাতে জখম হলেন আরেক প্রতিবেশী। ঘটনাটি শীতলকুচি ব্লকের ভাঐরথানা গ্রাম পঞ্চায়েতের আমলারডাঙ্গা এলাকার। পুরোনো বিবাদকে কেন্দ্র করে বুধবার চন্দন বর্মন এবং প্রতিবেশী স্বপন বর্মনের মধ্যে প্রথমে বাকবিতণ্ডা শুরু হয়। পরে হাতাহাতি হলে চন্দনের পেটে ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করেন স্বপন। রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে লুটিয়ে পড়েন চন্দন। স্থানীয়রা তাঁকে উদ্ধার করে শীতলকুচি ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যান। শীতলকুচি থানার পুলিশ স্বপন বর্মনকে আটক করে থানায় নিয়ে যায়। ওসি অ্যান্থনি হোড়ো লিখিত অভিযোগ পাওয়া গেলে তদন্ত করা হবে বলে জানিয়েছেন।

কাজের সূচনা

ফেশ্যাবাড়ি ও মেখলিগঞ্জ, ৩ ডিসেম্বর : শালটিয়া নদীর ভাঙন রোধে উদ্যোগী হল কোচবিহার জেলা পরিষদ। বুধবার মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের ডুমনিগুড়িতে শালটিয়া নদীর ধারে নিকাশিনালার কাজের সূচনা করলেন জেলা পরিষদের সদস্য হিমানী ঈশোর, প্রধান সেরিনা আখতার বানু প্রমুখ। প্রায় ২০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

এদিন থেকে মেখলিগঞ্জ ব্লকে নিজতরফ গ্রাম পঞ্চায়েতের কলোনি বাজার থেকে ধুদির বাড়ি হয়ে জল্পেশ রোড পর্যন্ত রাস্তার কাজ শুরু হল। শিলান্যাস করলেন স্থানীয় বিধায়ক পরেশচন্দ্র অধিকারী। চ্যাংরাবান্ধা উন্নয়ন পর্ষদের তরফে ওই রাস্তার কাজের জন্য ৫৩ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

পরিদর্শন

সাহেবগঞ্জ, ৩ ডিসেম্বর : ৮৫ বছরের বেশি বয়সি ভোটারদের বাড়িতে গেলেন দিনহাটার মহকুমা শাসক ভারত সিং। বুধবার দিনহাটা বিধানসভার ৯৮ নম্বর বুথের বিএলও-কে সঙ্গে নিয়ে বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোটারদের সঙ্গে কথা বলেন তিনি। ছিলেন দিনহাটা-২'র বিডিও নীতীশ তামাংও। এরপর এদিন দিনহাটা-২ ব্লক প্রশাসনের আধিকারিকদের দপ্তরে ৭০ জন বিএলও-দের নিয়ে বৈঠক করেন মহকুমা শাসক। এসআইআর-এর প্রক্রিয়ার অগ্রগতি নিয়ে আলোচনা হয়েছে সেখানে।

প্রশিক্ষণ

পারডুবি, ৩ ডিসেম্বর : ১৫ দিনের বিউটিসিয়ান কোর্সের প্রশিক্ষণ শিবির শেষ হল বুধবার। মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের হিন্দুস্তান মোড়ে এসএসবি'র ৩৪ নম্বর ব্যাটালিয়নের হেডকোয়ার্টারের উদ্যোগে এই শিবিরের আয়োজন করা হয় আলিপুরদুয়ারের কুমারগ্রামে। ব্যাটালিয়নের কমান্ডান্ট মনোজকুমার চান্দের কথায়, ‘২৫ জন মহিলা এই প্রশিক্ষণে অংশ নিয়েছেন। স্থানীয় মহিলাদের কর্মসংস্থানমুখী প্রশিক্ষণ দিয়ে আত্মনির্ভর করে তোলার লক্ষ্যে এই উদ্যোগ।’

দাবি

নয়ারহাট, ৩ ডিসেম্বর : মাথাভাঙ্গা স্টেশনে দূরপাল্লা এবং কলকাতামুখী একাধিক ট্রেনের স্টপ, স্টেশনের পরিকাঠামোর উন্নতি সহ একগুচ্ছ দাবি জানিয়ে আন্দোলনে নামল মাথাভাঙ্গা মহকুমা রেল উপভোক্তা দাবি আদায় কমিটি। সঙ্গে রয়েছে মাথাভাঙ্গা ব্যবসায়ী সমিতি এবং মাথাভাঙ্গা চেম্বার অফ কমার্স ও। বুধবার ওই তিন সংগঠনের তরফে মাথাভাঙ্গা স্টেশনমাস্টারের মাধ্যমে আলিপুরদুয়ারের ডিআরএম-কে স্মারকলিপি দেওয়া হয়।

আহত তিন

পারডুবি, ৩ ডিসেম্বর : মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের হিন্দুস্তান মোড় সংলগ্ন এলাকায় পথ দুর্ঘটনায় আহত হলেন তিনজন। জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার রাতে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি ছোট চারচাকার গাড়ি এবং একটি ট্রাকের মুখোমুখি ধাক্কা লাগে। ঘটনার পরেই ট্রাকচালক পালিয়ে যায়। চারচাকার গাড়ির সামনের অংশ দুমড়ে-মুচড়ে যায়। গাড়িতে থাকা তিনজন আহত হন। তাঁদের উদ্ধার করে মাথাভাঙ্গা মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যান স্থানীয়রা।

সরকারি বোর্ডের তথ্য অনুযায়ী হয়নি কাজ। দক্ষিণ বড় শাকদল গ্রামে।

পথশ্রীর বোর্ডে ‘ভুয়ো’ তথ্য

দিনহাটা, ৩ ডিসেম্বর : রাস্তায় প্রবেশের মুখে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে রয়েছে রাজ্য সরকারের পথশ্রী প্রকল্পের বোর্ড। ওই বোর্ডে লেখা তথ্য অনুযায়ী, রাস্তা তৈরির কাজ শেষ হয়ে গিয়েছে গত বছর মার্চ মাসে। অথচ বাস্তবে রাস্তার কাজ আদৌ শুরুই হয়নি! বহুবার প্রশাসনের দ্বারস্থ হওয়া সত্ত্বেও কোনও ফল না পেয়ে দিনহাটা-২ ব্লকে বড় শাকদল গ্রাম পঞ্চায়েতের দক্ষিণ বড় শাকদল গ্রামের বাসিন্দা এখন রাগে ফুঁসছেন। তাঁদের একটাই প্রশ্ন, প্রায় দেড় বছরের বেশি সময় পার হয়ে গেলেও কেন রাস্তা তৈরির কাজ শুরু হল না?

বিষয়টি নিয়ে বুধবার বড় শাকদল গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান গীতারানি সাহা রায় বলেন, ‘এটা পুরোপুরি পঞ্চায়েত সমিতির কাজ। তারাই রাস্তার ব্যাপারে স্পষ্ট করে বলতে পারবে। এছাড়া বিডিও বিষয়টি জানেন যে কেন কাজ শুরু হল না।’ এরপর দিনহাটা-২'র বিডিও নীতীশ তামাংয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করা হল। তিনি আবার বিষয়টি খতিয়ে দেখা হবে বলে সংক্ষিপ্ত উত্তর দিলেন। কিন্তু কাজ কবে শুরু হবে, তা নিয়ে একটি বাক্যও ব্যয় করলেন না। এদিকে দিনহাটা-২ পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য ললিতা অধিকারীর সঙ্গে বারবার যোগাযোগের চেষ্টা হলেও তিনি ফোন ধরেননি।

পথশ্রী প্রকল্পের অধীনে দক্ষিণ বড় শাকদল গ্রামের ১ কিমি রাস্তা পাকা করার কাজ শুরু হওয়ার কথা ছিল ২০২৪ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি। কাজ শেষ করার নির্ধারিত তারিখ ছিল ৩১ মার্চ, ২০২৪। মোট বরাদ্দ ২৯ লক্ষ ৭৯ হাজার ৬৬২ টাকা। কিন্তু ২০২৫ সালের শেষপ্রান্তে দাঁড়িয়েও ওই রাস্তা এখনও কাঁচা। প্রায় ২০০টি পরিবার ওই রাস্তার ওপর নির্ভরশীল। স্থানীয়দের অভিযোগ, বড় গাড়ি তো দূরের কথা, জমির আল ধরে যেতে গিয়ে টোটো পর্যন্ত উলটে যায়।

স্থানীয় হরি মালাকারের ক্ষোভ, ‘বোর্ড টাঙানো হয়েছে, কিন্তু কাজের নামগন্ধ নেই।’ আরেক বাসিন্দা

দেড় বছরেও শুরু হয়নি কাজ

সদানন্দ বর্মন বলেন, ‘অনেকবার বিডিও অফিসে গিয়েছি। শুধু আশ্বাসই মিলেছে। কাজের কাজ কিছু হয়নি। রাস্তা আগের মতোই রয়েছে। অন্তত এখন কাজ শুরু করা হোক।’

দীর্ঘ প্রতীক্ষার পরেও কাজ শুরু না হওয়ায় গ্রামবাসীর ক্ষোভের পাশাপাশি সন্দেহও বাড়ছে। তাঁদের প্রশ্ন, বোর্ড কি শুধু লোকদেখানোর জন্য? প্রকল্পের টাকার কী হল? ওই গ্রামের বাসিন্দা জগদীশ বর্মনের আক্ষেপ, ‘পথশ্রীতে অন্য রাস্তা তৈরি হচ্ছে। আমাদেরটাই আর হল না!’

ক্রেতা সেজে চুরি

আলিপুরদুয়ার, ৩ ডিসেম্বর : দোকান থেকে উপহার কেনার নাম করে ক্যাশ বাক্স থেকে টাকা নিয়ে চম্পট দিল দুই দুষ্কৃতী। বুধবার দুপুরে আলিপুরদুয়ার শোভাগঞ্জ মোড় এলাকায় একটি ওষুধের দোকানে চুরির ঘটনাটি ঘটে। ওই এলাকায় গোপাল ভদ্র নামে এক ব্যক্তির একটি ওষুধের দোকানের পাশাপাশি একটি গিফটের দোকান রয়েছে।

এদিন দুপুরে ক্রেতা সেজে দুই দুষ্কৃতী তাঁর দোকানেই হানা দেয়। একজন দোকান মালিককে গিফট দেখানোর নামে ব্যস্ত রাখে। অপরজন সেই সুযোগে পাশের ওষুধের দোকানের ক্যাশ বাক্স থেকে প্রায় ৪ হাজার টাকা নিয়ে চম্পট দেয়। পরে দ্বিতীয় জন সুযোগ বুঝে উধাও হয়ে যায়। দোকান মালিক গোপাল ভদ্র বলেন, ‘গিফট দেখতে চাইলেও নেয়নি। তারপর ক্রেতাকেও আর দেখতে পাইনি। একটু পরে পাশের দোকানের ক্যাশ বাক্স খুলতেই দেখি প্রায় চার হাজারের বেশি টাকা উধাও। সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ খতিয়ে দেখতেই বিষয়টি স্পষ্ট হয়।’ পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।

ডাম্পিং গ্রাউন্ড পাহারায় ডাক পুলিশকে

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ৩ ডিসেম্বর : চোরডাকাত ধরা পুলিশের রুটিন ডিউটির মধ্যে পড়ে। মাঝেমধ্যে মদ্যপদের বাড়িতেও পৌঁছে দিয়ে আসে পুলিশ। পথকুকুরের হাত থেকে বাঁচতে পুলিশকে ডাকা হয়েছে, এমনও উদাহরণ রয়েছে শহরে।

এবার শিলিগুড়িতে আবর্জনা পাহারা দিতে ডাক পড়ছে পুলিশের। বাইপাসের ডাম্পিং গ্রাউন্ডে আবর্জনায় আগুন লাগা রুখতে এলাকায় পুলিশ পিকেটিং বসানোর কথা জানিয়েছেন শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব। এই সংক্রান্ত আলোচনাও নাকি শিলিগুড়ির পুলিশ কমিশনারের সঙ্গে হয়েছে। আর এই বিষয়টিকে কেন্দ্র করেই পুলিশ মহলে হইচই শুরু হয়েছে।

পুলিশ কি এবার শহরের আবর্জনা পাহারা দেবে? প্রশ্ন তুলছেন পুলিশকর্মীরাই। এদিকে, আগুন লাগার কারণ খুঁজে বের করে তারপর পিকেটিং বসানোর কথা ভাবা উচিত বলে মনে করছেন বিরোধীরা।

এখন যদি পুলিশকে আবর্জনাও পাহারা দিতে হয় তবে শহরের আইনশৃঙ্খলা দেখার কাজ কে করবে তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। তবে, এই বিষয়ে প্রকাশ্যে কোনও পুলিশকর্তা মুখ খুলতে চাননি।

শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব বুধবার গিয়েছিলেন ডাম্পিং গ্রাউন্ডে। তাঁর বক্তব্য, ‘অনেক সময় কিছু বাচ্চা ছেলে ইচ্ছে করে ডাম্পিং

ডাম্পিং গ্রাউন্ডে শিলিগুড়ি পুরনিগমের মেয়র গৌতম দেব। বুধবার।

গ্রাউন্ডে আগুন লাগিয়ে দেয়। এলাকায় একটা পুলিশ পিকেটিংয়ের ব্যবস্থা করা হবে। বিষয়টি নিয়ে আমার পুলিশ কমিশনারের সঙ্গেও কথা হয়েছে।’

শিলিগুড়ি পুরনিগমের সিপিএম পরিষদীয় দলের নেতা মুন্সি নুরুল ইসলামের বক্তব্য, ‘আগুন লাগার কারণ আগে খোঁজ করতে হবে। যদি দেখা যায় কোনও রাসায়নিক থেকে লাগছে তবে তো পুলিশের দরকার নেই। আর যদি দেখা যায় কেউ ইচ্ছে করে লাগাচ্ছে তবে সেখানে পুলিশ পিকেটিং প্রয়োজন।’

প্রতিবছর শীতের সময় শিলিগুড়ির ডাম্পিং গ্রাউন্ডে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। দিন তিনেক আগেও ডাম্পিং গ্রাউন্ডে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলতে দেখা যায়। এর জেরে ধোঁয়ায় ঢেকে যায় গোটা এলাকা। অনেক কষ্ট করে দমকলকে ওই আগুন বাগে আনতে হয়। গত বছরও একই সমস্যা হয়েছিল।

ওই সময় পুরকর্তারা দাবি করেছিলেন, মিথেন গ্যাসের জেরে আবর্জনায় আগুন লেগে যাচ্ছে। কিন্তু এদিন মেয়র দাবি করেছেন, কেউ বা কারা এসে আবর্জনায় ইচ্ছে করে আগুন লাগাচ্ছে। তাই ডাম্পিং গ্রাউন্ডের সুরক্ষার জন্যে এলাকায় পুলিশ পিকেটিংয়ের ব্যবস্থা করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি এলাকায় বেশ কিছু সিসিটিভি ক্যামেরা বসানো এবং গেট তৈরিরও সিদ্ধান্ত হয়েছে বলে মেয়র দাবি করেছেন।

বিষয়টি নিয়ে পুলিশ মহলে তীব্র ক্ষোভ তৈরি হয়েছে। এক পুলিশকর্মীর বক্তব্য, পুলিশের কাজ চোর, ডাকাত ধরা, আইনশৃঙ্খলা রক্ষা করা। পুলিশকে এর বাইরে গিয়েও সমাজের অনেক কাজ করতে হয়। এখন আমাদের আবর্জনাও পাহারা দিতে হবে শুনে হাসি পাচ্ছে।

কুয়াশামোড়া সকাল।। মাথাভাঙ্গা শহরে বুধবার বিশ্বজিৎ সাহার তোলা ছবি।

এক সপ্তাহ ধরে নির্জলা পুণ্ডিবাড়ি

হঠাৎ বন্ধ পরিস্রুত পানীয় জল সরবরাহ

কৌশিক বর্মন

পুণ্ডিবাড়ি, ৩ ডিসেম্বর : হঠাৎ করেই বন্ধ হয়ে গিয়েছে পরিস্রুত পানীয় জলের সরবরাহ। ফলে এক সপ্তাহ ধরে নানা সমস্যায় ভুগছেন কোচবিহার-২ ব্লকের পুণ্ডিবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের বিস্তীর্ণ এলাকার বাসিন্দারা। সমস্যা সমাধানে দ্রুত পদক্ষেপ করার কথা জানিয়েছেন পিএইচই আধিকারিকরা।

কোচবিহারের জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি বিভাগের এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার সুব্রত ধর বলেন, 'ঘটনাটি আমাদের নজরে এসেছে। ঠিক কী কারণে জল সরবরাহ বন্ধ রয়েছে, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। কর্মীরা ইতিমধ্যেই কাজ শুরু করেছেন। প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে, পাম্পটি খারাপ হয়েছে। নতুন পাম্প আনা হয়েছে। খুব তাড়াতাড়ি সমস্যার সমাধান করা হবে।'

বাড়ি বাড়ি পরিস্রুত পানীয় জল পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে ২০১৬ সালে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় 'জলস্বপ্ন' প্রকল্পের সূচনা করেছিলেন। সেইমতো পুণ্ডিবাড়ি সুভাষপল্লিতে একটি রিজার্ভার তৈরি করা হয়। তারপর থেকে এলাকার ১২০০-র মতো পরিবার এই প্রকল্পের ওপর নির্ভরশীল। কিন্তু সম্প্রতি পরিষেবা হঠাৎ থমকে যাওয়ায় স্থানীয়দের জীবন কার্যত বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে।

হঠাৎ করে জল বন্ধ হয়ে যাওয়ায় সুভাষপল্লি, মাধববাড়ি, পুণ্ডিবাড়ি বাজার সংলগ্ন এলাকায় মানুষ একাধিক সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন। স্থানীয় তাপস দত্ত বললেন, 'গত কয়েক মাস ধরে মাঝেমধ্যে ঘোলা জল আসছিল।

এই রিজার্ভার থেকেই পানীয় জল সরবরাহ করা হয়। -সংবাদচিত্র

> ঘটনাটি আমাদের নজরে এসেছে। ঠিক কী কারণে জল সরবরাহ বন্ধ রয়েছে, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। কর্মীরা ইতিমধ্যেই কাজ শুরু করেছেন। প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে, পাম্পটি খারাপ হয়েছে। নতুন পাম্প আনা হয়েছে। খুব তাড়াতাড়ি সমস্যার সমাধান করা হবে।
>
> **সুব্রত ধর**
> *এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার*

কিন্তু গত সপ্তাহ থেকে আচমকা জল আসাই বন্ধ হয়ে গিয়েছে। আশপাশে বিকল্প কোনও ব্যবস্থা না থাকায় বাধ্য হয়ে অতিরিক্ত খরচ করে জল কিনতে হচ্ছে।' একই কথা বলেন প্রবীর বণিক ও প্রাণকুমার সরকাররা। স্থানীয়রা জানালেন, বিষয়টি নিয়ে একাধিকবার পিএইচই দপ্তরে অভিযোগ জানানো হলেও কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। জল না আসায় অনেকেই এলাকায় থাকা টিউবওয়েল থেকে জল সংগ্রহ করছেন। এদিকে টিউবওয়েলের জল পান করার ফলে স্বাস্থ্য নিয়ে উদ্বেগও বাড়ছে এলাকাবাসীর মধ্যে। এছাড়াও জল সংগ্রহ করতে গিয়ে নিত্যদিন দুর্ভোগের শিকার হচ্ছেন মহিলারা।

স্থানীয় বীণা বণিকের কথায়, 'রান্নাবান্না থেকে শুরু করে প্রতিটি কাজে বেশি সময় লাগছে। জল না থাকায় প্রচণ্ড অসুবিধা হচ্ছে। দ্রুত জল সরবরাহ স্বাভাবিক করা হোক।' একই কথা জানান সুতপা চক্রবর্তী নামে আরেক গৃহবধূ। এবিষয়ে পুণ্ডিবাড়ি পঞ্চায়েত প্রধান শেফালি রায়ের বক্তব্য, 'পানীয় জলের সমস্যার বিষয়টি জানার সঙ্গে সঙ্গেই পিএইচই দপ্তরকে জানিয়েছি। যেহেতু একসঙ্গে অনেকটা এলাকায় পানীয় জলের সংকট, তাই বিকল্প ব্যবস্থা করতে পারিনি।'

সন্তান 'খুনে' অধরা মা

শুভদীপ শর্মা

ক্রান্তি, ৩ ডিসেম্বর : সদ্যোজাত সন্তানকে খুনে অভিযুক্ত মা এখনও পলাতক। ঘটনায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য মৃত সদ্যোজাতের বাবা জিয়ারুল হককে আটক করেছে ক্রান্তি ফাঁড়ির পুলিশ। এদিকে অসহায় অবস্থায় নিজেদের বাড়িতেই দিন কাটছে ওই দম্পতির বাকি তিন সন্তানের। তাদের বৃদ্ধ দিদা-দাদু কোনওমতে তাদের আগলে রেখেছেন।

প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে, বিয়ের পর থেকেই ওই দম্পতির তেমন বনিবনা ছিল না। প্রায়দিনই সংসারে অশান্তি লেগে থাকত। তবে খুনের প্রকৃত কারণ অভিযুক্ত গ্রেপ্তারের পরই জানা যাবে বলে পুলিশ সূত্রে খবর।

জানা গিয়েছে, প্রায় ২২ বছর আগে ক্রান্তি ব্লকের রাজাডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতের খালধুরা এলাকার বাসিন্দা আবুবক্কর সিদ্দিকী ও সাইজানা খাতুনের মেয়ে রেজিনা বেগমের সঙ্গে বিয়ে হয় ক্রান্তির ধনতলা এলাকার জিয়ারুল হকের। জিয়ারুলের নিজস্ব বাড়িঘর না থাকায় শ্বশুরবাড়ির পাশেই পাওয়া জায়গায় ঘর বানিয়ে বসবাস করছিলেন

জলপাইগুড়ি

তাঁরা। তাঁদের বড় মেয়ে মাম্পির বিয়ে হয়ে গেলেও বাকি এক ছেলে ও দুই মেয়েকে নিয়ে সংসার চলছিল তাঁদের। তবে সংসারে অশান্তি ছিল নিত্যদিনের ঘটনা।

প্রতিবেশীদের সূত্রে খবর, প্রায়দিনই এই পরিবারের মধ্যে অশান্তি লেগেই থাকত। বিয়ের পর থেকেই বনিবনা ছিল না স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে। তবে, ওই পরিবারের সঙ্গে পাড়া-প্রতিবেশীদের তেমন যোগাযোগও ছিল না। ঘটনার পর থেকে রেজিনা পলাতক। মঙ্গলবার গভীর রাতে বাড়ি ফেরেন জিয়ারুল। তারপরই তাঁকে ক্রান্তি ফাঁড়ির পুলিশ আটক করে। পুলিশি জিজ্ঞাসাবাদে জিয়ারুলও পারিবারিক অশান্তির কথা জানান পুলিশকে। তবে সন্তানের কীভাবে মৃত্যু হয়েছে সে সম্পর্কে তাঁর কোনও ধারণা নেই বলেই জানিয়েছেন জিজ্ঞাসাবাদে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বছর দেড়েক আগেও একটি সন্তানের জন্ম দিয়েছিলেন রেজিনা। তখন তিনি পাড়া-প্রতিবেশীকে বলেছিলেন, মৃত সন্তান প্রসব করেছেন। ওই সন্তানকেও মেরে ফেলা হয়েছিল কিনা তা নিয়ে এখন সন্দেহ দানা বাঁধছে।

এদিকে অভিভাবক না থাকায় রেজিনা ও জিয়ারুলের বাকি তিন সন্তান নিজেদের বাড়িতেই রয়েছে। তাদের দাদু-দিদা আবু বক্কর সিদ্দিকী ও সাইজানা খাতুন জানান, তাঁরা কোনওক্রমে নিজেদের পেট চালান। মা-বাবা না থাকায় তাঁরা কীভাবে নাতি-নাতনির ভরণপোষণ করবেন তা বুঝে উঠতে পারছেন না।

ক্রান্তি ফাঁড়ির ওসি কেটি লেপচা জানান, জিয়ারুলকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করা হয়েছে। খোঁজ চলছে রেজিনার। তাঁর খোঁজ মিললেই গোটা ঘটনা পরিষ্কার হবে।

সময়ের আগে পরীক্ষা নেওয়া স্কুলগুলোর তালিকা তলব

নির্দেশ না মেনে বিপাকে

গৌরহরি দাস

কোচবিহার, ৩ ডিসেম্বর : মধ্যশিক্ষা পর্ষদের নির্দেশ অমান্য করে যে সমস্ত স্কুল ১ ডিসেম্বরের আগে থেকে পঞ্চম থেকে নবম শ্রেণির পরীক্ষা নিয়েছে, জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শকের (মাধ্যমিক) কাছে এবার সেই স্কুলগুলোর তালিকা চেয়ে পাঠাল পর্ষদ কর্তৃপক্ষ। এই জন্য মধ্যশিক্ষা পর্ষদের ডেপুটি সেক্রেটারি (অ্যাকাডেমিক) ঋতব্রত চট্টোপাধ্যায় জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শককে সোমবার একটি চিঠি পাঠিয়েছেন। এই প্রসঙ্গে কোচবিহার জেলা সহকারী বিদ্যালয় পরিদর্শক বরুণ মজুমদার বলেন, 'পর্ষদের নির্দেশ অনুযায়ী খুব শীঘ্রই আমরা স্কুলগুলির তালিকা পর্ষদের কাছে পাঠিয়ে দেব।'

পড়ুয়াদের বার্ষিক মূল্যায়নের জন্য সরকারি এবং সরকারপোষিত বিভিন্ন স্কুলে চলছে তৃতীয় সিমেস্টারের পরীক্ষা। মধ্যশিক্ষা পর্ষদ স্কুলগুলিকে ১ থেকে ১০ ডিসেম্বরের মধ্যে পঞ্চম থেকে নবম শ্রেণির তৃতীয় সিমেস্টারের পরীক্ষা নিতে নির্দেশ দিয়েছিল। এই নির্দেশ মানার জন্য মধ্যশিক্ষা পর্ষদের তরফে স্কুলগুলিকে আরেকবার চিঠিও দেওয়া হয়েছিল। ওই চিঠিতে বলা হয়েছিল, স্কুলগুলো যেন কোনও অবস্থাতেই ১ ডিসেম্বরের আগে পঞ্চম থেকে নবম শ্রেণির তৃতীয় সিমেস্টারের পরীক্ষা না নেয়। এই নির্দেশ না মানা হলে স্কুলগুলির বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ করা হবে বলেও পর্ষদের তরফে জানানো হয়েছিল। মধ্যশিক্ষা পর্ষদের স্পষ্ট নির্দেশ সত্ত্বেও কোচবিহার জেলার বিবেকানন্দ বিদ্যাপীঠ, পুণ্ডিবাড়ির জিডিএল গার্লস, কোচবিহার-২ ব্লকের কালপানি রাজমোহন হাইস্কুল ও খট্টিমারি বীরেন্দ্র বর্মন হাইস্কুল সহ বেশ কিছু স্কুল কর্তৃপক্ষ পর্ষদের নির্দেশকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে ১ ডিসেম্বরের কয়েকদিন আগে থেকেই সেই পরীক্ষা নেওয়া শুরু করেছে বলে অভিযোগ। এই প্রসঙ্গে বিবেকানন্দ বিদ্যাপীঠের প্রধান শিক্ষক সৌমেন সাহা বলেন, 'এই বিষয়ে জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক আমার কাছে যা জানতে চাইবেন, আমি সেই অনুযায়ী তাঁকে উত্তর দেব।'

মধ্যশিক্ষা পর্ষদের অধীনে থাকা সত্ত্বেও পর্ষদের নির্দেশ না মেনে স্কুলগুলির এভাবে পরীক্ষা নেওয়ার বিষয়টিকে বাম-ডান কোনও শিক্ষক সংগঠনই সমর্থন করেনি। পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষক সমিতির জেলা সভাপতি বিপুল নন্দী বলেন, 'মধ্যশিক্ষা পর্ষদ যেহেতু পঞ্চম থেকে নবম শ্রেণি পর্যন্ত পরীক্ষা নেওয়ার সময়সীমা বেঁধে দিয়েছিল, স্কুলগুলির উচিত ছিল সেই নির্দেশ মানা। যাইহোক পর্ষদ স্কুলগুলোর তালিকা চেয়ে পাঠিয়েছে, এবার দেখা যাক কী ব্যবস্থা নেওয়া হয়।'

পর্ষদের স্পষ্ট নির্দেশ অমান্য করায় জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক দপ্তরও স্কুলগুলোর পাশে দাঁড়ায়নি। এই প্রসঙ্গে মধ্যশিক্ষা পর্ষদের কোচবিহার জেলার কনভেনার জয়ন্ত পাল বলেন, 'আশা করছি জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করবেন।'

মধ্যশিক্ষা পর্ষদের নির্দেশ না মেনে পরীক্ষা নেওয়া স্কুলগুলোর কর্তৃপক্ষকে শোকজ করা হয় নাকি অন্য কোনও সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয় এখন সেটাই দেখার।

কী অভিযোগ

- সরকারি এবং সরকারপোষিত বিভিন্ন স্কুলে চলছে তৃতীয় সিমেস্টারের পরীক্ষা
- মধ্যশিক্ষা পর্ষদ স্কুলগুলিকে ১ থেকে ১০ ডিসেম্বরের মধ্যে পঞ্চম থেকে নবম শ্রেণির তৃতীয় সিমেস্টারের পরীক্ষা নিতে নির্দেশ দিয়েছিল
- নির্দেশ না মানা হলে কড়া পদক্ষেপ করা হবে বলেও জানিয়েছিল পর্ষদ

আর নেই কলুর বলদ।। কোচবিহার শহরে পঞ্চরঙ্গী এলাকায় জয়দেব দাসের তোলা ছবি।

ভাঙনের ভ্রূকুটি বাত্রিগাছ শ্মশানে

দিনহাটা, ৩ ডিসেম্বর : এবছর ৪-৫ অক্টোবরের ভয়াবহ দুর্যোগে উত্তরবঙ্গের বহু এলাকার মতোই দিনহাটা-১ ব্লকের শৌলমারি গ্রাম পঞ্চায়েতের বাত্রিগাছ শ্মশানঘাটও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। দুর্যোগের মুখে পড়ে ওই শ্মশানের ভাঙা অংশ সংলগ্ন সিঙ্গিমারি নদীগর্ভে তলিয়ে গিয়েছিল। গত তিন মাস ধরেই এই অবস্থায় রয়েছে শ্মশানটি। এমন ঝুঁকিপূর্ণ পরিস্থিতিতেই বাত্রিগাছ শ্মশানে দাহকার্য করতে হচ্ছে এলাকাবাসীকে।

স্থানীয়রা জানাচ্ছেন, শ্মশানের ভাঙা অংশে প্রতিদিনই নতুন করে ফাটল দেখা দিচ্ছে। প্লাবনে নদীর পাড় যেভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, তাতে যে কোনও মুহূর্তেই শ্মশানের সম্পূর্ণ কাঠামো ভেঙে পড়তে পারে বলে মনে করছেন তাঁরা। তবুও এতদিনেও ওই শ্মশান সংস্কারের

হেলে থাকা শ্মশান।

কোনও নামগন্ধ নেই। যা নিয়ে স্বভাবতই অসন্তোষ তৈরি হয়েছে বাসিন্দাদের মধ্যে।

তাছাড়া শ্মশান চত্বরের বিশ্রামাগারটিও কার্যত বেহাল অবস্থায় পড়ে রয়েছে। আলোর ব্যবস্থা নেই। নেই পানীয় জলের সুবিধাও। কখনও রাতে দাহ করতে গেলে আরও সমস্যার মধ্যে পড়তে হয় বাসিন্দাদের। এনিয়ে একাধিকবার গ্রাম পঞ্চায়েতে অভিযোগ জানিয়েও কোনও লাভ হয়নি বলে তাঁদের দাবি। স্থানীয় বাসিন্দা রমানাথ রায়ের বক্তব্য, 'মানুষের শেষযাত্রার জায়গাটুকু যদি নিরাপদ না থাকে, তবে আর কী আশা করা যায়? তিন মাস ধরে এই অবস্থায় পড়ে রয়েছে। প্রশাসনের নজরদারি কোথায়?'

এনিয়ে শৌলমারি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান বিমলচন্দ্র রায় বলেন, 'শ্মশানটি সংস্কারের বিষয়ে আমাদের নজর রয়েছে।' তবে খুব শীঘ্রই সংস্কার হওয়ার কথা বললেও, ঠিক কবে কাজ শুরু হবে সে বিষয়ে কিছুই বলেননি প্রধান।

'বঞ্চিত উত্তরবঙ্গ'-ই হাতিয়ার বিজেপির

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ৩ ডিসেম্বর : নির্বাচনের আগে ফের উত্তরবঙ্গে বঞ্চনার অভিযোগ তুলে সরব হল রাজ্য বিজেপি। ২০২৬-এর নির্বাচনে উত্তরবঙ্গ থেকেই রাজ্যে পরিবর্তনের ডাক দিয়েছেন বিজেপি নেতারা। বুধবার রাজ্য বিজেপির নেতারা শিলিগুড়ি জার্নালিস্টস ক্লাবে সাংবাদিক সম্মেলন করেন। ওই সম্মেলনে বিজেপির রাজ্য সাধারণ সম্পাদক তথা ফালাকাটার বিধায়ক দীপক বর্মন, বিধানসভায় বিজেপির মুখ্য সচেতক তথা শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকর ঘোষ মূল বক্তা ছিলেন। সঙ্গে ছিলেন মাটিগাড়া-নকশালবাড়ির বিধায়ক আনন্দময় বর্মন, ফাঁসিদেওয়ার বিধায়ক দুর্গা মুর্মু, ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির বিধায়ক শিখা চট্টোপাধ্যায় সহ শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা কমিটির সদস্যরা।

স্বাস্থ্য থেকে চা শিল্প, পরিকাঠামো উন্নয়ন- সবেতেই উত্তরবঙ্গকে পেছনের সারিতে রাখা হয়েছে বলে দাবি বিজেপির। তাই উত্তরবঙ্গ থেকেই মানুষ এবার পরিবর্তন করবে বলে আশাবাদী গেরুয়া শিবির। দলের সাধারণ সম্পাদক দীপক বর্মনের বক্তব্য, 'উত্তরবঙ্গকে বঞ্চিত করে রেখেছে তৃণমূল সরকার। বামেদের পর তৃণমূলও উত্তরবঙ্গের উন্নয়নের জন্য কোনও কাজ করেনি। উত্তরবঙ্গের উন্নয়নের জন্য মাত্র ৮৬১ কোটি টাকা দেওয়া হয়। তার থেকেও ৩০ থেকে ৪০ শতাংশ খরচ হয় মাত্র। এর প্রতিবাদে রাজ্যবাসী এবার গর্জে উঠবে।' শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকর ঘোষের বক্তব্য, 'কেন্দ্রীয় সরকার চা বাগানের জন্য টাকা দিচ্ছে। কিন্তু রাজ্য সরকার সেই টাকা খরচ করতে চাইছে

পালটা কটাক্ষ গৌতমের

না। যে চারটি নতুন বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি করেছে, সেগুলিতে প্রাথমিক বিদ্যালয়েরও পরিকাঠামো নেই।'

উত্তরবঙ্গের স্বাস্থ্য কাঠামোকে একপ্রকার পঙ্গু করে রাখা হয়েছে বলেও দাবি বিজেপির। নার্সিংহোমগুলিকে সুবিধা পাইয়ে দিতেই এই চক্রান্ত বলে অভিযোগ বিজেপি নেতাদের। তাঁদের আরও অভিযোগ, নার্সিংহোমগুলি থেকে তৃণমূলের পার্টি ফান্ডে মোটা টাকা দেওয়া হয়। তাই এই পরিস্থিতি। কেন উত্তরবঙ্গে একজনও নিউরো সার্জন নিয়োগ করা হচ্ছে না, তা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন বিজেপির বিধায়করা। দার্জিলিং হিল ইউনিভার্সিটির পাশাপাশি যে চারটি ইউনিভার্সিটি তৃণমূল সরকারের আমলে তৈরি হয়েছে, সেগুলির পরিকাঠামো নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে বিজেপি। ফালাকাটায় একাধিক সেতু ভেঙে রয়েছে। শুধু তাই নয়, দুর্যোগ মোকাবিলার যে তহবিল রয়েছে, সেই টাকাও রাজ্য সরকার অন্য খাতে খরচ করে ফেলেছে বলে অভিযোগ তাঁদের। বিজেপির দাবি, ওই টাকা দিয়ে উত্তরবঙ্গে দুর্যোগকবলিত এলাকার মানুষকে সহযোগিতা করা যেত। কিন্তু তা করা হয়নি। আরও অভিযোগ, রাজ্য সরকার জমি দিচ্ছে না বলেই ঠাকুরনগরে রেলওয়ে ওভারব্রিজ তৈরি করা যাচ্ছে না, রাজ্য জায়গা দিচ্ছে না বলেই এশিয়ান হাইওয়েতে এখনও একাধিক জায়গায় কাজ বন্ধ হয়ে রয়েছে। যদিও এদিন পালটা বিজেপিকে দুষেছেন তৃণমূল নেতা তথা শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব। তাঁর বক্তব্য, 'নির্বাচনের আগে বিজেপি এসব কথা বলছে। শিলিগুড়িতে ইন্ডোর স্টেডিয়াম আমরা নতুন করে তৈরি করে দিলাম। বর্ধমান রোডে উড়ালপুল হচ্ছে। এত রাস্তাঘাট, ইস্টার্ন বাইপাস, এগুলি তো আমাদের সরকারই করেছে।'

বানিয়াদহ সেতুতে আলোর দাবি

চৌধুরীহাট, ৩ ডিসেম্বর : দিনেরবেলা দিনহাটা-২ ব্লকের বানিয়াদহ সেতু পারাপার করলে কোনও সমস্যাই আপাতদৃষ্টিতে ধরা পড়ার কথা নয়। সেতুর রাস্তাটি বেশ মসৃণ, দু'পাশে পথচারীদের জন্য ফুটপাথ রয়েছে। অথচ সন্ধ্যার পর ওই সেতুটিই যেন আস্ত এক মরণফাঁদে রূপান্তরিত হয়। কারণ আলোর কোনও ব্যবস্থা নেই। ফলে অনেকক্ষেত্রেই সেতুতে ওঠা বা নামার সময় কিছু দেখা যায় না।

গত ২৪ নভেম্বর রাতে বানিয়াদহ সেতুতে ওঠার মুখে বাইক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারান এক তরুণ। তারপর থেকেই আলোর দাবি আরও জোরদার হয়ে উঠেছে। বিষয়টি নিয়ে বুধবার পূর্ত দপ্তরের কোচবিহার ডিভিশনের এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার মৃন্ময় দেবনাথ বলেন, 'রোড সেফটি মিটিংয়ে আলোচনার পর যদি কমিটি সিদ্ধান্ত নেয়, তাহলে পূর্ত দপ্তরের তরফে আলোর বন্দোবস্ত করে দেওয়া হবে।'

একদিকে গোবরাছড়া হয়ে দিনহাটা ও অন্যদিকে নয়ারহাট হয়ে কুর্শারহাট যাওয়ার সংযোগকারী বানিয়াদহ সেতুটি যাতায়াতের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মূলত সীমান্তবর্তী গ্রাম কুর্শারহাট, শুকারুরকুঠি, ধাপড়াহাট সহ একাধিক গ্রামের সঙ্গে দিনহাটা শহরের সংযোগের অন্যতম মাধ্যম বানিয়াদহ নদীর ওপর অবস্থিত ওই সেতুটি। প্রতিদিন কয়েক হাজার মানুষ যাতায়াত করেন। কিন্তু দুর্ঘটনা যেন কিছুতেই পিছু ছাড়ে না। অন্ধকারের সুযোগে সেতুর দু'পাশে থাকা ফুটপাথে নেশার আসর বসে বলেও স্থানীয়দের অভিযোগ।

গোবরাছড়ার বাসিন্দা সামাদ খন্দকার বলেন, 'অন্ধকারের কারণেই এই সেতুতে দুর্ঘটনা ঘটে। দুর্ঘটনায় দুই-একজন প্রাণও হারিয়েছেন। দীর্ঘদিন ধরে আলোর দাবি উঠছে। কিন্তু আজ পর্যন্ত কোনও বিদ্যুতের খুঁটি দেখা যায়নি। কবে পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা হবে কে জানে!'

বিডিও-র দ্বারস্থ বিএলও-রা

চ্যাংরাবান্ধা, ৩ ডিসেম্বর : বুধবার মেখলিগঞ্জ বিডিও অফিসে বিভিন্ন দাবিদাওয়া নিয়ে বিক্ষোভে শামিল হন বিএলও-রা। এদিন দীর্ঘদিন থেকে কাজ করা বিএলও-রা যেমন সেই দলে ছিলেন, তেমনি ছিলেন এবছর নবনিযুক্ত বিএলও-রাও। বিএলও-দের গতবারের কাজের সাম্মানিক প্রদান, কাজের সময়সীমা বছরে কোন সময় শুরু আর কখন শেষ সেই সমস্ত নির্ধারণ করা, এসআইআর-এর প্রাপ্য ও নানা আর্থিক সুযোগসুবিধাগুলির বিস্তারিত বিবরণ সহ নানা দাবিতে বিডিওকে স্মারকলিপি দেন বিএলও-রা।

বিএলও-র দায়িত্বপ্রাপ্ত ফুলকাডাবরি-২ এপি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মানবেন্দ্রনাথ রায় বলছেন, 'ছয় হাজার টাকা করে আগের বছরের টাকা পাওনা ছিল, যেটা এখনও আমরা পাইনি। এবছর টাকা দ্বিগুণ বৃদ্ধি পাবে শুনেছি, সেটার কোনও নামগন্ধ নেই। কাজের এক বছরের সময়সীমা নিয়েও ধোঁয়াশায় রয়েছি। আমাদের প্রাপ্য কেন্দ্র, সরকার দিক আর রাজ্য সরকার সেটা আমরা জানি না, প্রাপ্যটুকু দিলেই হল।' আরেক বিএলও প্রদীপকুমার রায়ের কথায়, '১২০০ ভোটারের অতিরিক্ত ভোটার হলে অতিরিক্ত একজন বিএলও দেওয়ার কথা থাকলেও তা দেওয়া হচ্ছে না। বিএলও-র কাজ করতে গিয়ে স্কুলের পড়াশোনার ক্ষতি হচ্ছে। কাজের সঠিক সময় বেঁধে দেওয়া হলে খুবই ভালো হত।' এবিষয়ে মেখলিগঞ্জের বিডিও নরেশরাজ রাই জানান, দাবিপত্র পেয়েছেন, তা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠানো হবে।

বিশ্ব প্রতিবন্ধী দিবস পালন

চ্যাংরাবান্ধা, ৩ ডিসেম্বর : বুধবার বিশ্ব প্রতিবন্ধী দিবসে কামাত চ্যাংরাবান্ধা পঞ্চম যোজনা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মেখলিগঞ্জ ও মেখলিগঞ্জ দক্ষিণ চক্রের বিভিন্ন স্কুলের পড়ুয়াদের নিয়ে অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা অনুষ্ঠান হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মেখলিগঞ্জ চক্রের অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক পরিতোষ ওরাওঁ এবং মেখলিগঞ্জ দক্ষিণ চক্রের অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক বরুণ বিশ্বাস।

বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ও সাধারণ শিক্ষার্থীদের নিয়ে একসঙ্গে প্রথমে একটি অঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। এরপর প্রতিবন্ধী দিবসের শোভাযাত্রা এশিয়ান হাইওয়ে বরাবর মেখলিগঞ্জ আইটিআই মোড় হয়ে মেখলিগঞ্জ ব্লক অফিস পরিক্রমা করে পুনরায় ওই স্কুলে গিয়ে শেষ হয়। এরপর বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ও সাধারণ পড়ুয়াদের একসঙ্গে ক্লাস করানো হয়।

অসমই ভরসা দেওচড়াইয়ের ডুলিশিল্পীদের

গৌতম দাস

তুফানগঞ্জ, ৩ ডিসেম্বর : সময় যত এগিয়েছে গ্রামবাংলার অনেক সামগ্রী হারিয়ে গিয়েছে। ধান রাখার জন্য বাঁশের তৈরি ডুলিও যেন বিলুপ্তির পথে। তবে কিছু জায়গায় শিল্পীরা আজও এই ডুলি শিল্পকে বাঁচিয়ে রেখেছেন। যদিও এই রাজ্যে ডুলির সেরকম চাহিদা না থাকলেও প্রতিবেশী রাজ্য অসমে এর যথেষ্ট চাহিদা রয়েছে। অসমের ক্রেতাদের কথা ভেবে আজও তুফানগঞ্জ-১ ব্লকের দেওচড়াই গ্রাম পঞ্চায়েতের শিল্পীরা ডুলি তৈরি করছেন।

প্রতি সোম ও বৃহস্পতিবার তুফানগঞ্জে হাটবার। এই দু'দিন হাটে ডুলি বেচাকেনা হয়। বছরের অন্য সময় সেভাবে বিক্রি না হলেও অগ্রহায়ণ ও পৌষ মাসে বেশ ভালো বিক্রি হয়। এই এলাকার এক ডুলিশিল্পী রঞ্জিত পোদ্দারের কথায়, 'ভাষাগত সমস্যার জন্য আমি অসমে গিয়ে ডুলি বিক্রি করতে পারি না। তাই তুফানগঞ্জের হাটে অসমের পাইকারদের কাছে তুলনামূলক কম দামে ডুলি বিক্রি করি। একটি ডুলি তৈরি করতে খরচ হয় প্রায় ৬০০ টাকা। এখানে আমরা যে ডুলি ৮০০ টাকায় বিক্রি করি, অসমে সেই ডুলি ১৫০০ টাকায় বিক্রি হয়। তবে সরকারি সহযোগিতা পেলে এই শিল্পকে টিকিয়ে রাখা সম্ভব।'

তুফানগঞ্জ মদনমোহন মন্দির সংলগ্ন হাটে খদ্দেরের অপেক্ষায় ডুলিশিল্পীরা।

তুফানগঞ্জে ডুলিশিল্পীর সংখ্যা কমতে কমতে বর্তমানে ৭-৮ জনে এসে দাঁড়িয়েছে। আগে শতাধিক পরিবার এই কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিল। অনেকেই পেশা বদলেছেন। দেওচড়াইয়ের ডুলিশিল্পী প্রসেনজিৎ রায় বলেন, 'পূর্বপুরুষরা এই কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। বাবা-কাকাদের থেকে শিখে এখনও ডুলি তৈরি করি। আগে হাটবারে ১৫-২০টি ডুলি বিক্রি হত। এখন সেই সংখ্যাটা অনেকটাই কম। অসমে ডুলির চাহিদা আজও এই শিল্পকে বাঁচিয়ে রেখেছে।' একই কথা জানান অজিতচন্দ্র বিশ্বাস ও প্রফুল্ল রায়ের মতো একাধিক ডুলিশিল্পী।

এখন কৃষিকাজে আধুনিক যন্ত্র ব্যবহৃত হয়। এই যন্ত্র দিয়ে ধান রোপণ থেকে শুরু করে ধান কাটা ও ঝাড়ার পর বস্তাবন্দি হয়ে সরাসরি বাজারে চলে যায়। কিন্তু যখন এত যন্ত্রের ব্যবহার ছিল না, তখন সারাবছরের ধান মজুত করে রাখার জন্য গৃহস্থরা ডুলি ব্যবহার করতেন। দেওচড়াইয়ের ষাটোর্ধ্ব অজিত বর্মন বলেন, 'আগে ডুলিতে ধান রাখতাম। প্রয়োজনমতো এই ডুলি থেকে ধান নিয়ে তা ঢেকিতে ভেঙে চাল তৈরি করা হত। এখন সবাই দোকান থেকে চালের বস্তা নিয়ে আসেন।'

অন্দরানফুলবাড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের বাসিন্দা যুগল দাস তুফানগঞ্জের হাটে গিয়েছিলেন ডুলি কিনতে। তিনি বলেন, 'সারাবছরের জন্য পরিমাণ মতো ধান এই বাঁশের ডুলিতে মজুত করে রাখি। ডুলিতে ধান খুব ভালো থাকে। প্রায় ৮০০ টাকা দিয়ে একটি ডুলি কিনেছি।'

একাল সেকাল

- আগে ধান ঝাড়াইয়ের পর ডুলিতে রাখা হত কিন্তু এখন বস্তা চলে আসায় ডুলিতে কেউ ধান রাখেন না
- আগে ধান কাটার মরশুমে হাটবারে ১৫-২০টি ডুলি বিক্রি হত এখন আর তা হয় না
- একসময় তুফানগঞ্জে বহু পরিবার ডুলি তৈরি করলেও বর্তমানে শিল্পীর সংখ্যা কমে ৭-৮ জনে দাঁড়িয়েছে

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন বাঁকুড়া-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, বাঁকুড়া - এর একজন বাসিন্দা মনোজ কুমার দে-কে 05.09.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 44K 77029 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন " মাঝে মাঝে আমি ডিয়ার লটারির টিকিট কিনে নিজের ভাগ্য পরীক্ষা করতাম এবং ভাবতাম যে আমিও কোনও একদিন কোটিপতি হব। লটারির দোকানগুলির পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় আমি বিজয়ী বোর্ডগুলির দিকে তাকাতাম এবং জেতার আশা করতাম। এত অল্প খরচের বিনিময়ে আমি যা পেয়েছি তা এখন আমার জীবনের শক্তির একটি বড় উৎস হয়ে উঠেছে।"

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

■ ৪৬ বর্ষ ■ ১৯৫ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ১৭ অগ্রহায়ণ ১৪৩২

নজরদারি !

সরকার এমন কিছু সিদ্ধান্ত নিচ্ছে বা পদক্ষেপ করছে যাতে ভারত সরকার দেশের নাগরিকদের বিশ্বাস করতে পারছে কি না- এই প্রশ্নটা উঠছে। জনতার ভোটে জিতে জনতাকেই অগ্নিপরীক্ষার মুখে ঠেলে দিতে বাধ্য করা হচ্ছে যেন। কখনও নাগরিকত্ব প্রমাণের জন্য, কখনও রাষ্ট্র ও সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রমাণের জন্য। যেন সব দোষ ও দায় আমজনতার।

দেশের মানুষের ওপর গিনিপিগের মতো সরকারি পরীক্ষানিরীক্ষার সাম্প্রতিকতম উদাহরণটির নাম সঞ্চার সাথী অ্যাপ। নামে সাথী হলেও অ্যাপটি বাস্তবে সাধারণ মানুষের না সরকারের নির্ভরযোগ্য সঙ্গী হবে, তা নিয়ে ধন্দ দেখা দিয়েছে। ধোঁয়াশার নেপথ্যে কেন্দ্রীয় টেলিকম দপ্তরের একটি নির্দেশ। যাতে বলা হয়েছে, দেশে তৈরি বা আমদানি করা সমস্ত মোবাইলে বাধ্যতামূলকভাবে সঞ্চার সাথী অ্যাপটি আপলোড করতে হবে।

কেন্দ্রের যুক্তি, এই অ্যাপের মাধ্যমে সাধারণ মানুষ আর্থিক জালিয়াতির হাত থেকে নিজেদের মুক্ত রাখতে পারবেন। পাশাপাশি এই অ্যাপটি মোবাইল ব্যবহারকারীদের সাইবার সুরক্ষা দেবে। তাঁদের মোবাইল কখনও হারিয়ে গেলে বা চুরি হয়ে গেলে খুঁজে বের করতে অত্যন্ত কার্যকরী হবে অ্যাপটি।

কিন্তু বিরোধীদের অভিযোগ, সরকার আসলে অ্যাপটির মাধ্যমে মোবাইল ব্যবহারকারীর ওপর গোপনে নজরদারি চালাতে চাইছে। রাশিয়া, উত্তর কোরিয়ার মতো ভারতকে ক্রমশ নজরদারি রাষ্ট্রে পরিণত করা হচ্ছে। যদিও কেন্দ্রীয় যোগাযোগমন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়ার দাবি, সঞ্চার সাথী অ্যাপটি মোটেই বাধ্যতামূলক নয়। কেউ না চাইলে অ্যাপটি ডিলিট করে দিতেই পারেন।

মন্ত্রীর যুক্তি, অ্যাপের মাধ্যমে মোবাইলে আড়ি পাতা সম্ভব নয়, ফোন কলের ওপর নজরদারিও চালানো যায় না। মানুষ ইচ্ছা অনুযায়ী অ্যাপটি সক্রিয় বা নিষ্ক্রিয় করতে পারেন। বিজেপি একই কথা বলেছে। যদিও প্রথমে বলা হয়েছিল নতুন মোবাইল তৈরির সময় সঞ্চার সাথী শুধু ইনস্টল করলে হবে না, সেটি যাতে নিষ্ক্রিয় না করা যায়, তার বন্দোবস্তও রাখতে হবে। একমাত্র অ্যাপল এই সিদ্ধান্ত মানতে অপারগতা প্রকাশ করেছে। তবে বিতর্কের মধ্যেই টেলিকম দপ্তর দাবি করেছে, সঞ্চার সাথী অ্যাপ ডাউনলোডের হিড়িক পড়েছে দেশে। তার জেরে মোবাইলে ওই অ্যাপটি প্রি-ইনস্টল করার পূর্ব নির্দেশিকাও সরকার প্রত্যাহার করে নিয়েছে। কিন্তু তাতে নজরদারির ধোঁয়াশা কাটছে না।

সাইবার বিশেষজ্ঞ সংস্থা ইন্টারনেট ফ্রিডম ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা অপার গুপ্তার সঞ্চার সাথীকে আধুনিক স্বৈরতন্ত্র বলে আখ্যা দিয়েছেন। বছরখানেক আগে ইজরায়েলের তৈরি পেগাসাস স্পাইওয়্যার দিয়ে ভারতে একাধিক বিরোধী রাজনীতিবিদ, সাংবাদিকের ফোনে আড়ি পাতার অভিযোগ উঠেছিল। নোটবন্দি থেকে শুরু করে সমস্ত জরুরি নথি ও পরিষেবার সঙ্গে আধার ও মোবাইল নম্বর লিংক করার বিভিন্ন সরকারি সিদ্ধান্তগুলি আসলে একপ্রকার ফাঁদ বলে বিভিন্ন সময়ে অভিযোগ উঠেছে।

সরকার সবসময়ই যুক্তি দিয়েছে, চুরি ও দুর্নীতি বন্ধ করতে এই সিদ্ধান্ত। বাস্তবে সেসব বন্ধ হয়নি। উলটে মানুষের হয়রানি কয়েকগুণ বেড়েছে। যে আধার কার্ডকে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সর্বঘটের কাঁঠালি কলায় পরিণত করা হয়েছে, সেই আধার কার্ড নাগরিকত্বের প্রমাণ নয় বলে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনীতে বাম হস্তে মনসাপুজোর মতো আধার কার্ডকে নথি হিসেবে মান্যতা দিয়েছে নির্বাচন কমিশন।

সঞ্চার সাথী মানুষের হয়রানির তালিকার নতুন সংযোজন বলে অভিযোগ উঠছে। গোপনীয়তার অধিকার সুপ্রিম কোর্টের মতে মানুষের মৌলিক অধিকার হলেও দেশের সুরক্ষার নাম করে মানুষের মোবাইলে সঞ্চার সাথী ঢুকিয়ে দেওয়া হচ্ছে। তাতে সব মানুষ কোথায় কী করছেন, কী আলোচনা করছেন, কাকে কী মেসেজ পাঠাচ্ছেন, সেসবের ওপর সরকার নজরদারি চালাতে চাইছে বলে অভিযোগ উঠছে। বাস্তবে অভিযোগটি সত্যি হলে তা ভারতের নাগরিকদের কাছে বড় বিপদ।

অমৃতধারা

কেউ যদি তোমাকে ভালো না বলে তাতে মন খারাপ করো না, কারণ এক জীবনে সবার কাছে ভালো হওয়া যায় না। দেখো মা, যেখান দিয়ে যাবে তার চতুর্দিকে কী হচ্ছে না হচ্ছে তা সব দেখে রাখবে। আর যেখানে থাকবে সেখানকার সব খবরগুলি জানা থাকা চাই, কিন্তু কাউকে কিছু বলবে না। ঠাকুর এবার এসেছেন ধনী-নির্ধন-পণ্ডিত-মূর্খ সকলকে উদ্ধার করতে, মলয়ের হাওয়া খুব বইছে, যে একটু পাল তুলে দেবে স্মরণাগত ভাবে সেই ধন্য হয়ে যাবে। যিনি ব্রহ্ম, তিনিই শক্তি আর তিনিই মা। দরকার নেই ফুল, চন্দন, ধূপ, বাতি, উপচারের। মা'কে আপন করে পেতে শুধু মনটাকে দেও তাঁরে।

-মা সারদা দেবী

মুখবন্ধ খামে রিপোর্ট ও আদালত কথা

অনেক টানাপোড়েনের পর সিবিআই কালীঘাটের কাকুর কণ্ঠস্বরের নমুনা পরীক্ষা করল। ব্যাস। তারপর সিবিআই চুপ।

দেবাশিস দাশগুপ্ত

গত কয়েকবছরের মধ্যে বেশকিছু বাংলা শব্দবন্ধ বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে মিডিয়ার কল্যাণে। আদালত সংক্রান্ত অনেক খবরই দেখতে পাওয়া যায়, মুখবন্ধ খামে রিপোর্ট জমা দিল সিবিআই কিংবা ইডি। অন্যদিকে, আদালতে বিচারক কিংবা বিচারপতিদের মুখে প্রায়ই শুনতে পাওয়া যায়, বৃহত্তর ষড়যন্ত্র এবং প্রভাবশালী তত্ত্বের কথা। সিবিআই এবং ইডিও মাঝে মাঝে বলে, অমুক কেলেঙ্কারিতে বৃহত্তর ষড়যন্ত্র অথবা প্রভাবশালী-যোগ রয়েছে।

মুখবন্ধ খামে রিপোর্ট, বৃহত্তর ষড়যন্ত্র এবং প্রভাবশালী তত্ত্ব ইত্যাদি আজকাল খুব প্রচলিত শব্দ হয়ে উঠেছে। এই শব্দগুলো আমজনতার কাছে চরম প্রহেলিকার মতো। একটি বহুল প্রচারিত বাংলা সংবাদপত্রে ছোট্ট একটা খবরে চোখ আটকে গিয়েছিল। তাতে লেখা, সন্দেশখালিতে মহিলাদের নির্যাতন ও জমি দখল সংক্রান্ত অভিযোগের প্রেক্ষিতে স্বতঃপ্রণোদিত মামলায় কলকাতা হাইকোর্টে মুখবন্ধ খামে তদন্তের অগ্রগতির দ্বিতীয় রিপোর্ট জমা দিল সিবিআই। ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল এবং বিচারপতি পার্থসারথি সেনের ডিভিশন বেঞ্চ জানায়, জানুয়ারির তৃতীয় সপ্তাহে পরবর্তী শুনানি।

আচ্ছা, পাঠক বলুন তো, এই মামলায় তদন্তের অগ্রগতি নিয়ে সিবিআইয়ের প্রথম রিপোর্টের কথা আপনাদের কারও মনে আছে? দ্বিতীয় রিপোর্ট যখন জমা পড়ছে, তখন ধরে নিতে হবে, সিবিআই তদন্তের অগ্রগতির প্রথম রিপোর্টটি নিশ্চয়ই আদালতে পেশ করেছিল। সন্দেশখালিতে গত বছরের ৫ জানুয়ারি সিবিআইয়ের তদন্তকারীদের ওপর স্থানীয় প্রভাবশালী তৃণমূল নেতা শেখ শাহজাহানের বাহিনী হামলা চালিয়েছিল। সেই ঘটনার সূত্রে সামনে আসে শাহজাহান বাহিনীর নানা কুকীর্তি।

সামনে আসে সেখানে দিনের পর দিন মহিলাদের ওপর শাসকদলের নেতাদের নির্যাতনের বহু ঘটনা। ওই নারী নির্যাতন এবং জমি দখলের অভিযোগে আদালত স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে মামলা রুজু করে। মামলার পরের শুনানি আগামী জানুয়ারি মাসে। তার মানে, ইতিমধ্যে দু'বছর কাটতে চলেছে ওই ঘটনার পরে। হয়তো পরের শুনানিতে সিবিআই আবার একটি মুখবন্ধ খামে তদন্তের অগ্রগতির তৃতীয় রিপোর্ট জমা দেবে কলকাতা হাইকোর্টে। তারপরেও মামলা কতদিন চলবে, তা দেবা ন জানন্তি...।

এই প্রসঙ্গে মনে পড়ছে আরজি কর মেডিকেল কলেজে তরুণী চিকিৎসককে নির্যাতন ও খুনের ঘটনা। সেই ঘটনার পরও দেড় বছর কেটে গিয়েছে। পুলিশ যে তদন্ত শুরু করেছিল, সিবিআই তাতে সিলমোহর দিয়ে জানিয়ে দিয়েছিল, ঘটনায় মূল অভিযুক্ত একজনই। তার নাম সঞ্জয় রায়। পেশায় সিভিক ভলান্টিয়ার। ডিউটি না থাকলেও যাঁর আরজি কর মেডিকেলে অবাধ যাতায়াত ছিল।

সেই সঞ্জয় রায় এখন শিয়ালদা আদালতের নির্দেশে যাবজ্জীবন বন্দিদশা কাটাচ্ছে। সে অবশ্য ওই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে হাইকোর্টে আপিল করেছে। নিহত তরুণীর পরিবার কিন্তু পুলিশ এবং সিবিআইয়ের তদন্ত ও শিয়ালদা আদালতের রায়ের ওপর আস্থা রাখেনি। পরিবারটি ছাড়াও অভয়া মঞ্চ, চিকিৎসকদের বিভিন্ন সংগঠন ন্যায়বিচারের দাবিতে এখনও আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে। ওই মামলা এখন সুপ্রিম কোর্ট এবং হাইকোর্টে বিচারাধীন। কবে নিষ্পত্তি হবে, কারও জানা নেই।

আরজি কর মেডিকেলে চিকিৎসককে ধর্ষণ ও খুনের ওই ঘটনায় সুপ্রিম কোর্টও স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে মামলা করেছিল। তৎকালীন প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড় উদ্যোগী হয়ে মামলা করেছিলেন। সেই মামলার শুনানিতে দিনের পর দিন দেখেছি কী রুদ্ধশ্বাস উত্তেজনা! তখন অভয়ার বিচারের দাবিতে জুনিয়ার ডাক্তারদের আন্দোলন চলছিল কলকাতায়। কখনও ধর্মতলায় রাস্তার ওপর, কখনও স্বাস্থ্য ভবনের সামনে খোলা আকাশের নীচে।

আন্দোলনস্থলে অবস্থানরত চিকিৎসকরা উদ্বিগ্ন হয়ে মোবাইলে নজর রাখতেন শুনানির লাইভ স্ট্রিমিং দেখার জন্য। প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চে জমা পড়ত তদন্তের অগ্রগতি নিয়ে মুখবন্ধ খামে সিবিআইয়ের রিপোর্ট। প্রধান বিচারপতি বলতেন, এই রিপোর্ট পড়ে আমরা স্তম্ভিত হয়ে যাচ্ছি। এই ঘটনার পিছনে অনেক প্রভাবশালীর হাত রয়েছে। কাউকে ছাড়া হবে না।

তারপর একটা একটা করে কত যে মুখবন্ধ খামে সিবিআইয়ের রিপোর্ট জমা পড়েছিল প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চে, তার কোনও হিসেব নেই। সেই সব মুখবন্ধ খামের রিপোর্ট আজ পর্যন্ত দিনের আলো দেখেনি। ভবিষ্যতে দেখবে বলে মনেও হয় না। মাননীয় প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি এখন বাড়িতে বসে আরজি করের ওই তরুণী চিকিৎসক এবং তাঁর অসহায় পরিবারের কথা ভাবেন কি না, জানি না।

আসুন, আর একটু পিছিয়ে যাই। পাঠকের নিশ্চয়ই মনে পড়ছে, সারদা এবং নারদ কেলেঙ্কারির কথা? সারদা কেলেঙ্কারিতেও সুপ্রিম কোর্টে বারবার বৃহত্তর ষড়যন্ত্র এবং প্রভাবশালী তত্ত্বের অভিযোগ উঠেছিল। সিবিআই বা ইডি কিন্তু আজ পর্যন্ত সেই বৃহত্তর ষড়যন্ত্রের হদিস করে উঠতে পারেনি। কোনও প্রভাবশালীর টিকি পর্যন্ত ছুঁতে পারেনি সিবিআই বা ইডি। সারদা কেলেঙ্কারির তদন্ত ধীরে ধীরে কার্যত শীতঘুমে চলে গিয়েছে। শুধু জেলে পচছেন সারদা কর্তা সুদীপ্ত সেন ও দেবযানী মুখোপাধ্যায়।

> সারদা কেলেঙ্কারিতেও সুপ্রিম কোর্টে বারবার বৃহত্তর ষড়যন্ত্র এবং প্রভাবশালী তত্ত্বের অভিযোগ উঠেছিল। সিবিআই বা ইডি কিন্তু আজ পর্যন্ত সেই বৃহত্তর ষড়যন্ত্রের হদিস করে উঠতে পারেনি। কোনও প্রভাবশালীর টিকি পর্যন্ত ছুঁতে পারেনি সিবিআই বা ইডি। সারদা কেলেঙ্কারির তদন্ত ধীরে ধীরে কার্যত শীতঘুমে চলে গিয়েছে। শুধু জেলে পচছেন সারদা কর্তা সুদীপ্ত সেন ও দেবযানী মুখোপাধ্যায়।

একই হাল নারদ কেলেঙ্কারির। মাঝে কয়েকজন মন্ত্রী, নেতা গ্রেপ্তার হয়েছিলেন। তাঁরা এখন জামিনে মুক্ত। সেই মামলা চলছে আদালতে। কবে শেষ হবে, বলা মুশকিল। এবার আসা যাক রাজ্যে শিক্ষায় নিয়োগ দুর্নীতি এবং কয়লা পাচার মামলার কথায়। এক্ষেত্রেও আদালত এবং কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাগুলি বারবার প্রভাবশালী-যোগের কথা শুনিয়েছে। কিন্তু কোনও সংস্থাই মাথা পর্যন্ত পৌঁছাতে পারেনি কখনও।

যদিও শিক্ষায় নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় অনেক অভিযুক্ত ইতিমধ্যে জামিনে মুক্তি পেয়ে গিয়েছেন। সিবিআই এবং ইডি বারবার পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে শিক্ষকদের চাকরি চুরির অন্যতম মাস্টারমাইন্ড বলে রিপোর্ট দিয়েছে। কিন্তু তদন্তের কিনারা এখনও করতে পারেনি। অন্যদিকে, প্রায় সাড়ে তিন বছর জেলে কাটিয়ে জামিন পেয়ে পার্থ এখন কুণাল ঘোষকে ফোন করে সাফাই দিচ্ছেন, আমি চুরি করিনি। আমি মানুষটা অত খারাপ নই।

আবার এই শিক্ষায় নিয়োগ দুর্নীতিতে অভিযুক্ত সুজয় কৃষ্ণ ওরফে কালীঘাটের কাকুর বিষয়টা দেখুন। অনেক টানাপোড়েনের পর সিবিআই তাঁর কণ্ঠস্বরের নমুনা পরীক্ষা করল। ব্যাস। তারপর সিবিআই একদম চুপ, আদালত চুপ। কেউ আর কোনও কথা বলে না। পরীক্ষার কী হল, রিপোর্ট কী পাওয়া গেল ইত্যাদি নিয়ে আর কোনও কথা শোনা যাচ্ছে না। আদালতও সিবিআইয়ের কাছে তা নিয়ে আর কখনও জবাবদিহি চায়নি। বরং সিবিআই হাত গুটিয়ে বসে রয়েছে। কালীঘাটের কাকু দিব্যি ঘরবন্দি হয়ে দিন কাটিয়ে দিচ্ছেন।

তাই বলছিলাম, এই মুখবন্ধ খামে ইডি, সিবিআইয়ের রিপোর্ট, বৃহত্তর ষড়যন্ত্র, প্রভাবশালী যোগের মতো শব্দগুলো নানা দুর্নীতির তদন্ত ও মামলায় খুব ক্লিশে হয়ে উঠেছে। এগুলোকে এখন নিছক প্রহসন বলে মনে হয়। আরজি করের নির্যাতিতার বাবা-মায়ের কান্না সুপ্রিম কোর্টে পেশ হওয়া মুখবন্ধ খামেই গুমরে গুমরে উঠবে। সন্দেশখালির নির্যাতিতা মহিলাদের ওপর চরম অত্যাচারের কাহিনীও সিবিআইয়ের মুখবন্ধ খামের ভিতরে থেকে যাবে। সারদা, নারদ, শিক্ষায় নিয়োগ দুর্নীতির কুশীলবদের বিরুদ্ধে বৃহত্তর ষড়যন্ত্রের কোনও হদিস কি কখনও পাবে ইডি, সিবিআই?

(লেখক : সাংবাদিক)

আজ

২০১৭

আজকের দিনে প্রয়াত হন অভিনেতা শশী কাপুর।

২০১৭

শিল্পী পূরবী মুখোপাধ্যায় প্রয়াত হন আজকের দিনে।

আলোচিত

আমি ভেবেছিলাম, দুর্নীতি যারা করেছে ও চাকরি যেভাবে বিক্রি হয়েছে, সেই পুরো সিস্টেমটাকে বিসর্জন দেব। তবে, ডিভিশন বেঞ্চ যদি মনে করে, এভাবেই মানুষকে রক্ষা করতে হবে, তাহলে ঠিকই করেছে। ডিভিশন বেঞ্চ যা ভালো বুঝেছে, সেটাই করেছে। এখানে আমার মত দেওয়ার অধিকার নেই।

- অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়

ভাইরাল/১

ব্যাংকে কেলেঙ্কারি! মধ্যপ্রদেশের একটি গ্রামীণ ব্যাংকের স্টাফরা কাজে ব্যস্ত। হঠাৎ একটি সাপ ঢুকে পড়ায় হুলুস্থুল কাণ্ড বাধে। প্রাণীটিকে দেখে সকলে দৌড়োতে থাকেন। কেউ চেয়ারে, কেউ টেবিলে উঠে পড়েন। সাপের ভয়ে একজন লকারের ওপর বসে পড়েন।

ভাইরাল/২

মরেও শান্তি নেই! দিল্লির এক হাসপাতালে মৃতদেহ থেকে সোনার গয়না চুরির ভিডিও ভাইরাল। এক বৃদ্ধাকে গুরুতর অবস্থায় সেখানে আনা হয়েছিল। মারা যান তিনি। কিন্তু বডি নেওয়ার সময় গয়না উধাও। সিসিটিভি ফুটেজ থেকে নার্সের কীর্তি সামনে আসে।

জনমন জনমত

পুলিশি ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানো প্রয়োজন

পশ্চিমবঙ্গের পুলিশি ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণরূপে ঢেলে সাজানোর আশু প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। যে হারে এই রাজ্যে দুষ্কৃতীদের অসামাজিক কার্যকলাপ বেড়েছে তাতে অত্যাধুনিকভাবে পুলিশি ব্যবস্থাকে না সাজালে দুষ্কৃতীদের অসামাজিক কার্যকলাপের মোকাবিলা করা এবং রোধ করা মোটেই সম্ভব নয়।

প্রথমত, সমাজবিরোধীরা অপরাধ করার সময় যথেষ্ট উন্নত ও অত্যাধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করছে। অথচ পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের কাছে সেই ব্রিটিশ আমলের থ্রি নট থ্রি রাইফেল ও পুরোনো রিভলভার রয়েছে, যা দিয়ে দুষ্কৃতীদের মোকাবিলা করা আদৌ সম্ভব নয়। আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যুগে এগুলি একেবারেই অচল। যদিও পুলিশের হাতে কিছু আধুনিক অস্ত্র এসেছে কিন্তু তা একেবারে অপর্যাপ্ত এবং দুষ্কৃতী মোকাবিলার জন্য মোটেও যথেষ্ট নয়।

দ্বিতীয়ত, অধিকাংশ থানায় প্রয়োজনের তুলনায় গাড়ির সংখ্যা অনেক কম। তাছাড়া বহু থানায় পুরোনো গাড়ি মেরামত করে চালানো হচ্ছে। ফলে অপরাধের খবর পেয়ে ওইসব পুরোনো গাড়ি করে সময়মতো পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছাতে পারছে না। তাই প্রতিটি থানায় আধুনিক প্রযুক্তিসম্পন্ন দ্রুতগামী গাড়ি পর্যাপ্ত সংখ্যায় দেওয়া বিশেষ প্রয়োজন।

তৃতীয়ত, বিভিন্ন ধরনের অপরাধ সংক্রান্ত মামলার তদন্ত যাতে সঠিক গতি পায়, দুষ্কৃতীরা যাতে উপযুক্ত শাস্তি মহামান্য আদালত থেকে পায় সেজন্য তদন্তকারী অফিসারদের নিয়মিত বিশেষ প্রশিক্ষণ দেওয়ারও ব্যবস্থা করা দরকার। এছাড়াও আরও অনেক বিষয় রয়েছে যেগুলির সংস্কারসাধন করা বিশেষ প্রয়োজন।

বিশ্বরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়
মিলনপল্লি, ইসলামপুর।

কোচবিহার থেকে হায়দরাবাদ-বেঙ্গালুরু বিমান পরিষেবা চাই

কোচবিহার-কলকাতা উড়ান বন্ধ হলে ক্ষতি নেই। কিন্তু কোচবিহারবাসীর প্রয়োজন হায়দরাবাদ, বেঙ্গালুরু বিমান পরিষেবা। উত্তরবঙ্গে উন্নত চিকিৎসা পরিষেবা না থাকায় কোচবিহার থেকে প্রতিদিন প্রচুর রোগী হায়দরাবাদ, বেঙ্গালুরুতে চিকিৎসা করাতে যান। সেক্ষেত্রে বাগডোগরা বিমানবন্দর থেকে সকালের ফ্লাইট ধরতে হলে এঁদের একদিন আগে শিলিগুড়ি গিয়ে থাকতে হয়। তাতে সময় ও অর্থ দুই-ই নষ্ট হয়। রোগী নিয়ে হয়রানিও কম হয় না। সপ্তাহে দু'-তিনদিন হলেও এই পরিষেবা চালুর ব্যাপারে যৌথভাবে রাজ্য ও কেন্দ্র সরকারের উদ্যোগী হওয়া প্রয়োজন।

কোচবিহারবাসীর প্রকৃত উপকার করতে হলে রাজনীতি-বিবাদ না করে হায়দরাবাদ, বেঙ্গালুরু বিমান পরিষেবা চালু করা নিয়ে রাজ্য ও কেন্দ্র সরকার উদ্যোগী হোক। তাতে যদি রানওয়ে বড় করতে হয়, পরিকাঠামো উন্নত করতে হয় সেটা কেন্দ্রীয় সরকার করুক।

জিতেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য
নাটাবাড়ি, কোচবিহার।

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com,
Website : http://www.uttarbangasambad.in

অন্য এক লড়াইয়ে সবাইকে সঙ্গী চাই

হাতে হাত রাখলে বহু কঠিন কাজ সহজ হয়ে যায়। সম্প্রতি বিশ্ব প্রতিবন্ধী দিবস আবারও সেই বার্তা দিল।

অরিত্র রায়

সমাজে আমরা প্রায়ই 'প্রতিবন্ধী' শব্দটিকে দুর্বলতার প্রতীক মনে করি, কিন্তু প্রতিদিন অগণিত বাধার মুখোমুখি হওয়া এই মানুষগুলোই সবচেয়ে শক্তিমান। তাঁদের মধ্যে কেউ চোখের আলো হারিয়েছেন, কেউ হুইলচেয়ারে জীবনযাপন করছেন, আবার কেউ কথার উচ্চারণে আটকে যান— তবুও সকলের স্বপ্ন আছে, নিজের জায়গা তৈরি করার সাহস আছে।

প্রতিবন্ধকতার অসুবিধার চেয়েও বড় অসুবিধা হল সমাজের ভুল মানসিকতা। অনেকে তাঁদের দিকে করুণা নিয়ে তাকায়, যেন তাঁরা কিছু করতে পারেন না। তাঁদের প্রয়োজন করুণা নয়, বোঝাপড়া এবং সম্মান। সমাজের এই ভুল দৃষ্টিভঙ্গি তাঁদের মনকে সবচেয়ে বেশি আঘাত করে। 'আহা-উঁহু' বলে সহানুভূতি প্রদর্শন নয়, পরিবর্তন আসে হাতে হাত রেখে পাশে দাঁড়ালে।

এই কঠিন যুদ্ধের মাঝে প্রকৃত বিশেষভাবে সক্ষমরা এক ভয়ানক শত্রুর মুখোমুখি। ভুয়ো প্রতিবন্ধী সার্টিফিকেটধারীরা সংখ্যায় বাড়ছে। যে সার্টিফিকেট একজনের জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা কঠিন বাস্তবতার প্রতীক, তাকেই অসৎ উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হচ্ছে। সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও অনেকে সরকারি সুবিধা, চাকরির রিজার্ভেশন, বা আর্থিক সাহায্য পাওয়ার লোভে ভুয়ো সার্টিফিকেট বানাচ্ছে। এর ফলে একজন প্রকৃত দৃষ্টিহীন শিক্ষার্থী, একজন হুইলচেয়ার ব্যবহারকারী তরুণ বা একজন লার্নিং ডিজেবিলিটিতে ভোগা শিশুর সুযোগ ও অধিকার কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। একজন প্রকৃত প্রতিবন্ধী দিনের পর দিন নিজেকে প্রমাণ করে বাঁচে, অথচ তার সুযোগটি পেয়ে যাচ্ছে একজন স্বাভাবিক মানুষ, যে শুধু কাগজে-কলমে 'প্রতিবন্ধী'। ভুয়ো সার্টিফিকেটধারীরা শুধু আইন ভাঙছে না, তারা এমন একটি শ্রেণির মানুষদের ক্ষতি করছে, যারা সমাজের সবচেয়ে কঠিন অবস্থায় বেঁচে আছে।

সহমর্মী।। 'তারে জমিন পর' সিনেমার একটি দৃশ্য।

একজন প্রতিবন্ধী প্রাপ্তবয়স্ক হলে তার নিজের খরচ, চিকিৎসা ও প্রয়োজন বাড়ে। তবুও সরকার তার ব্যক্তিগত প্রতিবন্ধী পরিচয়ের পরিবর্তে পরিবারের আয় দেখে টাকা বা স্কলারশিপ দেয়। এটা কোথায় যেন অন্যায়। কারণ প্রতিবন্ধকতার কষ্ট পরিবারের আয় দেখে কমে না; ওষুধ, থেরাপি, এবং অন্যান্য প্রয়োজন একই থাকে। জীবনের সত্যিটা খুব কঠিন। বিশেষভাবে সক্ষমদের সবচেয়ে বড় নিরাপত্তা থাকা উচিত সমাজ আর দেশের হাতে। কিন্তু বাস্তবে তাকে নির্ভর করতে হয় সেই পরিবারের ওপর, যা চিরস্থায়ী নয়। সরকার যদি একটুও ভেবে থাকে, তবে সাহায্য ও সুযোগ সবার জন্য সমান হওয়া উচিত। কোনও অধিকারকে পরিবারের আয় দিয়ে মাপা বা কোনও লড়াইকে কাগজের সংখ্যার সঙ্গে বেঁধে রাখা আক্ষরিক অর্থেই অমানবিক।

'বিশ্ব প্রতিবন্ধী দিবস' কোনও বক্তৃতার দিন নয়, এটি এক নীরব সত্য। দিনটি সমাজের সামনে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন তোলে : 'আজ আমরা সত্যিই মানুষ, নাকি শুধু মানুষ হওয়ার অভিনয় করে চলছি দিনের পর দিন?' আমাদের অন্ধত্ব চোখে নয়, চিন্তায়; বধিরতা কানে নয়, বিবেকে; পঙ্গুত্ব শরীরে নয়, আমাদের ব্যবহারে। আমরা সহানুভূতি দেখাই, কিন্তু সম্মান এবং পরিচয় দিতে এখনও কুণ্ঠাবোধ করি। এই দিনটি আমাদের ঘুম ভাঙানো এক চপেটাঘাত, যা বলে 'আমরা কি সত্যিই তাঁদের পাশে দাঁড়িয়েছি, নাকি শুধু দূর থেকে করুণার চোখে দেখছি?'

(লেখক অক্ষরকর্মী। বিশেষভাবে সক্ষম। শিলিগুড়ির বাসিন্দা।)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে।
ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান।
মেল—ubsedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪৩০৯

১		২	★	৩			
	★	৪			★	★	★
	★		★	৫		৬	
৭	৮	★	★		★		★
★		★	৯	★	★	১০	১১
১২				★	১৩	★	
★	★	★	১৪			★	
১৫				★	১৬		

পাশাপাশি : ১। নৌকার মাঝি অথবা বোকা লোক ৩। আবুল ফতে জালালউদ্দিন মহম্মদকে আমরা যে নামে চিনি ৪। গান্ধারির বাবা ৫। কোথাও যাওয়ার ইচ্ছে ৭। জলে ধুয়ে জামাকাপড় পরিষ্কার করা ১০। বড় সামুদ্রিক প্রাণী ১২। অকস্মাৎ বা হঠাৎ ১৪। স্বপ্নের ঘোরে শিশুদের হাসিকান্না ১৫। লক্ষ্মণ যার নাক কেটে দিয়েছিলেন ১৬। হাঁটুর ওপরের অংশ।

উপর-নীচ : ১। যে ফল গাছে পেকেছে ২। যে কন্দ রান্নায় লাগে ৩। এই জিভ আকারে খুবই ছোট ৬। প্রেয়ার বা প্রার্থনা করা ৮। রান্নার হাতার ছোট সংস্করণ ৯। বিয়ের সম্বন্ধ চূড়ান্ত করার অনুষ্ঠান ১১। এক ধরনের মিষ্টি ১৩। পৃথক করে রাখা।

সমাধান ■ ৪৩০৮

পাশাপাশি : ২। অনাবিল ৫। টুকলি ৬। কনকপ্রভ ৮। বড়ি ৯। আম ১১। কুটকচাল ১৩। সাধনা ১৪। পারিজাত।

উপর-নীচ : ১। চাটুকার ২। অলি ৩। বিমান ৪। সুলভ ৬। কড়ি ৭। কদম ৮। বটুক ৯। আল ১০। মেঘনাদ ১১। কুক্কুট ১২। চাকরি ১৩। সাত।

বিন্দুবিসর্গ

সোনালিদের ফেরাতে ‘মানবিক’ কেন্দ্র

নয়াদিল্লি, ৩ ডিসেম্বর : ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত সংক্রান্ত এক অত্যন্ত সংবেদনশীল ও মানবিক মামলায় এবার হস্তক্ষেপ করল দেশের শীর্ষ আদালত। বুধবার প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত এবং বিচারপতি জয়মাল্য বাগচীর ডিভিশন বেঞ্চ গর্ভবতী সোনালি খাতুন এবং তাঁর আট বছর বয়সি শিশুপুত্রকে বাংলাদেশ থেকে অবিলম্বে ভারতে ফিরিয়ে আনার নির্দেশ দিয়েছে।

এদিকে ‘মানবিকতার খাতিরে’ সোনালি ও তাঁর শিশুপুত্রকে ফেরাতে রাজি হয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারও। সরকারি নিয়ম মেনেই সোনালিদের দেশে ফেরানো হবে। সেই কথা এদিন সুপ্রিম কোর্টে জানিয়েছেন সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা। বাংলাদেশ আদালত সোনালি বিবিকে মুক্তি দিয়েছে। তবে তিনি এখনও আছেন ওই দেশেই। সোনালিদের কবে ভারতে ফেরানো হবে, সেটা অবশ্য এদিন স্পষ্ট হয়নি।

সোনালি খাতুন ওরফে সোনালি বিবি ও তাঁর সন্তানকে কিছুদিন আগেই সীমান্ত পার করে বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। ওই মহিলার গর্ভধারণের বিষয়টি এবং সন্তানের ভবিষ্যতের কথা বিবেচনা করে অদ্ভুত আইনি জটিলতা তৈরি হয়। ঘটনাটি শীর্ষ আদালতের নজরে আসার পরেই বিচারপতিরা দ্রুত শুনানির ব্যবস্থা করেন এবং সরকারের কাছে এই বিষয়ে ব্যাখ্যা চান।

শুনানির সময় সুপ্রিম কোর্ট কঠোর ভাষায় মন্তব্য করে জানায়, ‘বিশেষ পরিস্থিতিতে রাষ্ট্রকে অবশ্যই নমনীয় হতে হবে।’ বিচারপতিদের মতে, ‘আইন ও প্রোটোকল অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু একজন অন্তঃসত্ত্বা মহিলা এবং এক শিশুর জীবনের অধিকার ও মানবিক মর্যাদার চেয়ে তা বড় হতে পারে না।’ আদালত নির্দেশ দেয়, মানবতা হল আইনের চেয়েও বড় ভিত্তি এবং এই দুর্বল দুই ব্যক্তির সুরক্ষাই এখন প্রশাসনের প্রধান কর্তব্য।

সোনালিকে সবরকম চিকিৎসা সহায়তা এবং তাঁর পুত্রের জীবনধারণের জন্য রাজ্যকে সহযোগিতা করার নির্দেশ দিয়েছে আদালত। ডিভিশন বেঞ্চ বলেছে, সোনালিকে বীরভূমে তাঁর বাবার কাছে ফিরিয়ে দিতে হবে। বীরভূমের চিফ মেডিকেল অফিসারকে তাঁর চিকিৎসার যাবতীয় চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে। তাঁর চিকিৎসার যাবতীয় খরচ বহন করতে হবে রাজ্য সরকারকে। ১২ ডিসেম্বর সুপ্রিম কোর্টে এই মামলার পরবর্তী শুনানি হবে। আদালতের নির্দেশের পর, সোনালি ও তাঁর সন্তানকে দ্রুত বাংলাদেশ থেকে ফেরানোর প্রক্রিয়া শুরু করেছে সরকার। তাদের ভারতে প্রবেশ ও যথাযথ চিকিৎসা নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে বলা হয়েছে। প্রথমে তাঁদের নিয়ে আসা হবে দিল্লিতে। পরে পাঠানো হবে বীরভূমের বাড়িতে।

সুপ্রিম রায়

- বিশেষ পরিস্থিতিতে রাষ্ট্রকে অবশ্যই নমনীয় হতে হবে
- আইন গুরুত্বপূর্ণ হলেও জীবনের অধিকার ও মানবিক মর্যাদার চেয়ে তা বড় নয়
- মানবতা আইনের চেয়েও বড় ভিত্তি এবং এই দুর্বলের সুরক্ষাই প্রশাসনের প্রধান কর্তব্য
- সোনালিকে সবরকম চিকিৎসা সহায়তার পাশাপাশি তাঁর পুত্রের জীবনধারণের জন্য রাজ্যকে সহযোগিতা করতে হবে

নজরে তেল, প্রতিরক্ষা ও ভূ-রাজনীতি

আজ ভারত সফরে রুশ প্রেসিডেন্ট

নয়াদিল্লি, ৩ ডিসেম্বর : বৃহস্পতিবার ভারতে আসছেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। শুক্রবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে তাঁর দ্বিপাক্ষিক ও আঞ্চলিক বিষয়গুলি পর্যালোচনার পাশাপাশি কয়েকটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হতে পারে।

ভারত তেল ও অস্ত্রের ব্যাপারে রাশিয়ার ওপর নির্ভরশীল। ট্রাম্পের হুমকি, পশ্চিমী দেশগুলির আপত্তির জন্য ভারত রাশিয়া থেকে তেল আমদানি কমিয়েছে বটে, কিন্তু বন্ধ করেনি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চাপিয়ে দেওয়া শুল্কের বোঝা কমাতে ও ট্রাম্পকে খুশি রাখতে ভারত কিছুটা আমেরিকার দিকেও ঝুঁকেছে। অন্যদিকে, পুতিনের সফরের আগেই ফ্রান্স, জার্মানি ও ব্রিটেনের রাষ্ট্রদূতেরা এদেশের একটি প্রথম সারির ইংরেজি সংবাদমাধ্যমের সম্পাদকীয় প্রতিবেদনে যৌথভাবে পুতিনকে তুলোধোনা করেছেন। তাঁদের বক্তব্য, গোটা বিশ্ব চায় রাশিয়া ও ইউক্রেনের মধ্যে যুদ্ধ বন্ধ হোক। রাশিয়াই শান্তি চায় না। রাষ্ট্রদূতদের বক্তব্য মাথাব্যথা বাড়িয়েছে নয়াদিল্লির। এই পরিস্থিতিতে পুতিন আসছেন। পশ্চিমী দেশগুলির পাশাপাশি মস্কো ও ওয়াশিংটনের সঙ্গে নয়াদিল্লির ভারসাম্য বজায় রাখার প্রচেষ্টার পরীক্ষা কিন্তু চলবে আগামী দু-দিন।

পুতিনের ভারত সফর তেল ও প্রতিরক্ষার পাশাপাশি ভূ-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটেও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধ হয়নি। এদিক থেকে ভারত ও রাশিয়ার মধ্যে সম্পর্ক নতুন করে সংজ্ঞায়িত হওয়ার একটি সুযোগ তৈরি করেছে এই সফর। এবার দেখে নেওয়া যাক মূল বিষয়গুলি।

জনসংখ্যায় ভারত বিশ্বে প্রথম। জনগণের বিপুল চাহিদা মেটাতে আমেরিকা ও পশ্চিমী দেশগুলির নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও কম দামে ভারত অপরিশোধিত তেল কিনছে রাশিয়া থেকে। জ্বালানি-নিরাপত্তা নিশ্চিত করতেই দিল্লিকে এটি করতে হয়েছে। সেজন্য ভারতীয় পণ্যের ওপর বাড়তি ২৫ শতাংশ শুল্ক চাপিয়ে মোট শুল্কের হার ৫০ শতাংশ করেছে ট্রাম্প সরকার।

মোদি-পুতিন বৈঠকের প্রধান লক্ষ্য, অপরিশোধিত তেলের দীর্ঘমেয়াদি সরবরাহ নিশ্চিত করা। তৃতীয় দেশের চাপ (মার্কিন নিষেধাজ্ঞা) থেকে ভারত-রাশিয়া দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যকে রক্ষা করতে একটি বিকল্প ব্যবস্থা তৈরি করাও।

পুতিনের সঙ্গে মোদির আলোচনায় এস-৪০০ এয়ার ডিফেন্স-এর নয়া সংস্করণ সরবরাহ ও রাশিয়ার তৈরি যুদ্ধবিমানের আপগ্রেড করার বিষয়টি আলোচনায় গুরুত্ব পেতে পারে। সূত্রের খবর, রাশিয়া এস-ইউ ৫৭ স্টিলথ ফাইটার জেটও ভারতকে বিক্রি করতে আগ্রহী।

অপরদিকে রাশিয়ার সঙ্গে কৌশলগত অংশীদারি বজায় রাখা এবং আমেরিকা ও পশ্চিমী দেশগুলির সঙ্গে সম্পর্ক ভারসাম্যপূর্ণ রাখা নয়াদিল্লির উদ্দেশ্য।

পুতিনের জন্য ৫ স্তরের নিরাপত্তা

নয়াদিল্লি, ৩ ডিসেম্বর : রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সফরে পাঁচ স্তরের নিরাপত্তা বলয় গড়ে তোলা হয়েছে। নিরাপত্তা ব্যবস্থায় থাকছেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্সিয়াল সিকিউরিটি সার্ভিসের উচ্চ প্রশিক্ষিত কর্মীরা। তাঁদের সঙ্গে থাকবেন এনএসজি কমান্ডোরা। থাকছে স্নাইপার, ড্রোন, জ্যামার ও এআই পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা। খবর, চার ডজনেরও বেশি বিশেষ রুশ নিরাপত্তারক্ষী দিল্লিতে এসেছেন। পুতিনের গাড়ি যে সমস্ত রাস্তা দিয়ে যাবে তার নিরাপত্তার দায়িত্ব পালন করবেন দিল্লি পুলিশ। বিশেষ ড্রোনের সাহায্যে নজরদারি চালানো হবে। যাতায়াতের পথজুড়ে থাকবেন স্নাইপাররা। থাকছে জ্যামার, এআই নজরদারি, ফেসিয়াল রেকগনিশন ক্যামেরাও। নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা প্রতিটি দল কন্ট্রোল রুমের সঙ্গে নিরবচ্ছিন্ন যোগাযোগ রাখবেন।

পুতিনের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার দেখভাল করবে রুশ প্রেসিডেন্সিয়াল সিকিউরিটি সার্ভিস। পুতিনের সেই বিলাসবহুল ভারী সাঁজোয়া লিমুজিন অরাস সেনাট গাড়ি মস্কো থেকে দিল্লিতে আনা হয়েছে।

‘সেবাতীর্থ’ তকমা পিএমও দপ্তরের

নয়াদিল্লি, ৩ ডিসেম্বর : বাড়ির ঠিকানার পরে এবার নামও বদলে যাচ্ছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির দপ্তরের। পিএমও-র নতুন নাম হচ্ছে ‘সেবাতীর্থ’। নয়াদিল্লির সাউথ ব্লকের ৭৮ বছরের পুরোনো পিএমও স্থানান্তরিত হয়ে সেন্ট্রাল ভিস্তায় নির্মীয়মাণ তিনটি ভবনের নতুন কমপ্লেক্সে যাচ্ছে বলে ইতিমধ্যে জানানো হয়েছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের বিজ্ঞপ্তিতে। বায়ুভবনের কাছে ‘এগজিকিউটিভ এনক্লেভ ওয়ান’-এর তিন ভবনের একটিতে হবে প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর, যার নাম ‘সেবাতীর্থ’। বাকিগুলির নাম হবে ‘সেবাতীর্থ-২’ ও ‘সেবাতীর্থ-৩’, যেখানে থাকবে ক্যাবিনেট সচিবালয় ও জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টার দপ্তর। সরকারের দাবি, সরকারি কর্মীদের মধ্যে ‘জনসেবা’র চেতনা ছড়িয়ে দিতেই এই নামকরণ। ১৪ অক্টোবর থেকে স্থানান্তরের কাজ শুরু হয়েছে। ২০১৬ সালে রেস কোর্স রোডের নাম বদলে হয়েছিল ‘লোককল্যাণ মার্গ’।

রকেট স্লেড পরীক্ষায় পাশ ভারত

চেন্নাই, ৩ ডিসেম্বর : প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে ভারত বুধবার এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করল। ডিআরডিও এদিন দেশের প্রথম ‘হাই-স্পিড রকেট স্লেড’ পরীক্ষা সফলভাবে সম্পন্ন করেছে। প্রতিরক্ষা গবেষণা ও উন্নয়ন সংস্থার এই সাফল্য ভারতকে বিশ্বের সেই বিশেষ অভিজাত ক্লাবভুক্ত করল, যাদের

নিজস্ব এই অত্যাধুনিক পরীক্ষামূলক পরিকাঠামো রয়েছে।

এই এইচএসআরএস ব্যবস্থাটি সুপারসনিক গতিতে উড়ন্ত বিমান বা ক্ষেপণাস্ত্রের উপাদানগুলির মূল্যায়ন এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কর্ণাটকের চাল্লাকেরে স্থিত পরীক্ষার কেন্দ্রে এই ঐতিহাসিক কাজটি সম্পন্ন হয়। এই সাফল্যের ফলে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিরক্ষা প্রযুক্তির জন্য এখন আর বিদেশি নির্ভরতা থাকবে না, যা দেশের সামরিক আত্মনির্ভরতার পথে এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

পাক চর সন্দেহে গ্রেপ্তার আইনজীবী

গুরুগ্রাম, ৩ ডিসেম্বর : পেশায় আইনজীবী হলেও কাজ করতেন নাকি পাকিস্তানের গুপ্তচর সংস্থা আইএসআই-এর হয়ে! অন্তত পুলিশের সন্দেহ এমনটাই। হরিয়ানার নুহ-এর আইনজীবী মোহাম্মদ রিজওয়ান খানের গ্রেপ্তারির পর পাকিস্তানি গুপ্তচরবৃত্তির তদন্তে চাঞ্চল্যকর তথ্য প্রকাশ্যে এসেছে। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা সূত্রে জানা গিয়েছে, রিজওয়ান পাকিস্তান-ভিত্তিক হ্যান্ডলারদের নির্দেশ মতো একাধিকবার অমৃতসর সফর করেছেন।

তদন্তে জানা আরও জানা গিয়েছে, রিজওয়ান হাওয়ালার মাধ্যমে প্রায় ৪১ লাখ টাকা সংগ্রহ করেছেন। তিনি হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে আইএসআই অপারেটিভদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন। সংগৃহীত অর্থ তিনি পঞ্জাবের জলন্ধরের অজয় অরোরাকে সরবরাহ করতেন, যিনি নিজেও এখন গ্রেপ্তার। কমিশনের বিনিময়ে এই কাজটি করতেন রিজওয়ান।

বাবার কোলে চেপে শবরীমালা মন্দিরে যাচ্ছে এক খুদে ভক্ত। বুধবার কেরলের পাথানামথিত্তায়।

সঞ্চার সাথী আর বাধ্যতামূলক নয়

নয়াদিল্লি, ৩ ডিসেম্বর : বিতর্কের জেরে শেষমেশ সঞ্চার সাথী নিয়ে পিছু হটল কেন্দ্র। বুধবার কেন্দ্রীয় যোগাযোগ মন্ত্রকের তরফে এক প্রেস বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, ‘সঞ্চার সাথীর গ্রহণযোগ্যতা ক্রমাগত বেড়ে চলায় সরকার ঠিক করেছে এই অ্যাপটি আগে থেকে ইনস্টল করা মোবাইল নির্মাতাদের জন্য আর বাধ্যতামূলক নয়।’ এরপরই পূর্ববর্তী নির্দেশটি প্রত্যাহারই করে নেয় কেন্দ্র। বুধবার টেলিকম দপ্তর জানিয়েছে, এতদিন দৈনিক ৬০ হাজারের মতো ডাউনলোড হচ্ছিল অ্যাপটি। কিন্তু বিতর্কের আবহে আচমকা তা ১০ গুণ বেড়ে প্রায় ৬ লক্ষে পৌঁছেছে। টেলিকম দপ্তরের সচিব নীরজ মিত্তাল জানান, নির্দেশিকাটি প্রত্যাহারের কারণ হল অ্যাপটি জনপ্রিয় হয়ে গিয়েছে। একদিনে ৬ লক্ষ নাগরিক ওই অ্যাপটি ডাউনলোড করার জন্য নথিভুক্ত হয়েছেন। কাজেই এই অ্যাপটিকে বাধ্যতামূলক করার প্রয়োজন নেই।

এদিন প্রেস বিবৃতি আসার আগে লোকসভাতেও কেন্দ্রীয় যোগাযোগমন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া জানিয়ে দেন, মানুষ যদি সত্যিই আপত্তি তোলেন, তাহলে নির্দেশিকাটি সংশোধন করতে সরকার প্রস্তুত। ২৮ নভেম্বর টেলিকম দপ্তরের নির্দেশিকায় বলা হয়েছিল, সমস্ত ফোন নির্মাতা যেন তাদের নতুন ফোনগুলিতে আগে থেকে সঞ্চার সাথী অ্যাপটি ইনস্টল করে রাখে। ওই অ্যাপটি ডিলিট করা যাবে না, সরিয়েও ফেলা যাবে না বলেও জানিয়ে দেওয়া হয়। তার জেরে দেশজুড়ে শুরু হয় বিতর্ক। সরকার সঞ্চার সাথীর মাধ্যমে নজরদারি চালাতে চাইছে বলে অভিযোগও ওঠে। সিন্ধিয়া অবশ্য দাবি করেন, ব্যবহারকারীর পছন্দ না হলে তিনি ফোন থেকে অ্যাপটি মুছে দিতে পারবেন। কিন্তু তাতে বিতর্ক থামেনি। এদিন লোকসভায় সিন্ধিয়া দাবি করেন, ‘সঞ্চার সাথী ব্যক্তিগত তথ্যের নাগাল পায় না। সঞ্চার সাথী অ্যাপের মাধ্যমে নজরদারি চালানো সম্ভব নয়। অন্য যে কোনও অ্যাপের মতোই এই অ্যাপটিও আমি ডিলিট করে দিতে পারি।’ তিনি বলেন, ‘গণতন্ত্রে প্রতিটি নাগরিকের এই অধিকার রয়েছে। সবাই যাতে এই অ্যাপটির সুবিধা পান তার জন্যই নতুন হ্যান্ডসেটে প্রি ইনস্টল করতে বলেছি। মানুষ কীভাবে এই অ্যাপটি গ্রহণ করছেন, তার ওপর সাফল্য নির্ভর করছে।’

ডাউনলোডের হিড়িক

আরাবল্লি নিয়ে সোনিয়ার নিশানায় মোদি

নয়াদিল্লি, ৩ ডিসেম্বর : রাজধানীর ভয়াবহ দূষণ মোকাবিলায় কেন্দ্রের ভূমিকা নিয়ে আগেই প্রশ্ন তুলেছিলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি। এবার এই ইস্যুতে মোদি সরকারকে তীব্র আক্রমণ শানালেন সিপিপি চেয়ারপার্সন সোনিয়া গান্ধি। বুধবার একটি সর্বভারতীয় ইংরেজি দৈনিকে প্রকাশিত এক উত্তর সম্পাদকীয় নিবন্ধে তিনি অভিযোগ করেন, মোদি সরকার আরাবল্লি পর্বতমালার মৃত্যু পরোয়ানায় প্রায় সই করে ফেলেছেন। তাঁর অভিযোগ, পরিবেশ সুরক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে অশুভ ঔদাসীন্য দেখিয়েছে কেন্দ্র। সোনিয়ার দাবি, কেন্দ্র ‘ফরেস্ট (কনজারভেশন) অ্যাক্ট, ১৯৮০’ এবং ‘ফরেস্ট কনজারভেশন রুলস, ২০২২’-এ যে সংশোধনীগুলি সংসদে বুলডোজ করে পাশ করিয়েছে, সেগুলি অবিলম্বে প্রত্যাহার করতে হবে।

তিনি অভিযোগ করেন, কেন্দ্রের একটি নতুন সংজ্ঞার ফলস্বরূপ, আরাবল্লি পর্বতমালার ১০০ মিটারের কম উচ্চতার প্রায় ৯০ শতাংশ এলাকা খননকার্যের জন্য উন্মুক্ত হয়ে যাবে, যা বেআইনি খননকারী এবং মাফিয়াদের জন্য উন্মুক্ত আক্রমণ। তাঁর সাফ কথা, ‘আরাবল্লি পর্বতমালা থর মরুভূমি থেকে গাঙ্গেয় সমভূমিতে মরুভূমি সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে বাধা হিসেবে কাজ করে এবং দিল্লির দূষণ নিয়ন্ত্রণে এর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।’ তিনি বলেন, ‘এই সময় যখন রাজধানী প্রতি বছর দূষণের শিকার হচ্ছে, তখন সরকারের এমন পদক্ষেপ পরিবেশের প্রতি গভীর ও ক্রমাগত অবজ্ঞার প্রতিফলন।’ গত এক দশকের পরিবেশ আইন ও নীতি পরিবর্তনে জরুরি পর্যালোচনার দাবি জানিয়েছেন সোনিয়া। ভারতের উত্তর-পশ্চিমে ৬৯২ কিমি বিস্তৃত আরাবল্লি পর্বতমালা। উত্তর ভারতের দিল্লি থেকে শুরু হয়ে দক্ষিণ হরিয়ানা পেরিয়ে পশ্চিম ভারতের রাজস্থান ডিঙিয়ে গুজরাটে শেষ হয়েছে ভারতের প্রাচীনতম ভঙ্গিল এই পর্বতমালা।

ছেলে সহ ৪ জন খুন, ধৃত

চণ্ডীগড়, ৩ ডিসেম্বর : তার চেয়ে বেশি সুন্দর হলেই মহিলার ঈর্ষা গিয়ে পড়ত তার ওপর। ঈর্ষা থেকে নিজের ছেলে সহ চারজনকে জলে চুবিয়ে মেরে ফেলেছিল হরিয়ানার পানিপতের মাঝবয়সি মহিলা পুনম। এমনই অভিযোগ ওঠে তার বিরুদ্ধে। নিজের ছেলেকে বাদ দিলে বাকি তিনজনের প্রত্যেকেই তার আত্মীয়ের সন্তান। পুলিশ অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে। বুধবার পুলিশ জানিয়েছে, অভিযুক্ত অপরাধ স্বীকার করেছে। সে জানিয়েছে, সে চায় না কেউ তার চেয়ে বেশি সুন্দর দেখাক।

শ্লোক আওড়ে চমকাল কিশোর

মুম্বই, ৩ ডিসেম্বর : সংস্কৃত মন্ত্র পড়ে গোটা বিশ্বের নজর কেড়ে নিল এক বিস্ময় কিশোর। দেবব্রত মহেশ রেখে নামের মারাঠি ওই কিশোর একটানা ২,০০০ বৈদিক মন্ত্র নির্ভুলভাবে আবৃত্তি করে এক বিরল কৃতিত্ব স্থাপন করেছে। এই সাফল্যের জন্য সে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের কাছ থেকেও ভূয়সী প্রশংসা পেয়েছে। দুই নেতাই তারিফ করেছেন কিশোরের জ্ঞান, নিষ্ঠা ও প্রাচীন দেশীয় ঐতিহ্য সংরক্ষণের প্রচেষ্টার। দেবব্রতর কৃতিত্ব তরুণ প্রজন্মের কাছে অনুপ্রেরণা হিসাবে কাজ করবে।

গুলির লড়াইয়ে হত ১২ মাওবাদী, শহিদ ৩ জওয়ান

বিজাপুর, ৩ ডিসেম্বর : ছত্তিশগড়ের বিজাপুরে যৌথবাহিনীর সঙ্গে সম্মুখসমরে মৃত্যু হল অন্তত ১২ জন মাওবাদীর। বুধবার সকালে পশ্চিম বস্তার ডিভিশনে এক বড় অভিযানে বিজাপুর ও দান্তেওয়াড়া জেলার সীমান্তে নিরাপত্তা বাহিনী এবং মাওবাদীদের মধ্যে ব্যাপক সংঘর্ষ হয়। তাতে নিষিদ্ধ গোষ্ঠীর গেরিলারা ছাড়াও ডিস্ট্রিক্ট রিজার্ভ গার্ড (ডিআরজি)-এর তিনজন জওয়ান নিহত হয়েছেন।

এদিন সকাল ৯টা নাগাদ দান্তেওয়াড়া-বিজাপুরের ডিআরজি, স্পেশাল টাস্ক ফোর্স (এসটিএফ), সিআরপিএফ এবং কোবরা কমান্ডোদের যৌথ বাহিনী গভীর জঙ্গলে তল্লাশি অভিযান শুরু করলে বাধা দেয় মাওবাদীরা। দিনভর দফায় দফায় গুলি বিনিময় চলে দু’পক্ষের। এতে হেড কনস্টেবল মনু ভাদাদি এবং কনস্টেবল দুকারু গোন্দে ও রমেশ সোদি শহিদ হন। সোমদেব যাদব নামে আরেক জওয়ান আহত হলেও তিনি আশঙ্কামুক্ত। বিজাপুরের পুলিশ সুপার জিতেন্দ্র যাদব জানিয়েছেন, অভিযানটি ‘নির্ণায়ক পর্যায়ে’ রয়েছে এবং মাওবাদীদের বিরুদ্ধে ‘আক্রমণাত্মক’ পদক্ষেপ করা হচ্ছে। অতিরিক্ত বাহিনী পাঠানো হয়েছে এবং এলাকা ঘিরে ফেলা হয়েছে। সংঘর্ষ এখনও চলছে।

এনকাউন্টারের স্থান থেকে ১২ জন মাওবাদী ক্যাডারের মৃতদেহ এবং বিপুল পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র (এসএলআর, .৩০৩ রাইফেল) উদ্ধার করা হয়েছে। নিহতদের পরিচয় জানা যায়নি। বস্তার রেঞ্জের আইজি সুন্দররাজ পি জানিয়েছেন, সূর্যাস্তের পরেও মাওবাদী বিরোধী অভিযান অত্যন্ত তীব্রভাবে চলছে।

এই এনকাউন্টারের ফলে চলতি বছরে ছত্তিশগড়ে নিহত মাওবাদীর সংখ্যা বেড়ে ২৭০-এ পৌঁছাল, যার মধ্যে ২৪১ জনই বস্তার ডিভিশনের। অভিযান শেষ হলে বিস্তারিত তথ্য জানানো হবে।

ছত্তিশগড়

কল্যাণকে জবাব বৈষ্ণোর

নয়াদিল্লি, ৩ ডিসেম্বর : পশ্চিমবঙ্গে রেল ও মেট্রোর প্রকল্পের জন্য রাজ্য সরকারের সাহায্য পাওয়া যায় না বলে অভিযোগ করলেন কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণো। তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে বুধবার লোকসভায় রেলমন্ত্রী বলেন, রেলমন্ত্রী বলেন, রাজ্য সরকারের লাগাতার অসহযোগিতার কারণেই একাধিক মেট্রো করিডরের কাজ থমকে গিয়েছে। রাজ্য সরকার জমি না দেওয়ায় মেট্রো প্রকল্প থেকে রেল লাইনের কাজ আটকে রয়েছে বাংলায়। তিনি জানিয়েছেন, রাজ্যের অসহযোগিতা সত্ত্বেও আগের চেয়ে বরাদ্দ ৩ গুণ বেড়েছে। নতুন প্রকল্পগুলির মধ্যে উত্তরবঙ্গের বেশ কিছু আছে। কলকাতা শহরতলিতে মেট্রো প্রকল্প সম্প্রসারণের বিষয়ে রেলমন্ত্রীকে প্রশ্ন করেছিলেন কল্যাণ। শ্রীরামপুরের তৃণমূল সাংসদ জানতে চেয়েছিলেন, হাওড়া থেকে শেওড়াফুলি পর্যন্ত মেট্রো পরিষেবা আদৌ চালু হবে কিনা। এর জবাবে স্পষ্ট করে অবশ্য কিছু বলেননি বৈষ্ণো।

তিনি জানিয়েছেন, কলকাতায় মেট্রো প্রকল্প শুরু হয় ১৯৭২ সালে। ২০১৪ সাল পর্যন্ত ৪২ বছরে মেট্রো সম্প্রসারণ হয় ২৮ কিলোমিটার। সেখানে ২০১৪ থেকে ২০২৫ সাল পর্যন্ত ৪৫ কিলোমিটার মেট্রো সম্প্রসারণ হয়েছে। বৈষ্ণো জানান, কলকাতা ও তার আশেপাশে এই মুহূর্তে ৪টি মেট্রো করিডরের কাজ চলছে। রাজ্য সরকারের জমি অধিগ্রহণ সমস্যার জন্য সেই কাজ আটকে রয়েছে। জমি সমস্যার কথা আগেও একাধিকবার রাজ্যকে জানিয়েছিল রেল।

বন্যায় বিপর্যস্ত চেন্নাইয়ের বিস্তীর্ণ অঞ্চল। জলমগ্ন রাস্তা দিয়ে চলছে যাতায়াত। বুধবার।

বিস্ফোরক ইমরানের বোন

মুনির ভারতের সঙ্গে যুদ্ধ চান

ইসলামাবাদ, ৩ ডিসেম্বর : দাদা ইমরান খান বেঁচে আছেন। আদিয়ালা জেলে বন্দি দাদাকে মঙ্গলবার দেখে এসেছেন বোন উজমা খান। ইমরানের তিন বোনের অন্যতম আলিমা খান এবার পাক সেনাপ্রধান তথা সিডিএফ আসিম মুনিরকে নিয়ে মারাত্মক মন্তব্য করলেন। আলিমা বলেছেন, ‘আসিম মুনির ভারতের সঙ্গে পূর্ণমাত্রায় যুদ্ধ চান। আসিম উগ্র ইসলামপন্থী, ভীষণভাবে রক্ষণশীল। এই কারণেই তিনি ভারতের সঙ্গে যুদ্ধ করতে মরিয়া।’

আলিমার কথায়, ‘আসিমের চরমপন্থী ইসলামিক চিন্তাধারা ও রক্ষণশীল মনোভাবই তাঁকে সেই সব লোকের বিরুদ্ধে লড়তে বাধ্য করে, যাঁরা ইসলামে বিশ্বাসী নন।’

পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান সম্পর্কে আলিমার দাবি, তাঁর দাদা একজন বিশুদ্ধ উদারপন্থী। ইমরান সম্পর্কে আলিমার মন্তব্য, ‘উনি ক্ষমতায় এসে ভারতের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে চেয়েছিলেন। এমনকি বিজেপির সঙ্গেও। অন্যদিকে আসিম মুনিরের মতো মৌলবাদী ক্ষমতায় থাকলে ভারতের সঙ্গে যুদ্ধ করতে চাইবেনই। তাতে ভুগতে হবে ভারতের বন্ধুদেশগুলিকেও।’ আলিমা ইমরানকে দেশের ‘সম্পদ’ বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি তাঁর মুক্তির জন্য পশ্চিমী দেশগুলির কাছেও আহ্বান জানান।

ফের হারানো বিমানের খোঁজে মালয়েশিয়া

কুয়ালালামপুর, ৩ ডিসেম্বর : বিমান চলাচলের ইতিহাসে এক গভীর রহস্য মালয়েশিয়া এয়ারলাইন্সের ফ্লাইট এমএইচ৩৭০-এ। ১১ বছর আগে ২৩৯ জন যাত্রী নিয়ে কুয়ালালামপুর থেকে বেজিং যাওয়ার পথে বিমানটি নিরুদ্দেশ হয়।

একাধিকবার বিশাল তল্লাশি অভিযান চালানো হলেও বিমানের মূল ধ্বংসাবশেষের খোঁজ মেলেনি। তবে এবার মালয়েশিয়ার সরকার সেই রহস্যের জট খুলতে ফের নতুন করে তল্লাশি শুরু করার ইঙ্গিত দিয়েছে।

মালয়েশীয় পরিবহণ মন্ত্রক জানিয়েছে, অত্যাধুনিক প্রযুক্তি এবং নতুন বিজ্ঞানভিত্তিক তথ্যের ভিত্তিতে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। নতুন বিশ্লেষণে একটি নির্দিষ্ট এলাকার দিকে ইঙ্গিত মিলেছে, যেখানে ধ্বংসাবশেষ থাকার সম্ভাবনা রয়েছে।

নতুন অভিযান সফল হলে প্রায় এক যুগ অপেক্ষার পর যাত্রীদের পরিবারগুলি অবশেষে মানসিক শান্তি খুঁজে পাবে। সারা বিশ্বের নজর এখন এই অভিযানের দিকে, যা হয়তো বিমান চলাচলের ইতিহাসে এই দীর্ঘতম রহস্যের পর্দা সরাতে পারে।

বাংলা দলে কোচবিহারের সাগ্নিক

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ৩ ডিসেম্বর : বাংলা ক্রিকেট দলে সুযোগ পেল কোচবিহারের সাগ্নিক কর। চলতি মরশুমে সে অনূর্ধ্ব-১৬ বাংলা দলের হয়ে বিজয় মার্চেন্ট ট্রফিতে খেলবে। বহুদিন বাদে কোচবিহার জেলা থেকে কোনও ক্রিকেটার বাংলা দলে সুযোগ পাওয়ায় জেলার ক্রীড়া মহলে খুশির হাওয়া। জেলা ক্রীড়া সংস্থার সচিব সুব্রত দত্ত বলছেন, 'কোচবিহারে ক্রিকেটের পরিকাঠামো আগের তুলনায় অনেক ভালো হয়েছে। ভালো অনুশীলন হচ্ছে। ফলে এখান থেকে ক্রিকেটার হিসেবে বাংলা দলে সুযোগ পাচ্ছে অনেকে। আগামীতে সেই সংখ্যা আরও বাড়বে। পাশাপাশি সাগ্নিক অনেক ভালো খেলবে বলে আমরা আশাবাদী। ওর জন্য গর্বিত।'

কোচবিহারের বাবুরহাট কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণির ছাত্র সাগ্নিক। ছোট থেকেই ক্রিকেটার হওয়ার স্বপ্ন দেখেছে সে। প্রায় পাঁচ বছর ধরে নিয়মিত ক্রিকেট খেলছে। জেলা ক্রীড়া

বাংলার ক্রিকেট দলে জায়গা পাওয়া সাগ্নিক কর। ছবি : জয়দেব দাস

> কোচবিহারে ক্রিকেটের পরিকাঠামো আগের তুলনায় অনেক ভালো হয়েছে। ভালো অনুশীলন হচ্ছে। ফলে এখান থেকে ক্রিকেটার হিসেবে বাংলা দলে সুযোগ পাচ্ছে অনেকে। আগামীতে সেই সংখ্যা আরও বাড়বে।
>
> **সুব্রত দত্ত** *সচিব*
> *কোচবিহার জেলা ক্রীড়া সংস্থা*

সংস্থার থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে ইতিমধ্যে অনূর্ধ্ব-১৫ ও অনূর্ধ্ব-১৮ জেলা দলেও খেলেছে। কঠোর পরিশ্রম শেষে রাজ্য দলে সুযোগ করে নিয়েছে। মঙ্গলবার ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গলের (সিএবি) যুগ্ম সচিব মদনমোহন ঘোষ বাংলা দলের তালিকা প্রকাশ করেন। ওই তালিকাতেই রয়েছে সাগ্নিকের নাম। যা জানতে পেরে উচ্ছ্বসিত নবম শ্রেণির এই ছাত্র। সাগ্নিকের কথায়, 'আমার এখন লক্ষ্য বাংলা দলের হয়ে নিজের সেরাটা দেওয়া। সেজন্য অনুশীলন করছি।' কোচবিহার শহরের ৪ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা বোলার সাগ্নিকের বাবা সন্টু কর উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগারে কর্মরত। ছেলের সাফল্যে সন্টু বলছেন, 'ছেলে ভালো খেলুক সেটাই প্রার্থনা করি।'

ওড়িশার কটকে আগামী ৭ ডিসেম্বর থেকে শুরু হচ্ছে বিজয় মার্চেন্ট ট্রফি ক্রিকেট প্রতিযোগিতা। প্রথম দিনই অসমের বিরুদ্ধে নামবে বাংলা দল। জয় ছিনিয়ে আনতে এখন কঠোর অনুশীলন চলছে। কোচবিহার জেলা থেকে অতীতে অনন্ত রায়, শুভম সরকাররা বাংলা দলে খেলেছেন। দীর্ঘদিন পর সাগ্নিক সেই সুযোগ পেয়েছে। জেলা ক্রীড়া সংস্থার দাবি, কোচবিহার স্টেডিয়ামে ইন্ডোর ক্রিকেটের অনুশীলনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ফলে নির্দিষ্ট কোনও মরশুম নয়, সারাবছরই ক্রিকেটের অনুশীলন হচ্ছে। বোলিং মেশিনের সাহায্যেও অনুশীলন চলে। যে কারণে সাফল্য পাওয়া যাচ্ছে।

জয়েস্ট সেতু ভেঙে পড়ার আশঙ্কা

হলদিবাড়ি, ৩ ডিসেম্বর : সাতমুখার গিরিয়া নদীর ওপর বাম আমলে তৈরি হওয়া জয়েস্ট সেতু এখন দুর্বল। কিন্তু ওই সেতু দিয়ে অবাধে ভারী যান চলছে। হলদিবাড়ি ব্লকের দেওয়ানগঞ্জ ও হেমকুমারী গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বাসিন্দাদের আশঙ্কা, যে কোনওদিন সেতুটি ভেঙে গিয়ে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হতে পারে। ভারী যানের যাতায়াত নিয়ন্ত্রণ করার পাশাপাশি অবিলম্বে সেতুটি সংস্কারের দাবি জানাচ্ছেন তাঁরা।

১৯৯৫ সালে কোচবিহার জেলা পরিষদের উদ্যোগে দেওয়ানগঞ্জ বাজার থেকে লীলাহাটির মাঝে গিরিয়া নদীর ওপর সেতুটি নির্মিত হয়েছিল। কিন্তু সেই থেকে আজ পর্যন্ত ওই সেতুটি সংস্কার হতে দেখেননি কেউ। সর্বত্রই সেতুর রেলিং দুর্বল হয়ে গিয়েছে। ব্রিজ ধরে রাখা লোহার জয়েস্ট কাঠামোটিও ভয়ংকর অবস্থায় রয়েছে। এমনকি কাঠামোর কোনও কোনও অংশ ক্ষয়ে গিয়ে, মাটি থেকে বেশকিছুটা উঠে গিয়েছে। যা দেখে সকলেই সেতুটির স্বাস্থ্য নিয়ে আশঙ্কা প্রকাশ করবেন।

লীলাহাটির বাসিন্দা কমলেশ রায় বলেন, 'প্রতিদিন জীবনের ঝুঁকি নিয়ে এই সেতু দিয়েই যাতায়াত করতে হয়। কোনও উপায় নেই। হেঁটে যাওয়ার সময় পাশ দিয়ে ভারী কোনও গাড়ি গেলে রীতিমতো ব্রিজের দুলুনি বোঝা যায়। সংস্কার না হলে যে কোনওদিন ভেঙে পড়তে পারে।'

স্থানীয় তরুণ বিকাশ রায়ের কথায়, 'প্রশাসন দেখভাল করলে এমন হাল হতে পারে না। কিছুদিন আগেই পথশ্রী প্রকল্পে সেতুর রাস্তাটা নতুন করে ঢালাই করা হয়েছে। তবে সেতু সংস্কারের কোনও উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে না।'

একই অভিযোগ করে স্থানীয় শিক্ষক দিলীপ ব্যাধ বলেন, 'এই পথের ধারেই দেওয়ানগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েত দপ্তর রয়েছে। এলাকার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পড়ুয়ারাও এই রাস্তা দিয়েই স্কুলে যায়। অন্ততপক্ষে হাইট বার বসিয়ে ভারী যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ করা উচিত। সেটাও করছে না প্রশাসন। সেতু ভেঙে পড়লে যোগাযোগ তো বন্ধ হবেই, বড়সড়ো দুর্ঘটনাও ঘটে যেতে পারে। প্রশাসন কি সেই অপেক্ষাই করছে?'

যদিও এবিষয়ে পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি রাহুল প্রামাণিকের দাবি, ইতিমধ্যে ওই সেতু সংস্কারের বিষয়টি সংশ্লিষ্ট দপ্তরের ইঞ্জিনিয়ারের নজরে আনা হয়েছে। শীঘ্রই সেতু মেরামতের আশ্বাস দিয়েছেন তিনি। তাঁর আশ্বাস কবে ফলপ্রসূ হয়, এখন সেদিকেই তাকিয়ে রয়েছে সাতমুখা।

আতঙ্ক

প্রথম পাতার পর

অভিজিৎ বলেন, 'বিজেপির কেন্দ্রীয় সরকার নির্বাচন কমিশনকে চাপ দিয়ে আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি করেছে। তাতেই সাধারণ মানুষের জীবনহানি ঘটছে। হাচনা বিবির ২০০২ সালের তালিকায় নাম ছিল। উনি নিয়মিত ভোটও দিতেন। পদবি ভুল নিয়ে অনেকে তাঁকে বলেছিল চিন্তা না করতে। তবুও উনি আতঙ্কের মধ্যে ছিলেন। সবাইকে অনুরোধ করব আতঙ্কিত না হতে।'

এই ঘটনার জন্য তৃণমূলকে দায়ী করেছেন তুফানগঞ্জের বিজেপি বিধায়ক মালতী রাভা। তাঁর বক্তব্য, 'তৃণমূল এসআইআর নিয়ে বিভ্রান্তিকর প্রচার করছে। যার ফলে মানুষ আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ছেন। আমরা আবেদন করছি, মানুষ যেন আতঙ্কিত না হন। এদেশে বসবাসকারী কোনও নাগরিকের কোনও সমস্যা হবে না।'

মৃতের পরিবারের দাবি অনুযায়ী হাচনা তাঁর পদবি ঠিক করার জন্য নানা জায়গায় ঘুরেছিলেন। তারপরেও তা সংশোধন কেন করা হয়নি তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। বালাভূত গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান আফতার আলি ব্যাপারী বলেছেন, 'হাচনা বিবি তাঁর সমস্যা নিয়ে আমার কাছে এসেছিলেন। আমি তাঁকে বুঝিয়ে বলি, ২০০২ সালের তালিকায় তাঁর নাম রয়েছে, তাই কোনও অসুবিধা নেই। তারপরও এমন মর্মান্তিক ঘটনা ঘটায় আমরা ব্যথিত।'

নির্দেশ নমোর

প্রথম পাতার পর

বৈঠকে উপস্থিত সাংসদদের সূত্রে জানা গিয়েছে, তিনি বলেছেন, এবার আর কোনও ঢিলেমির রাস্তা নেই, তৃণমূলের বিরুদ্ধে লড়াইটা হবে সংগঠনের শেষ স্তর পর্যন্ত।

এসআইআর নিয়ে অসন্তুষ্টির কথাই সাংসদরা শুনেছেন প্রধানমন্ত্রীর মুখে। মোদির সঙ্গে বঙ্গের সাংসদদের বৈঠকের দিন বিকেলে আবার কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা'র সঙ্গে দেখা করেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর হাতে ছিল একগাদা নথি। তিনি রাজ্যের নির্বাচনি দপ্তর সম্পর্কে একগুচ্ছ নালিশ ঠোকেন বলে জানা গিয়েছে।

তথ্য ও প্রমাণ দিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে শুভেন্দু বোঝান, এসআইআর-এ ব্যাপক গরমিল হচ্ছে। পরে রাতে বিজেপির কেন্দ্রীয় দুই নেতা সুনীল বনসল ও ভূপেন্দ্র যাদবের সঙ্গে এই বিষয়ে বৈঠক করেন দলের রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য ও শুভেন্দু। ওই বৈঠকেও বলা হয়, এসআইআর চলাকালীন নেতারা যেন এমন মন্তব্য না করেন যাতে নীচুতলার কর্মীদের মনোবলে ধাক্কা লাগে।

আগামী ২০ ডিসেম্বর বাংলায় আসার কথা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির। রানাঘাটে জনসভা করার কথা রয়েছে। তাতে মনে হচ্ছে, মতুয়া এলাকায় বিশেষ নজর দিতে চাইছে বিজেপি। এদিনের বৈঠকে মালদা উত্তরের বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মুর ওপর হামলার ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করে মোদি বলেন, 'খগেন মুর্মুর ওপর যা হয়েছে, তা যে কারও ওপর হতে পারে। এই ধরনের প্রবণতা ভয়ংকর। আপনাদের সকলকে সতর্ক থাকতে হবে।'

হামলার যাবতীয় খুঁটিনাটি বিবরণও জানতে চান তিনি। উত্তরবঙ্গের বন্যা পরিস্থিতি নিয়ে তাঁকে সাংসদরা অভিযোগ জানান, কেন্দ্রের পাঠানো আর্থিক অনুদান রাজ্য সরকার তা সঠিকভাবে ব্যবহার করেনি। বৈঠকের পর দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্ট বলেন, 'বাংলায় আমরা ইতিমধ্যেই বুথ লেভেলের বৈঠক শুরু করেছি। গতবার বিধানসভা নির্বাচনের সময় আমাদের পুরো সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু বুথ লেভেলে কিছু ভুল হয়েছিল। সেই ভুল আমরা আর করব না। দেখবেন, এবার আমাদের বড় বড় নেতারা বুথে গিয়ে বৈঠক করবেন।'

বিভিন্ন কর্মসূচিতে উপস্থিতি, নিজ লোকসভা এলাকায় জনসংযোগ এবং সমাজমাধ্যমে জনপ্রিয়তা ও ফলোয়ার সংখ্যার ওপর ভিত্তি করে তৈরি হয়েছে সাংসদদের রিপোর্ট কার্ড। সেই মূল্যায়নে 'ফার্স্ট বয়'-এর তকমা পেয়েছেন বিষ্ণুপুরের সাংসদ সৌমিত্র খাঁ। শুধুমাত্র সোশ্যাল মিডিয়ায় বিপুল জনপ্রিয়তার কারণে 'ফার্স্ট বয়' হয়েছেন শান্তনু ঠাকুর।

বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী বারবার গুরুত্ব দিয়েছেন এসআইআর-এর ওপর। বৈঠকে মতুয়াদের সমস্যা বিশেষ গুরুত্ব পায়। ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে প্রত্যাশিত সাফল্য না আসায় সেই ক্ষত এখন শুকোয়নি। ২০২৬ সালের আগে বাংলায় জয়ের রূপরেখা নিজ হাতে আঁকতে তাই নিজেই মাঠে নেমেছেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি সাংসদদের নির্দেশ দিয়েছেন, কেন্দ্রীয় সরকারের জনমুখী প্রকল্পগুলির সুফল বাংলার মানুষের না পাওয়ার দায় সরাসরি তৃণমূলের ওপর চাপিয়ে প্রচার করতে হবে। সেই প্রচারে সমাজমাধ্যমকে সবচেয়ে বড় অস্ত্র হিসেবে ব্যবহারের নির্দেশও দেন।

সজল কোচবিহারে

প্রথম পাতার পর

আদালত সূত্রে খবর, ২০২৪ সালের ২৫ অক্টোবর সজল ও তাঁর এক সঙ্গীর বিরুদ্ধে পুণ্ডিবাড়ি থানায় লিখিত অভিযোগ জানান এক মহিলা। ওই মহিলা একটি বিজ্ঞাপনী সংস্থার আধিকারিক। কোচবিহার-২ ব্লকের খাগড়াবাড়িতে বিজ্ঞাপনী হোর্ডিং লাগানো হচ্ছিল। সেই সময় সজল তাঁর কাছে টাকা দাবি করে। ৪০ হাজার টাকা নগদ ও ৩৫ হাজার টাকা চেক মারফত দেওয়া হয় বলে মহিলার দাবি। এরপরেও প্রতিবছর সাড়ে তিন লক্ষ টাকা করে দিতে হবে বলে সজল জোর করলে ওই মহিলা পুলিশের দ্বারস্থ হন। পরবর্তীতে সজল সরকারের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি হয়। কিন্তু সজল বহালতবিয়তেই ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। মামলার সরকারি পক্ষের আইনজীবী জ্যোতির্ময় বর্মনের কথা, 'পুলিশের তরফে পাঁচদিনের হেপাজত চেয়ে আবেদন করা হয়েছিল। তবে সবদিক খতিয়ে দেখে বিচারক তিনদিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন। তিনদিন পুণ্ডিবাড়ি থানার পুলিশের হেপাজতে থাকবেন সজল সরকার।'

সজলের বিরুদ্ধে যখন এই মামলা চলছিল তখন কিন্তু তিনি তৃণমূলের কোচবিহার-২ ব্লক সভাপতি ছিলেন। প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়ালেও পুলিশ তার টিকিও ছুঁতে পারেনি। তৃণমূল নেতা হওয়ায় প্রভাব তো ছিলই। পাশাপাশি তাঁর মাথায় বিডিও প্রশান্ত বর্মনের হাত ছিল। সেই প্রভাব থাকাতেই পুণ্ডিবাড়ি থানার পুলিশ তাঁকে আগে গ্রেপ্তার করতে ব্যর্থ হয়েছিল কি না তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। তবে স্বর্ণ ব্যবসায়ী স্বপন কামিল্যা খুনের ঘটনায় সজল ও তাঁর সঙ্গীরা বিধাননগর পুলিশের কাছে গ্রেপ্তারের পরই সজলের ব্লক সভাপতির পদ যায়। এরপরই আগে থেকে থাকা ওয়ারেন্ট অনুযায়ী সজলকে কোচবিহারে নিয়ে আসা হয়।

পুলিশ হঠাৎ সজলকে নিয়ে তৎপর হল কেন? সংশ্লিষ্ট মহলের ধারণা, স্বর্ণ ব্যবসায়ী খুনের মামলায় ভবিষ্যতে জামিন পেয়ে গেলেও সজল যাতে আইনি জটিলতার মধ্যেই থাকেন সেজন্য পুলিশের তরফে তৎপরতা দেখানো হয়েছে। আবার খুনের মামলা থেকে নজর ঘোরাতে সজলকে এই মামলায় জড়িয়ে দেওয়া হতে পারে বলেও মনে করছেন কেউ কেউ।

কেন্দ্র-রাজ্যের উদাসীনতায় ক্ষোভ

নেপালের চায়ে ক্ষতি দেশীয় বাজারে

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ৩ ডিসেম্বর : ভারতের বাজারে নেপালের চা আমদানি আটকাতে কার্যকরী পদক্ষেপ করতে পারছে না চা পর্ষদ। এমনকি ওই দেশের চায়ের গুণগত মান পরীক্ষার ক্ষেত্রেও কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না। এ প্রসঙ্গে উত্তরবঙ্গের চা শিল্পপতিদের মধ্যে ক্ষোভ ক্রমশ বাড়ছে। তাঁদের অভিযোগ, বারবার আর্জি জানানো হলেও ভারতে নেপালের চা আসা বন্ধ করতে পদক্ষেপ করছে না টি বোর্ড এবং রাজ্য সরকার। এছাড়া নেপালের চা পরীক্ষা এবং ভেজাল চা রপ্তানি আটকাতে রাজ্যের তরফে ভারত-নেপাল সীমান্তে একাধিক ল্যাবরেটরি তৈরির ঘোষণা করা হয়েছিল। কিন্তু সেই সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন হয়নি। এক্ষেত্রে শ্রম দপ্তর এবং রাজ্যের টি অ্যাডভাইজারি কাউন্সিলের ভূমিকাও প্রশ্নের মুখে পড়েছে। যদিও এনিয়ে শ্রম দপ্তরের উত্তরবঙ্গের যুগ্ম অধিকর্তা পার্থ বিশ্বাস বলছেন, 'ল্যাবরেটরি তৈরির বিষয়টি রাজ্য সরকারের পরিকল্পনায় রয়েছে।'

দীর্ঘদিন ধরেই অভিযোগ, ভারতে আসা নেপালের চায়ের মান পরীক্ষার কোনও পরিকাঠামো নেই। ফলে অবাধে আমদানি হওয়ায় ভারতীয় চায়ের বাজার নষ্ট হচ্ছে। সম্প্রতি কলকাতা হাইকোর্টে জমা দেওয়া টি বোর্ডের একটি হলফনামায় দেখা গিয়েছে, ২০২৫ সালে নেপালের চায়ের ৪৩টি নমুনার মধ্যে ২২টিই ফুড সেফটি অ্যান্ড স্ট্যান্ডার্ডস অথরিটি অফ ইন্ডিয়ার (এফএসএসএআই) পরীক্ষায় ব্যর্থ হয়েছে। এমনকি দার্জিলিং চায়ের লেবেল সেঁটেও নেপালের চা ভারতের

দেদার আমদানি

- নেপালের চা আটকাতে ভারত-নেপাল সীমান্তের পানিট্যাঙ্কি, পশুপতি এবং রক্সৌলে ল্যাবরেটরি তৈরির কথা ছিল
- অনুন্নত এবং ভেজাল চা আটকাতে নজরদারির জন্য আলাদা দলের কথাও বলা হয়
- কিন্তু বাস্তবে সেসব হয়নি, বরং পানিট্যাঙ্কি, পশুপতি হয়ে দেদারে নেপালের চা আমদানি করা হচ্ছে
- ২০২৫ সালে নেপালের চায়ের ৪৩টি নমুনার মধ্যে ২২টিই এফএসএসএআই-এর পরীক্ষায় ব্যর্থ

বাজারে বিক্রির জন্য পাঠানো হচ্ছে বলে অভিযোগ রয়েছে। টি বোর্ডের হিসাব অনুযায়ী, নেপাল চলতি বছরে এখনও পর্যন্ত ভারতে ১৫.৯৫ মিলিয়ন কেজি চা রপ্তানি করেছে। যার মধ্যে এফএসএসএআই-এর গুণগত মান পরীক্ষায় ব্যর্থ হওয়ায় ২৭ হাজার ৫৭০ কেজি চা বাজেয়াপ্ত করে নষ্ট করা হয়েছে।

এনিয়ে রাজ্যের শ্রমমন্ত্রী তথা টি অ্যাডভাইজারি কাউন্সিলের চেয়ারম্যান মলয় ঘটক জানিয়েছিলেন, নেপালের চা আটকাতে ভারত-নেপাল সীমান্তের পানিট্যাঙ্কি, পশুপতি এবং রক্সৌলে ল্যাবরেটরি তৈরি হবে। অনুন্নত এবং ভেজাল চা আটকাতে নজরদারির জন্য আলাদা দল থাকবে। কিন্তু বাস্তবে সেসব কিছুই এখনও হয়নি। বরং পানিট্যাঙ্কি, পশুপতি হয়ে ভারতে দেদারে নেপালের চা আমদানি করা হচ্ছে। ক্ষুদ্র চা চাষিদের সর্বভারতীয় সংগঠন কনফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ান স্মল টি গ্রোয়ার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি বিজয়গোপাল চক্রবর্তী এবিষয়ে বলেন, 'নেপালের অনুন্নত চা এভাবে ভারতের বাজারে ছেয়ে যাওয়ায় উত্তরবঙ্গের ক্ষুদ্র চা চাষিরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। আমদানি বন্ধ করার জন্য বহুবার কেন্দ্র ও রাজ্যকে বলা হয়েছে। তবে আশ্বাস মিললেও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। বিষয়টি আটকাতে জেলা স্তরে প্রশাসনিক আধিকারিকদের নিয়ে কমিটি তৈরি করা হয়েছিল। তবে তাঁরাও নিয়মিত বৈঠক ডাকেন না।'

২০২৩ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর কেন্দ্রীয় বাণিজ্যমন্ত্রকের উদ্যোগে এফএসএসএআই, কাস্টমস এবং টি বোর্ডের মধ্যে এনিয়ে উচ্চপর্যায়ের বৈঠক হয়েছিল। সিদ্ধান্ত হয়েছিল, কাস্টমস নেপাল থেকে ভারতে আসা চায়ের ১০০ শতাংশই পরীক্ষা করবে। তারপর প্রতি মাসে ফলাফল নিয়ে টি বোর্ডের সঙ্গে আলোচনা করবে। কিন্তু আদালতে টি বোর্ডের দেওয়া নথিতেই স্পষ্ট, কাস্টমস তা করতে ব্যর্থ। ফলে পাহাড়, তরাই-ডুয়ার্স সহ উত্তরবঙ্গের চায়ের বাজারকে নেপালের চায়ের কুপ্রভাব থেকে মুক্ত করতে কেন্দ্র এবং রাজ্যের ভূমিকা নিয়ে বাড়ছে ক্ষোভ।

রঙিন আনন্দ।। ১২তম ইন্টারন্যাশনাল ফোক ফেস্টিভাল। অমৃতসরে বুধবার। -পিটিআই

পৃথিবীর পাঠশালা

শিশুর কানে কানে কথায় মস্তিষ্কের বিকাশ

বাবা-মা যখন শিশুর সঙ্গে মৃদুস্বরে কথা বলেন, তখন তা শুধু আদর নয়, এটি তার মস্তিষ্কের বিকাশে সক্রিয়ভাবে সাহায্য করে। শান্ত এবং ধীর লয়ের কথা মস্তিষ্কের শ্রবণ, আবেগ এবং স্মৃতিশক্তির সঙ্গে যুক্ত অংশগুলিকে উদ্দীপিত করে। উচ্চস্বরে ভয় পায় শিশুরা। বরং শান্ত ও নরম কণ্ঠস্বরকে তারা নিরাপত্তার সঙ্গে যুক্ত করে, যা হয়ে ওঠে তাদের আস্থার ভিত। মৃদু, সুরেলা কথা বলা প্রাথমিক ভাষা বিকাশেও গুরুত্বপূর্ণ। এই ধরনের মৃদুস্বরে কথা শিশুকে শেখায়, ভাষা শুধু শব্দ নয়, এটি স্নেহ ও নিরাপত্তার সঙ্গেও যুক্ত।

দ্রুত ভিডিও মনোযোগ কমায়

এটা রিলসের যুগ। কিন্তু গবেষণা বলছে, শর্টফর্মের ভিডিওগুলি দেখতে মজা লাগলেও এগুলি মস্তিষ্কের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। এই দ্রুতগতির ভিডিওগুলি আপনার মনোযোগ, স্মৃতিশক্তি এবং তথ্য প্রক্রিয়াকরণের প্রাকৃতিক ক্ষমতাকে নষ্ট করে। অতিরিক্ত স্ক্রলিং আপনার মনোযোগের সময় কমিয়ে দিতে পারে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও আবেগের ভারসাম্যকেও প্রভাবিত করতে পারে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, স্ক্রিনটাইম সীমিত রাখুন এবং বই পড়া বা ধাঁধার মতো মানসিকভাবে উদ্দীপক কাজে নিজেকে যুক্ত করুন। কীভাবে এই দ্রুত ভিডিওগুলি আপনার মনের ওপর প্রভাব ফেলছে, তা জানা আপনার মেধার স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

সকালে লেবু-মধুতে চর্বিমুক্তি

সকালের একটি সাধারণ অভ্যাস আপনার যকৃতের স্বাস্থ্য এবং চর্বি হজমের ক্ষমতাকে দারুণভাবে সাহায্য করতে পারে। ইয়েল ইউনিভার্সিটির গবেষণা বলছে, ২১ দিন ধরে খালি পেটে লেবু ও মধু মিশিয়ে পান করলে ৬৬ শতাংশ অংশগ্রহণকারীর যকৃতে থাকা চর্বি কমেছে এবং তা তার কর্মক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করেছে। সকাল ৬টার দিকে যখন শরীর প্রাকৃতিকভাবে দূষণমুক্তির জন্য সবচেয়ে প্রস্তুত থাকে, তখন এটি পান করা সবচেয়ে ভালো। লেবুতে থাকা ভিটামিন-সি এবং অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট যকৃতের কর্মক্ষমতা বাড়ায় এবং চর্বি ভাঙতে সাহায্য করে। মধুতে থাকা প্রাকৃতিক এনজাইমগুলি জোরদার করে হজম ও বিপাক প্রক্রিয়াকে। এক গ্লাস হালকা গরম জলে অর্ধেক লেবুর রস ও এক চামচ মধু মিশিয়ে পান করার এই রুটিনটি নিয়মিত মেনে চললে আপনার হজমশক্তি বাড়বে এবং শরীর থাকবে সতেজ।

ছুটির দিনে ঘুম হৃদয়ের রক্ষাকবচ

সপ্তাহের শেষে কিছুটা বেশি ঘুমানো শুধু মন ভালো করে না। এই অভ্যাস আপনার হৃদযন্ত্রকেও সুরক্ষা দিতে পারে। ৯০ হাজার মানুষের ওপর পরীক্ষা চালিয়ে দেখা গিয়েছে, যাঁরা ছুটির দিনে বেশি ঘুমিয়ে সাপ্তাহিক ঘুমের ঘাটতি পূরণ করেন, তাঁদের হৃদরোগের ঝুঁকি ১৯ শতাংশ পর্যন্ত কম হয়। সপ্তাহের ব্যস্ততার কারণে ঘুমের যে ঘাটতি হয়, এই অতিরিক্ত বিশ্রাম তা পুষিয়ে দিতে সাহায্য করে। অতিরিক্ত ঘুমের সময় রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ এবং প্রদাহ কমানোর মতো গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলি সম্পন্ন হয়, যা হার্টের স্বাস্থ্যের জন্য অপরিহার্য। যদিও বিজ্ঞানীরা বলছেন, এটি প্রতিদিনের পর্যাপ্ত ঘুমের বিকল্প নয়, তবুও ব্যস্ত জীবনযাপনে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক কৌশল।

স্কুলে বার্ষিক ক্রীড়া

নাগরাকাটা, ৩ ডিসেম্বর : প্রাথমিক স্কুলগুলির ক্রীড়া প্রতিযোগিতার দিনক্ষণ জানিয়ে দিল পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ। বুধবার জারি করা বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, ১৫ ডিসেম্বর থেকে ২ জানুয়ারি মধ্যে সার্কেল ও জেলা স্তরের প্রতিযোগিতাগুলি শেষ করে ফেলতে হবে।

রাজ্য স্তরের প্রতিযোগিতার দিন ও স্থান পরবর্তীতে জানিয়ে দেওয়া হবে। এর আগে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ১৬ নভেম্বর থেকে ৬ ডিসেম্বরের মধ্যে শেষ করে ফেলার কথা জানানো হয়েছিল।

কিন্তু সেই সময় এসআইআর-এর কাজে বহু শিক্ষক বিএলও হিসেবে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। তাই শিক্ষক সংগঠনগুলি প্রতিযোগিতা পিছিয়ে দেওয়ার আর্জি জানায়। পরে পর্ষদ তা স্থগিত রাখার কথা ঘোষণা করে। এদিকে, বিভিন্ন জেলার স্কুলগুলিতে অভিন্ন রুটিন তৈরি করে ৮ ডিসেম্বর থেকে তৃতীয় পার্বিক মূল্যায়ন শুরু হচ্ছে। তা শেষ হবে ১৩ ডিসেম্বর।

ধর্মস্থানে

প্রথম পাতার পর

যদিও তাঁর ভাষায়, 'কোনও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে হাত লাগানো হবে না বলে মুখ্যমন্ত্রীর বয়ানকে আমরা স্বাগত জানাচ্ছি। কিন্তু আমাদের সন্দেহ থেকে যাচ্ছে।' ভাষণে প্রথম থেকেই কেন্দ্রীয় সরকারকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করেন মুখ্যমন্ত্রী। তবে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি নয়, তাঁর নিশানায় ছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা। প্রসঙ্গ ছিল এসআইআর। তিনি বলেন, অমিত শা'র ইচ্ছা অনুসারে এসআইআর হচ্ছে। ভোটের আগে সরকারি কর্মীদের ব্যস্ত রেখে উন্নয়নকে স্তব্ধ করে দিতে চাইছেন অমিত শা। চালাকির দ্বারা মহৎ কাজ হয় না।'

তিনি চ্যালেঞ্জ করে বলেন, 'আমি কাউকে ডিটেনশন ক্যাম্পে পাঠাতে দেব না। কাউকে পুশব্যাকও করতে দেব না। আজকে আমি ভোট চাইতে আসিনি। আপনাদের মনের দুশ্চিন্তা দূর করতে আপনাদের পাশে দাঁড়াতে এসেছি। আমি আপনাদের পাহারাদার। আপনারা কেউ ভয় পাবেন না।'

মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, 'আমি এসআইআর কিংবা সেন্সাস-এর বিরুদ্ধে নই। আমি বলেছি সময় নিয়ে ধীরেসুস্থে করতে।' সব নাগরিকের এসআইআর ফর্ম পূরণের উপর জোর দেন মুখ্যমন্ত্রী। জানিয়ে দেন, আগামী ১২ ডিসেম্বর থেকে 'মে আই হেল্প ইউ' নামে গোটা রাজ্যে ক্যাম্প করবে তৃণমূল। সেখানে এসআইআর সম্পর্কিত সব সমস্যায় সাহায্য করা হবে।

তৃণমূল নেত্রী অভিযোগ করেন, একসময় নোটবন্দি আর এখন এসআইআর-এর নামে ভোটবন্দি করতে সাধারণ মানুষকে লাইনে দাঁড় করিয়েছে বিজেপি। কাজের চাপ সহ্য করতে না পেরে বাংলায় ৩৯ জন মারা গিয়েছে। তিনজন আত্মহত্যা করতে চেয়েছিলেন। শুধু বাংলা নয়, গোটা দেশেই চাপ সহ্য করতে না পেরে মারা যাচ্ছেন বিএলও-রা।

দুর্নীতি মানলেও মানবিক কোর্ট

প্রথম পাতার পর

আমাদের লক্ষ্য চাকরি দেওয়া, চাকরি কেড়ে নেওয়া নয়।'

সিঙ্গল বেঞ্চে ৩২ হাজার শিক্ষকের চাকরি বাতিলের রায় দিয়েছিলেন অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। তিনি এখন বিজেপি সাংসদ। বুধবার তিনি বলেন, 'গোটা পরীক্ষা ব্যবস্থাতে কেলেঙ্কারি ছিল। সেই কারণে আমি পুরো পরীক্ষা ব্যবস্থাটাকে বাতিল করেছিলাম। তবে ডিভিশন বেঞ্চ নিশ্চয়ই কিছু চিন্তা করে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে।' সংসদের ক্যান্টিনে বসে তিনি বলেন, 'কোন বিচারপতি কী রায় দেবেন, সেটা শুধু আইনি ফ্যাক্টরের ওপর নয়, তিনি কোন ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে এসেছেন, সেটার ওপরও অনেক সময় নির্ভর করে। আমি আপসহীন পরিবারের ভাবধারায় বড় হয়েছি। তাই আমি সেই ধরনের রায় দিয়েছিলাম।'

ওই রায় দেওয়ায় রাজ্যের শাসক শিবির তখন তাঁর কম সমালোচনা করেনি। তবে বুধবার পুরোনো কাসুন্দি ঘাঁটতে চাননি মমতা। তাঁর কথায়, 'আমি এই মুহূর্তে অতীতের রায় নিয়ে বা কারও সম্পর্কে কিছু বলব না। আমার ছোট ছোট ভাইবোনদের চাকরি বেঁচেছে- এটাই বড় কথা। আনন্দের কথা। বিচার বিচার অনুযায়ী হবে, আদালতকে আমরা সম্মান করি।'

বুধবার ডিভিশন বেঞ্চের রায়ে বলা হয়েছে, অনিয়মের কারণে সকলকে ভুগতে হলে নির্দোষদের প্রতি অবিচার হবে। ৯ বছর চাকরি করার পর তা বাতিল হলে কর্মরত শিক্ষক ও তাঁদের পরিবারের অস্তিত্বের ওপর বিরূপ প্রভাব পড়বে।' ডিভিশন বেঞ্চের পর্যবেক্ষণ, 'চাকরি করার সময় এই প্রার্থীদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ ওঠেনি। পরীক্ষকদের অতিরিক্ত নম্বর দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল বা টাকার বিনিময়ে অতিরিক্ত নম্বর দেওয়া হয়েছে বলেও তেমন প্রমাণ পাওয়া যায়নি।'

এই পর্যবেক্ষণের পরিপ্রেক্ষিতে আদালতের মন্তব্য, 'কয়েকজন অসফল প্রার্থীর জন্য গোটা প্রক্রিয়ার ক্ষতি করতে দেওয়া যায় না। কর্তৃপক্ষের ভুলের দায় নির্দোষিদের ওপর চাপানো উচিত নয়। নতুন করে নিয়োগের নির্দেশ দিলে সেটা 'ফেয়ার প্লে' হবে না।' অন্যদিকে, প্রাক্তন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় এই প্রসঙ্গে এসএসসি সংক্রান্ত রায় নিয়ে প্রশ্ন তোলেন কার্যত।

তাঁর কথায়, 'আজকের রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে আগের রায় নিয়ে প্রশ্ন উঠবে, তাও কি ভুল ছিল?' মুখ্যমন্ত্রী এই রায় শুনে প্রকাশ্যে কাউকে দোষারোপ না করলেও তড়িঘড়ি সাংবাদিক বৈঠক ডেকে বিচারপতি থাকাকালীন অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের রায়কে 'পক্ষপাতদুষ্ট' বলে সমালোচনা করেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু ও তৃণমূল নেতা অরূপ চক্রবর্তী।

অভিজিতের ভূমিকা নিয়ে তদন্ত দাবি করেছেন তৃণমূল মুখপাত্র কুণাল ঘোষ। প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার একই সুরে বলেন, 'ডিভিশন বেঞ্চের রায়ে প্রমাণ হল একক বেঞ্চ সঠিক রায় দেয়নি।' যদিও ভিন্ন সুর সিপিএমের গলায়। দলের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম বলেন, 'এই রায় আসলে ইডি, সিবিআইয়ের মাধ্যমে শুভেন্দুর অধিকারীকে স্বস্তি দেওয়া। শুভেন্দুর মাধ্যমে তৃণমূলের আমলে যাঁরা বেআইনিভাবে চাকরি পেয়েছিলেন তাঁদের অনেকেই বেঁচে গেলেন।'

১৪১ পাতার নির্দেশনামায় বেশ কিছু পর্যবেক্ষণ রেখেছে ডিভিশন বেঞ্চ। ১৪০ পাতার ১৯০ নম্বর পয়েন্টে উল্লেখ করা হয়েছে, তদন্তের পর সিবিআই নিশ্চিত হয়েছিল, ২৬৪ জন প্রার্থীকে অতিরিক্ত ১ নম্বর দেওয়া হয়েছিল। ৯৬ জন প্রার্থীর ক্ষেত্রে অনিয়মের অভিযোগ উঠেছিল। যদিও সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে তাঁরা চাকরিতে রয়েছেন। তার মানেই জালিয়াতি ও দুর্নীতির অভিযোগ প্রমাণিত হয় না। প্রমাণিত প্রতারণা ও অপ্রমাণিত দুর্নীতির অভিযোগের মধ্যে বিস্তর ফারাক রয়েছে। ব্যাপক দুর্নীতির প্রমাণ ছাড়া গোটা নিয়োগ প্রক্রিয়া বাতিল করা যায় না। তবে তদন্ত যেমন চলছে, তেমন চলবে বলে আদালত জানিয়েছে।

এই রায়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টে যাওয়ার চিন্তাভাবনা করছেন অসফল পরীক্ষার্থীদের আইনজীবীরা। মূল মামলাকারীর আইনজীবী তরুণজ্যোতি তিওয়ারি বলেন, 'মূল বিষয় ছিল আবেগ। এখানে দুর্নীতির জয় হয়নি। আমরা এবার সুপ্রিম কোর্টে যাব।' আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য বলেন, 'চাকরি বাঁচল বটে। কিন্তু দিনের শেষে প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতিটা প্রশ্রয় পেয়ে গেল।'

(তথ্য সহায়তা : পরাগ মজুমদার)

ছোট্ট তারা

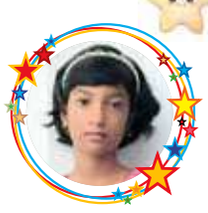

রাইসা জিনাত আহমেদ দিনহাটার সেন্ট মেরিস স্কুলের চতুর্থ শ্রেণির ছাত্রী। অলিম্পিয়াড, আবৃত্তি এবং ছবি আঁকায় পুরস্কার রয়েছে এই খুদের। গিটার বাজাতে সে ভালোবাসে।

নভেম্বর থেকে ডিসেম্বর মাস মূলত বিয়ের মরশুম। আর বিয়ের মরশুম মানেই রকমারি ফুলের চাহিদা। কনে সাজানো থেকে বিয়ের বাড়ি সাজানো হোক কিংবা বরের গাড়ি সাজানো সবক্ষেত্রেই প্রয়োজন রকমারি ফুলের। তবে চাহিদা অনুযায়ী ফুলের জোগান না থাকায় কোচবিহার শহর সহ জেলার মহকুমা শহরগুলিতে প্রতিদিনই চড়চড়িয়ে বাড়ছে ফুলের দাম। আলোকপাত করলেন **প্রসেনজিৎ সাহা**

বিয়ের ফুল

শীতের দিনেও তাপ ছড়াচ্ছে

কেমন দাম

- গত বছর ডাচ গোলাপ যেখানে ৩০-৪০ টাকা ছিল এবছর তা ৭০ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে
- জুঁই ফুলের চেন যেখানে ৮০-১০০ টাকা ছিল এবছর তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১২০-১৫০ টাকায়
- বিয়ের মালা আগে জোড়া ৩০০ টাকায় হয়ে যেত এবছর জোড়া বানাতে ৫০০-৬০০ টাকা লাগছে
- শুধু গোলাপের মালা বানাতে দিতে হচ্ছে ৩ হাজার থেকে ৪ হাজার টাকা

শুনেই অবাক

দিনহাটায় বৌভাতে কনের খোঁপার জন্য জুঁই ফুল কিনতে শহরের এক ফুলের দোকানে এসেছিলেন রুমি দাস। কিন্তু জুঁই ফুলের চেনের দাম ১৫০ টাকা শুনে কিছুক্ষণ হতভম্ব হয়ে যান। এরপর গুটিকয়েক জারবেরা নিয়েই দোকান ছাড়েন। বিয়ের মরশুমে হঠাৎ করে রকমারি ফুলের দাম বাড়ায় পাত্রপক্ষ থেকে কনেপক্ষ সকলেই বিপাকে পড়েছেন।

খোঁপায় দ্বিধা

কথায় আছে কখনো-কখনো শখ থাকলেও সাধ্য থাকে না। অন্তত বিয়ের মরশুমে ফুলের দোকানে গিয়ে সেকথাই বলছেন বিয়েবাড়ির পরিজন। যেভাবে ফুলের দাম একলাফে অনেকটা বেড়ে গিয়েছে, তাতে খোঁপায় প্রকৃতির রঙিন ফুল লাগাতে গিয়ে দ্বিধায় পড়ছেন অনেকেই। কেউ কেউ আবার বাধ্য হয়ে কৃত্রিম ফুলের দিকে হাত বাড়াচ্ছেন।

উৎপাদনে ঘাটতি

কোচবিহারে ফুলের দোকানগুলিতে যে ফুল আসে তা বেঙ্গালুরু, কলকাতা থেকে আসে। এবছর চাহিদা অনুযায়ী ফুলের উৎপাদন সেভাবে না হওয়ায় মহাজনদের কাছ থেকে বেশি দাম দিয়ে ফুল ঘরে তুলতে হচ্ছে খুচরো বিক্রেতাদের। এর ফলে গাঁদা, গোলাপ, জুঁই, রজনীগন্ধার মতো সবরকম ফুলের দামই অস্বাভাবিক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। আর তাতে বিয়েতে ফুলের বাজেট বেড়ে যাচ্ছে একলাফে অনেকটাই।

কারণ অতিবৃষ্টি

ফুল ব্যবসায়ীদের কথায়, এ বছর বর্ষার শেষ দিকের অতিবৃষ্টিতে বিভিন্ন অঞ্চলের ফুলের বাগানের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। বহু জায়গায় জমে থাকা জলে নষ্ট হয়ে গিয়েছে ফুলের চারা। ফলে ফুলের উৎপাদন হয়েছে কম। এর সরাসরি প্রভাব পড়ছে আমদানিতে। কলকাতার আশপাশ থেকে শুরু করে নদিয়া, হুগলি, হাওড়া – সব জায়গা থেকেই এবছর ফুল আসছে ঠিকই। তবে আগের তুলনায় খানিক কম পরিমাণে।

দামে ঘাম ছুটছে

মূলত গোলাপ, রজনীগন্ধা ও জুঁই ফুলের মতো ফুলগুলির দাম অনেকটাই বেড়েছে গতবারের তুলনায়। গত বছরের তুলনায় ডাচ গোলাপ যেখানে ৩০-৪০ টাকা ছিল এবছর তা ৭০ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে। অন্যদিকে জুঁই ফুলের চেন যেখানে ৮০-১০০ টাকা ছিল এবছর তা বেড়ে গিয়ে দাঁড়িয়েছে ১২০-১৫০ টাকায়। ফুলের দাম বাড়ায় বিয়ের মালা আগে যেখানে জোড়া ৩০০ টাকায় হয়ে যেত এবছর সেই মালা জোড়া বানাতে ৫০০-৬০০ টাকা লাগছে। অন্যদিকে শুধু গোলাপের মালা বানাতে দিতে হচ্ছে ৩ হাজার থেকে ৪ হাজার টাকা।

চাই হিমঘর

শহরের বাসিন্দা সুব্রত রায়ের কথায়, ‘এবছর ফুলের দাম অনেকটাই বেশি মনে হচ্ছে। কিছুদিন আগে বন্ধুর বিয়ের কিছু ফুল কিনতে গিয়ে কিছু সময়ের জন্য হতবাক হয়ে যেতে হয়েছিল।’ ফুল ব্যবসায়ী সুরজ সাহা জানান চাহিদা অনুযায়ী সেভাবে জোগান নেই। আবহাওয়ার খামখেয়ালিপনায় ফুলের উৎপাদনও কম হয়েছে। অপর ফুল ব্যবসায়ী দীপঙ্কর সরকারের কথায়, ‘আমাদের মহকুমায় বহুমুখী হিমঘর না থাকায় আমরা বেশি করে ফুল নিয়ে এসে রাখতে পারছি না, পচে যাওয়ার ভয়ে অল্প অল্প করে ফুল নিয়ে আসতে হচ্ছে এর ফলে খরচ অনেকটাই বাড়ছে।’

আরও বাড়বে

স্থানীয় এক ফুল ব্যবসায়ীর কথায়, ‘বর্ষার ক্ষতি এখন পুরো বাজারটাই টের পাচ্ছে। বিয়ের ফুল তো চাহিদা বাড়লেই দাম উর্ধ্বমুখী হয়। এই মরশুমে সেটা আরও বাড়বে।’ একই সুর অন্য বিক্রেতাদের মুখেও। বিয়ের মরশুমে সাধারণত চাহিদা বাড়ে গোলাপ ও রজনীগন্ধার মতো ফুলের। তাই এগুলির দামও যে বাড়বে, তা নিশ্চিত বলেই মনে করছেন তাঁরা। ফুল বিক্রেতাদের অনুমান, মরশুমের চাহিদা পূরণে যদি আমদানি স্থিতিশীল না হয়, তবে ১০ থেকে ২০ শতাংশ পর্যন্ত দাম বাড়তে পারে বেশিরভাগ শীতকালীন ফুলের।

বাজেট বাড়ছে

ফুল ডেকোরেশনের সঙ্গে জড়িত অরূপ সাহার কথায়, ‘ফুলের দাম বেড়ে যাওয়ায় বিয়েবাড়ি সাজানো থেকে গাড়ি সাজানো সহ একাধিক বিষয়ে বাজেট বেড়ে যাচ্ছে, কাস্টমার অনেকক্ষেত্রে বুঝতে চাইছেন না, তবে অনেককে আবার বলে বিষয়টা বোঝানো যাচ্ছে।’ তাহলেও বিয়ের ফুল ফুটতেই এমন রঙিন দিনে ফুল নিয়ে মুখে খানিক চিন্তার ছাপ বর ও কনের বাড়িতে।

বেতন দিতে ভাঁড়ারে টান

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ৩ ডিসেম্বর : ফান্ডে টাকা নেই। অথচ পুরসভার অস্থায়ী কর্মীদের বেতন বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। ফলে অতিরিক্ত টাকা কোথা থেকে আসবে তা নিয়ে চিন্তায় পড়েছে কর্তৃপক্ষ। টাকার জোগান মেটাতে তড়িঘড়ি ব্যবসায়ী সহ বিভিন্ন সংগঠনের কর্তাদের নিয়ে বৈঠকে বসার সিদ্ধান্ত নিয়েছে পুরসভা। ১২ ডিসেম্বর বৈঠক করা হবে। ৭০ শতাংশ ব্যবসায়ীর ট্রেড লাইসেন্স নেই বলে অভিযোগ। শহরের বহু বাড়ি রেসিডেন্সিয়াল হলেও তা কমার্সিয়াল কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে। সেই লাইসেন্সও তৈরি করা হয়নি। এই কাজগুলির মাধ্যমেই বকেয়া টাকা তুলতে চাইছে পুরসভা।

পুরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষের কথায়, ‘অস্থায়ী কর্মীদের বেতন বাড়ানো হয়েছে। তাতে প্রতি মাসে অতিরিক্ত প্রায় ১১ লক্ষ টাকা লাগবে। এছাড়াও অন্যান্য খরচ মিলিয়ে মাসে প্রায় ২৫ লক্ষ টাকা ঘাটতি রয়েছে। সেজন্য আয়ের উৎস বাড়াতে ব্যবসায়ী, শপিং মল, হোটেল মালিক, ট্রান্সপোর্ট, নার্সিংহোম মালিক সহ মোট সাতটি সংগঠনকে নিয়ে বৈঠক করা হবে। প্রত্যেকে যাতে আইনসম্মতভাবে কাগজপত্র তৈরি করে নেয় সেই কথা বলা হবে।’

পুরসভার দাবি, কোচবিহার শহরে ব্যবসায়ীদের প্রায় ৭০ শতাংশরই ট্রেড লাইসেন্স নেই। হয় পুরসভার। প্রত্যেকে ট্রেড লাইসেন্স করলে গড়ে আড়াই থেকে তিন কোটি টাকা আয় হবে। এবিষয়ে জেলা ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি মতিলাল জৈনের বক্তব্য, ‘দীর্ঘদিন ধরেই চেয়ারম্যান বলছেন যে অধিকাংশ ব্যবসায়ীর নাকি ট্রেড লাইসেন্স নেই। এখানে দুই পক্ষেরই ভুল রয়েছে। যাঁদের ট্রেড লাইসেন্স নেই তাঁদের উচিত সেটি করে নেওয়া। পাশাপাশি ট্রেড লাইসেন্স ছাড়া কেন পুরসভা ব্যবসা করতে দিচ্ছে সেই জবাব পুরসভাকেও দিতে হবে। এখানে নজরদারি নিয়ে পুরসভারও গাফিলতি রয়েছে।’

কোচবিহার শহরে রেসিডেন্সিয়াল জায়গার উপরে বহু ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান রয়েছে বলে পুরসভা জানিয়েছে। ফলে তাদের কাছ থেকে নির্ধারিত মূল্য পাচ্ছে না পুরসভা। সেই টাকা সংগ্রহের জন্য তোড়জোড় শুরু করা হয়েছে। এছাড়াও চেয়ারম্যানের দাবি, ‘কোচবিহার শহরে প্রায় ৮০টি গান, নাচের স্কুল রয়েছে। তাদেরও ট্রেড লাইসেন্স নেই। পরবর্তী ধাপে তাদেরও বৈঠকে ডেকে ট্রেড লাইসেন্স বানিয়ে নিতে বলা হবে।’

গত সোমবার পুরসভায় বোর্ড মিটিং করে অস্থায়ী কর্মীদের দেড় হাজার টাকা করে বেতন বাড়ানোর সিদ্ধান্ত হওয়ার পর আর্থিক চাপ আরও অনেকটা বেড়েছে। আগামী জানুয়ারি মাস থেকে সেই বেতন দেওয়া হবে বলে ঘোষণা হয়। পুরসভায় প্রায় ৭০০ অস্থায়ী কর্মী রয়েছেন। তাঁদের বেতন বাড়ানোর সিদ্ধান্তের পরই ভাঁড়ারে টান পড়েছে পুরসভার।

পুরসভার কথা

- পুরসভার দাবি, কোচবিহার শহরে ব্যবসায়ীদের প্রায় ৭০ শতাংশরই ট্রেড লাইসেন্স নেই
- বাকি ৩০ শতাংশের কাছ থেকে বছরে ৮০ লক্ষ টাকার মতো আয় হয় পুরসভার
- শহরের প্রত্যেকে ট্রেড লাইসেন্স করলে গড়ে আড়াই থেকে তিন কোটি টাকা আয় হবে

ব্যবসায়ীদের যুক্তি

- এখানে দুই পক্ষেরই ভুল রয়েছে, যাঁদের ট্রেড লাইসেন্স নেই তাঁদের উচিত সেটি করে নেওয়া
- ট্রেড লাইসেন্স ছাড়া কেন পুরসভা ব্যবসা করতে দিচ্ছে সেই জবাব পুরসভাকেও দিতে হবে
- শহরে এবং বাজারে এ নিয়ে নজরদারি করার ক্ষেত্রে পুরসভারও গাফিলতি রয়েছে

রাস্তায় আবর্জনা ফেলায় জরিমানা

গৌরহরি দাস

কোচবিহার, ৩ ডিসেম্বর : কোচবিহার পুরসভা কর্তৃপক্ষ দীর্ঘদিন ধরেই অভিযোগ করে আসছিল যে শহরকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য তারা চেষ্টা চালিয়ে এলেও শহরের কিছু বাসিন্দা ও ব্যবসায়ীর কারণে সেটা তাদের পক্ষে সম্ভব হয়ে উঠছে না। তাদের অভিযোগ ছিল, এই সমস্ত নাগরিক ও ব্যবসায়ীরা তাদের বাড়িঘর ও দোকানপসারের আবর্জনা পুরসভার গাড়িতে না দিয়ে রাস্তার আশপাশে যেখানে ইচ্ছা ফেলে দিচ্ছেন। আর তাদের কারণেই শহরকে তারা পরিষ্কার করে রাখতে পারছে না। যে কারণে সেই সমস্ত নাগরিক ও ব্যবসায়ীদের সতর্ক করার জন্য পুরসভার তরফে এর আগে জানানো হয়েছিল যে, নিয়ম না মেনে যারা রাস্তাঘাটে আবর্জনা ফেলবেন, তাদেরকে জরিমানা করা হবে। কিন্তু এতবার জানানোর পরেও শহরের একাংশ নাগরিক ও ব্যবসায়ী তাঁদের অভ্যাস পরিবর্তন করেননি। এখনও তাঁরা ইচ্ছামতো বাড়ি ও দোকানপসারের আবর্জনা রাস্তার পাশে ফেলে রাখছেন।

বুধবার এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল লাগোয়া নার্সিং কোয়ার্টারের সামনে একজন ওষুধ ব্যবসায়ী ও একজন নাগরিককে হাতেনাতে ধরে ফেলে পুরসভা কর্তৃপক্ষ। এরপর ভারপ্রাপ্ত স্যানিটারি ইনস্পেকটর সৌরভ চক্রবর্তী তাদেরকে ১০০ টাকা করে জরিমানা করেন।

> আমরা শহরের বাসিন্দাদের সতর্ক করার জন্যই এগুলো করছি। এরপরেও যদি বাসিন্দা বা ব্যবসায়ীরা আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা না করেন তাহলে এই জরিমানার পরিমাণ কয়েকগুণ বেশি নেওয়া হবে।
>
> **সৌরভ চক্রবর্তী** *ভারপ্রাপ্ত স্যানিটারি ইনস্পেকটর*

সৌরভ চক্রবর্তী বলেন, ‘আমরা শহরের বাসিন্দাদের সতর্ক করার জন্যই এগুলো করছি। কিন্তু এরপরেও যদি বাসিন্দা বা ব্যবসায়ীরা আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা না করেন তাহলে এই জরিমানার পরিমাণ কয়েকগুণ বেশি নেওয়া হবে।’

গণ অনশন

কোচবিহার, ৩ ডিসেম্বর : দ্রুত শান্তিচুক্তির মাধ্যমে পৃথক কামতাপুর বা গ্রেটার কোচবিহার রাজ্য পুনর্গঠন, কোচ-রাজবংশী জনগোষ্ঠীর মাতৃভাষার সাংবিধানিক স্বীকৃতি প্রদানের দাবিতে বুধবার সকাল থেকে কোচবিহার রাসমেলার মাঠে গণ অনশনে শামিল হল কামতাপুরি যৌথ সংগঠন। তাদের অভিযোগ, কেএলও অধ্যক্ষ জীবন সিংহ এবং কেএলও (এন) ডিএল কোচকে শান্তি আলোচনার জন্য অসমের মুখ্যমন্ত্রী, ভারতের প্রধানমন্ত্রী ডাকার পর তিন বছর অতিক্রান্ত হতে চললেও এতদিনেও শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়নি। ভারত সরকার কোচ, কামতাপুরি জনগণকে চরম অপমান এবং দ্বিচারিতা করছে বলে তাঁদের অভিযোগ। কামতাপুর স্টেট ডিমান্ড কাউন্সিলের পক্ষে অনন্ত বর্মন বলেন, ‘শুধু কোচবিহার নয়। মাথাভাঙ্গা, তুফানগঞ্জ সহ বিভিন্ন জায়গায় দ্রুত শান্তিচুক্তি স্বাক্ষর সহ একাধিক দাবিতে আমরা অনশনে বসেছি। শীঘ্র দাবি পূরণ না হলে আমরা বৃহত্তর আন্দোলনে নামতে বাধ্য হব।’

১৪ দফা দাবি

কোচবিহার, ৩ ডিসেম্বর : বিশেষভাবে সক্ষমদের কল্যাণে রাজ্যে প্রতিবন্ধী উন্নয়ন বোর্ড গঠন করা, শিক্ষিত বিশেষভাবে সক্ষমদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা সহ মোট ১৪ দফা দাবিতে জেলা শাসকের কাছে স্মারকলিপি দিল বঙ্গীয় প্রতিবন্ধী কল্যাণ সমিতি। বুধবার শহরে কোচবিহার স্টেডিয়াম থেকে একটি মিছিল শহর পরিক্রমা করে। এরপর মিছিলটি জেলা শাসকের দপ্তরে বেশ কিছুক্ষণ বিক্ষোভ দেখায়। অপরদিকে, বিশ্ব প্রতিবন্ধী দিবস উপলক্ষ্যে ‘বিবেক স্মৃতি’ সংগঠনের তরফে পাঁচজন বিশেষভাবে সক্ষম ব্যক্তিদের হাতে কম্বল তুলে দেওয়া হয়। দেবীবাড়ি এলাকার বাসিন্দা তথা বিশেষভাবে সক্ষম আসিফ ইকবাল স্ব-উদ্যোগে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। এছাড়াও আস্থা ফাউন্ডেশনের তরফে এদিন আসিফ ইকবালকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়।

যুগল মন্দির

হলদিবাড়ি, ৩ ডিসেম্বর : যুগল মন্দিরের উদ্বোধন হল হলদিবাড়িতে। বুধবার হলদিবাড়ি শহরের ৯ নম্বর ওয়ার্ডের উত্তরপাড়া এলাকায় পাশাপাশি শ্যামাকালী ও রাধামাধব মন্দিরের উদ্বোধন ও পুজোর আয়োজন করা হয়। ওয়ার্ড কাউন্সিলার অর্ণব গুহ বলেন, ‘নবনির্মিত যুগল মন্দিরের উদ্বোধন করেন মেখলিগঞ্জ রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের স্বামীজি গৌরাঙ্গনন্দ মহারাজ।’

কলেজে বৈঠক

তুফানগঞ্জে, ৩ ডিসেম্বর : বুধবার তুফানগঞ্জ কলেজের ছাত্রছাত্রী, অভিভাবক ও অধ্যাপকদের নিয়ে একটি সভা অনুষ্ঠিত হল। এদিন কলেজ প্রাঙ্গণে সভাটি আয়োজিত হয়। উপস্থিত ছিলেন কলেজের প্রিন্সিপাল ডঃ দেবাশিস চট্টোপাধ্যায়, পরিচলন সমিতির সভাপতি ইন্দ্রজিৎ ধর সহ অন্যরা। প্রিন্সিপাল বলেন, কলেজে পড়ুয়াদের উপস্থিতি বাড়ানোর উদ্দেশ্যে এই সভা। প্রায় ৩০০ জন অভিভাবক উপস্থিত ছিলেন।

নির্মাণ শুরু

কোচবিহার, ৩ ডিসেম্বর : রাসমেলা মাঠে মুখ্যমন্ত্রীর সভা মঞ্চ নির্মাণের কাজ শুরু হল। বুধবার দুপুরে কাজ পরিদর্শন করতে যান তৃণমূলের জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক। পুলিশের আধিকারিকরা নিরাপত্তা ব্যবস্থা খতিয়ে দেখতে রাসমেলা মাঠে যান। পুলিশ সুপার সন্দীপ কাররা বলেছেন, ‘আমরা পর্যাপ্ত নিরাপত্তার ব্যবস্থা করছি।’

পাড়ার কাজ

কোচবিহার, ৩ ডিসেম্বর : ‘আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান’ কাজের উদ্বোধন হল কোচবিহার পুরসভায়। বুধবার একটি ছোট্ট অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এক নম্বর ও দুই নম্বর ওয়ার্ডের কাজের সূচনা করেন পুরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ। চেয়ারম্যান বলেন, ‘১ নম্বর ওয়ার্ডে একটি পেভার্স ব্লক ও একটি ঢালাইয়ের রাস্তা তৈরি করা হবে। যার জন্য খরচ হবে ৬ লক্ষ ৩৮ হাজার টাকা।’ জানা গিয়েছে, আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধানের মাধ্যমে কুড়িটি ওয়ার্ডজুড়ে মোট ৮ কোটি ২০ লক্ষ টাকার কাজ করা হবে। এতে মোট ৩০০টি প্রকল্প হবে। যার মধ্যে ১৫০টির টেন্ডার ইতিমধ্যেই হয়ে গিয়েছে, যার ৬টির ওয়ার্ক অর্ডার চলে এসেছে। রবীন্দ্রনাথ ঘোষ বলেন, ‘পর্যায়ক্রমে আমরা ওয়ার্ক অর্ডার দিতে থাকব। এলাকার মানুষের মতামতের ভিত্তিতে এবং তাদের প্রস্তাবে এই কাজগুলো করা হবে।’ এর ফলে মানুষের ছোটখাটো যেসব সমস্যা ছিল তার সমাধান হবে বলে আশাবাদী তিনি।

হাসপাতালের গাছতলায় রাত কাবার পরিজনের

অমৃতা দে

দিনহাটা, ৩ ডিসেম্বর : হাসপাতালের শয্যা সংখ্যা তিনশো। দিনহাটা মহকুমা সহ আশপাশের বিস্তীর্ণ এলাকার মানুষের ভরসাস্থল দিনহাটা মহকুমা হাসপাতাল। প্রতিদিন কয়েক হাজার মানুষ চিকিৎসার জন্য এই হাসপাতালের আউটডোর ও ইন্ডোরে ভিড় জমান। কিন্তু এত বড় হাসপাতালেও রোগীর আত্মীয়স্বজনদের জন্য নেই কোনও উপযুক্ত বিশ্রামাগার বা বসার ব্যবস্থা। ফলে চিকিৎসার পাশাপাশি বাড়তি দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে।

বুধবার হাসপাতালে ঢুকতেই চোখে পড়ল প্রধান ভবনের সামনে গাছতলার বসার জায়গাটি। সেটিই কার্যত এখন হয়ে উঠেছে রোগীর পরিজনদের একমাত্র আশ্রয়স্থল। দিনে যেমন অপেক্ষার ভিড় থাকে, রাত নামলে সেই গাছতলাই হয়ে ওঠে অনেকের রাত কাটানোর জায়গা। আগে হাসপাতালের একটি নির্দিষ্ট ঘরে আত্মীয়দের বসার জন্য বরাদ্দ ছিল, কিন্তু বর্তমানে তা হাসপাতালের নিরাপত্তারক্ষীদের দখলে থাকায় মানুষের আর সেই সুবিধা পাওয়া সম্ভব হচ্ছে না।

সিতাইয়ের চামটা থেকে বোনের চিকিৎসার জন্য দিনহাটায় এসেছেন রবি রায়। তিনি বললেন, ‘দিনহাটায় আমাদের কোনও আত্মীয় নেই। তাই বাধ্য হয়েই রাতে গাছের তলাতেই কাটাতে হয়েছে। হাসপাতালের মতো এমন গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় যদি একটি বিশ্রামাগার থাকত, তাহলে রোগীর পাশে থাকার সুবিধাটা অনেক সহজ হত।’ একই অভিজ্ঞতার কথা শোনালেন ওকরাবাড়ির ফজলু মিয়াঁ। তাঁর সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, ‘রাতে বাড়ি ফিরতে খুব সমস্যা হয়। তবুও কষ্ট করে চলে যাই। নইলে গাছতলাতেই কাটাতে হবে রাতটা। হাসপাতালের মতো জায়গায় অন্তত একটা বিশ্রামঘর তো থাকা উচিত।’

হাসপাতালের পিছনদিকে আউটডোরের রোগী দেখানোর যে ভবন রয়েছে, তা রাতে খালি থাকে। ফলে অনেক রোগীর আত্মীয়ই সেখানে আশ্রয় নেন। তবে সেটি সাময়িক সমাধান হলেও নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্যবিধির দিক থেকে আদৌ গ্রহণযোগ্য কি না তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। বড়সড়ো প্রশাসনিক কাঠামো থাকা সত্ত্বেও রোগীর পরিজনদের জন্য ন্যূনতম বিশ্রামের ব্যবস্থা না থাকাকে হাসপাতালের অব্যবস্থাপনার অংশ হিসেবেই দেখছেন অনেকে।

এবিষয়ে হাসপাতাল সুপার রণজিৎ মণ্ডলের প্রতিক্রিয়া, ‘রোগীর আত্মীয়দের জন্য আলাদা বিশ্রামাগার তৈরির প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। কীভাবে এটি বাস্তবায়ন করা যায়, তা নিয়ে আলোচনা চলছে।’

যতদিন না উপযুক্ত ব্যবস্থা গড়ে ওঠে, ততদিন দিনহাটা মহকুমা হাসপাতালের বাইরে গাছতলাই হয়ে থাকবে অসংখ্য রোগীর আত্মীয়স্বজনের রাত কাটানোর নিরুপায় ঠিকানা।

দিনহাটা মহকুমা হাসপাতালে এই গাছতলাতেই বিশ্রাম করেন রোগীর পরিজন।

স্বেচ্ছায় বিজয় হাজারেতে রোকো

রায়পুর, ৩ ডিসেম্বর : পরামর্শ দিয়েছিলেন কোচ গৌতম গম্ভীর। ভারতীয় কোচের সেই পরামর্শকে কার্যত নিয়মে পরিণত করেছে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড। ঘরোয়া ক্রিকেট খেলতেই হবে সবাইকে।

বোর্ডের এমন ফতোয়ার পরও বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মাদের

ফিল্ডিংয়ের মাঝে ঋষভ পন্থের সঙ্গে হালকা মেজাজে ছিলেন রোহিত শর্মা। যদিও দিনের শেষে ম্যাচ হারল ভারত।

দাবি বিসিসিআইয়ের

নিয়ে ছিল সংশয়। তাঁরা কি আদৌ ঘরোয়া ক্রিকেট খেলবেন? গতরাতে স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে, রোকো জুটি তাঁদের নিজেদের রাজ্য দলের হয়ে চলতি মাসের শেষে শুরু হতে চলা সর্বভারতীয় একদিনের প্রতিযোগিতা বিজয় হাজারে ট্রফিতে খেলবেন। অন্তত তিনটি ম্যাচে বিরাটকে দিল্লির হয়ে, আর রোহিতকে মুম্বইয়ের হয়ে খেলতে দেখা যাবে।

রোকোর সিদ্ধান্তের কথা গতরাতেই জেনে গিয়েছে দুনিয়া। সঙ্গে শুরু হয়েছিল নয়া জল্পনাও। কোচ গম্ভীর বা বিসিসিআইয়ের চাপে পড়ে কি রোকো ঘরোয়া ক্রিকেট খেলার সিদ্ধান্ত নিলেন? বাস্তব ঘটনা যাই হোক না কেন, আজ বিসিসিআইয়ের এক শীর্ষকর্তা জানিয়েছেন, কোনও চাপ বা কারও নির্দেশে রোহিতরা ঘরোয়া ক্রিকেট খেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, এমন নয়। বরং ভারতীয় ক্রিকেটের সর্বকালের সেরা দুই ব্যাটার স্বেচ্ছায় বিজয় হাজারে খেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক সেই বোর্ড কর্তা বলেছেন, 'রোকো স্বেচ্ছায় ঘরোয়া ক্রিকেট খেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ওদের কেউ জোর বা বাধ্য করেছে, এমন নয়। পরিস্থিতি অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা রয়েছে ওদের।'

এদিকে, রোকো জুটি ঘরোয়া বিজয় হাজারে ট্রফিতে খেলার সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর আচমকাই প্রতিযোগিতার গুরুত্ব ও জনপ্রিয়তা বেড়ে গিয়েছে। ক্রিকেটপ্রেমীরা বিরাট-রোহিতদের ঘরোয়া ক্রিকেটে দেখার জন্য দিন গোনা শুরু করে দিয়েছেন।

টি২০ বিশ্বকাপে ভারতের জার্সি হাতে তিলক ভার্মা ও প্রতিযোগিতার ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর রোহিত শর্মা।

বিশ্বকাপের জার্সি উদ্বোধনে রোহিত

রায়পুর, ৩ ডিসেম্বর : বছর ঘুরলেই ঘরের মাঠে টি২০ বিশ্বকাপের আসর।

শ্রীলঙ্কার সঙ্গে যৌথ আয়োজক ভারত। কুড়িকুড়ির বিশ্বযুদ্ধের যে উত্তাপ আরও বাড়িয়ে বুধবার উদ্বোধন হল ভারতের বিশ্বকাপের জার্সি। রায়পুরে অনুষ্ঠিত ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা দ্বিতীয় ওডিআই ম্যাচের ইনিংস ব্রেকে এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানে জার্সি প্রকাশ্যে আনেন রোহিত শর্মা। সঙ্গে ছিলেন ভারতীয় টি২০ দলের সদস্য তিলক ভার্মা।

স্থানীয় স্কুলের ১০০ জন ছাত্রছাত্রী ভারতীয় দলের টি২০ বিশ্বকাপের জার্সির বিশাল রেপ্লিকা নিয়ে মাঠের মাঝখানে। মাঠের ধারের পোডিয়ামে নতুন আকর্ষণীয় ব্লু জার্সি হাতে কুড়িকুড়ি বিশ্বকাপের 'ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর' রোহিত। উপস্থিত ছিলেন ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের সচিব দেবজিৎ সইকিয়া, সহ সভাপতি রাজীব শুক্লা। বিরাট-স্পেশালের পর বিশ্বকাপ জার্সির প্রথম ঝলক চেটেপুটে নিল হাউসফুল গ্যালারি।

জার্সি উন্মোচন অনুষ্ঠানে রোহিত বলেছেন, 'আমরা প্রথম টি২০ বিশ্বকাপ জিতেছিলাম ২০০৭ সালে। দ্বিতীয় টি২০ বিশ্বকাপের জন্য দেড় দশকের বেশি সময় (২০২৪) অপেক্ষা করতে হয়েছে। মাঝের লম্বা সময়ে অনেক ওঠা-পড়ার মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছে। কিন্তু দ্বিতীয়বার ট্রফি হাতে তোলার অনুভূতি স্পেশাল। আসন্ন বিশ্বকাপ হবে ভারতের মাটিতে। দলের জন্য শুভেচ্ছা রইল। গোটা দেশ ওদের পাশে আছে। আমাদের বিশ্বাস, সবার সমর্থন ওদের সেরা খেলাটা খেলতে উদ্বুদ্ধ করবে।'

গিলকে সরিয়ে একের পথে বিরাট

ভারতীয় টি২০ দলের অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফি টি২০ খেলতে বর্তমানে লখনউয়ে রয়েছেন। সহ অধিনায়ক শুভমান গিল বেঙ্গালুরুতে রিহ্যাবে ব্যস্ত। দুইজনের কেউ তাই আজ অনুষ্ঠানে থাকতে পারেননি।

৭ ফেব্রুয়ারি উদ্বোধনী ম্যাচে ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে ভারত তাঁদের অভিযান শুরু করবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে। ফাইনাল ৮ মার্চ। আহমেদাবাদ নাকি কলম্বো, কোথায় খেতাবি যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হবে তা নির্ভর করবে পাকিস্তানের ওপর। পাকিস্তান ফাইনালে উঠলে মেগা ম্যাচ হবে কলম্বোতে।

এদিকে, চলতি সিরিজে দুরন্ত ফর্মের সুবাদে ওডিআই র‍্যাংকিংয়ে শীর্ষস্থান পুনরুদ্ধারের পথে আরও এক ধাপ এগোলেন বিরাট কোহলি। শুভমান গিলকে সরিয়ে চার নম্বরে পৌঁছে গেলেন। শীর্ষস্থানে থাকা রোহিতের (৭৮৩ পয়েন্ট) থেকে ৩২ পয়েন্ট পিছিয়ে বিরাট। দুই ভারতীয় তারকার মাঝে রয়েছেন নিউজিল্যান্ডের ড্যারিল মিচেল (দ্বিতীয়), আফগানিস্তানের ইব্রাহিম জাদরান (তৃতীয়)।

চোটের জন্য মাঠের বাইরে থাকা শ্রেয়স আইয়ার রয়েছেন নবম স্থানে। বোলারদের বিভাগে সেরা দশে একমাত্র ভারতীয় কুলদীপ যাদব (ষষ্ঠ স্থানে)। রবীন্দ্র জাদেজা ১৪ নম্বরে। প্রথম তিন স্থানে রশিদ খান, জোফ্রা আর্চার, কেশব মহারাজ।

সার্ভিসেস ম্যাচে আজ নেই শাহবাজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৩ ডিসেম্বর : চার ম্যাচে ১২ পয়েন্ট। সৈয়দ মুস্তাক আলি টি২০-র এলিট গ্রুপ 'সি'-র লিগ টেবিলে বাংলা এখন দুই নম্বরে। চার ম্যাচে সমসংখ্যক পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে রয়েছে গুজরাট। বাংলা পিছিয়ে রানরেটে।

রানরেট আরও ভালো করার পাশে জয়ের ছন্দ বজায় রাখার লক্ষ্যে কাল সার্ভিসেসের বিরুদ্ধে

সৈয়দ মুস্তাক আলি

প্রতিযোগিতার পঞ্চম ম্যাচ খেলতে নামছে টিম বাংলা। তার আগে কিছুটা চাপ ও অস্বস্তিতে রয়েছেন অভিমন্যু ঈশ্বরণরা। সৌজন্যে দলের অলরাউন্ডার শাহবাজ আহমেদ। যিনি সন্তানসম্ভবা স্ত্রীর পাশে থাকার জন্য আজ সকালে হায়দরাবাদ থেকে শ্রীনগর উড়ে গিয়েছেন। ফলে বৃহস্পতিবার সার্ভিসেসের বিরুদ্ধে ম্যাচে থাকছেন না দলের সবচেয়ে

আজ শাহবাজ আহমেদের অভাব অনুভব করবে বাংলা।

ধারাবাহিক ক্রিকেটার শাহবাজ। তাঁর পরিবর্তে কাকে খেলানো হবে, তা নিয়ে আলোচনা চলছে বাংলা শিবিরে। আগামীকাল সকালে খেলা শুরুর আগে সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করবে বঙ্গ টিম ম্যানেজমেন্ট। সূত্রের খবর,অলরাউন্ডার শাহবাজের বদলে বাড়তি ব্যাটার খেলাতে পারে বাংলা। শাহবাজের অনুপস্থিতিতে গ্রুপে সবার শেষে থাকা প্রতিপক্ষকেও তাই বাড়তি গুরুত্ব দিচ্ছে বাংলা টিম ম্যানেজমেন্ট। সন্ধ্যার দিকে হায়দরাবাদ থেকে বাংলার কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা বলছিলেন, 'শাহবাজকে কালকের ম্যাচে পাচ্ছি না আমরা। ফলে দলে রদবদল করতে হবে। একজন ব্যাটার খেলানোর পরিকল্পনা রয়েছে আমাদের। সিদ্ধান্ত কাল খেলা শুরুর আগে হবে।'

পাঞ্জাব ম্যাচে চূর্ণ হওয়ার পর গতকাল হিমাচলপ্রদেশের বিরুদ্ধে ম্যাচে জয়ে ফিরেছে বাংলা। ওপেনার করণ লালের শতরানে জয়ে ফিরেছে বাংলা। এবার নকআউট পর্বের লক্ষ্যে এগিয়ে চলার পালা। কোচ লক্ষ্মীরতন বলছেন, 'আমাদের কাছে বাকি থাকা সব ম্যাচই এখন ফাইনালের মতো। ফলে সব ম্যাচই এখন জিততে হবে।'

অ্যাসেজের দ্বিতীয় টেস্টে নামার আগে অনুশীলনে চলেছেন অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক স্টিভেন স্মিথ। বৃহস্পতিবার ব্রিসবেনের গাব্বায় গোলাপি বলের টেস্টে মুখোমুখি হবে অস্ট্রেলিয়া ও ইংল্যান্ড। ম্যাচ শুরু সকাল সাড়ে ৯টায়। খেলা দেখা যাবে স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্কে।

প্রয়াত মহম্মদ রহমতুল্লা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৩ ডিসেম্বর : অতীতের নামী তারকা মহম্মদ রহমতুল্লা প্রয়াত। এদিন তাঁর প্রয়াণে শোকজ্ঞাপন করে অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন। দেশের জার্সি গায়ে তিনি মাত্র ১২টি ম্যাচ খেললেও তাঁর গোলসংখ্যা পাঁচ। যার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ১৯৫৮ সালের এশিয়ান গেমস কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচ। হংকংয়ের বিপক্ষে সেই ম্যাচে ভারতের ৫-২ গোলে জয়ের অন্যতম প্রধান কারিগর ছিলেন রহমতুল্লা। ২টি গোল করেন তিনি। দেশের জার্সি গায়ে ওই বছরেই তাঁর অভিষেক হয় বার্মার (মায়ানমার) বিপক্ষে। তিনি ১৯৫৮ এবং '৫৯ সালে সন্তোষজয়ী বাংলা দলের সদস্য ছিলেন। এছাড়া ১৯৫৭ থেকে '৬২ পর্যন্ত খেলেছেন মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের হয়ে। মহমেডানের হয়ে ৬৯টি গোল তাঁর নামের পাশে। জিতেছেন কলকাতা ফুটবল লিগ, আইএফএ শিল্ড, ডিসিএম ট্রফি, রোভার্স কাপ, আগা খান গোল্ড কাপ সহ (ঢাকা) প্রচুর ট্রফি। মোহনবাগানের হয়ে ১৯৬৩ সালে এক বছর খেলেই জেতেন সিএফএল ও ডুরান্ড কাপ। এছাড়াও তিনি ঢাকা মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের হয়ে খেলেন এবং খেলা ছাড়ার পর ১৯৬৯ সালে পাকিস্তান জাতীয় দলের কোচও হন। তাঁর মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করেন এআইএফএফ সভাপতি কল্যাণ চৌবে।

জেবিজি কলকাতা ম্যারাথন

কলকাতা, ৩ ডিসেম্বর : গত রবিবার অনুষ্ঠিত হয়েছে '১০কে জেবিজি কলকাতা ম্যারাথন ২০২৫'। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রায় ১০ হাজার দৌড়বিদ অংশ নেন এই রোড রেসে। প্রতিযোগিতার সূচনা করেন রাজ্যের ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী মনোজ তিওয়ারি। ছিলেন বলিউড তারকা এবং জেবিজি রান ১০কে-এর ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর বরুণ ধাওয়ান। এই রোড রেসকে কেন্দ্র করে উৎসবের আবহ তৈরি হয় শহর কলকাতার রাজপথে।

শনিবার আসছেন দিমি

কলকাতা, ৩ ডিসেম্বর : বুধবারও অনুশীলনে গরহাজির মোহনবাগানের অজি তারকা দিমিত্রিস পেত্রাতোস। খোঁজ নিয়ে জানা গিয়েছে, আরও দুইদিন ছুটি নিয়েছেন তিনি। সেই ছুটি কাটিয়ে শনিবার কলকাতায় পা রাখবেন দিমি।

আজ আলোচনায় আইএসএল ক্লাবগুলি

মেগা বৈঠকে অচলাবস্থা কাটানোর আশ্বাস ক্রীড়ামন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৩ ডিসেম্বর : শীর্ষ আদালত দুই সপ্তাহ সময় দিয়েছিল। তারমধ্যেই কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রী নিজেদের মধ্যে আলোচনায় বসলেও সত্যিই বেরিয়ে এল কোনও সমাধানসূত্র? পরিষ্কার নয় কোনও পক্ষের কাছেই।

এদিন দেশজুড়ে বিমান বিভ্রাট। এদিকে, দিল্লিতে এদিনই ক্রীড়া দপ্তর লিগ শুরু করার বিষয়ে আলোচনায় ডাকে এআইএফএফ, আইএসএল, আই লিগ, এফএসডিএল, ব্রডকাস্টার সহ যাবতীয় স্টেকহোল্ডারদের। শুরুতেই ছিল আইএসএলের ক্লাবগুলির সভা। এই সভায় মোহনবাগান ছাড়া বাকি ক্লাবগুলি ছিল। যদিও বিমান বিভ্রাটের জেরে দেরিতে পৌঁছে ক্রীড়ামন্ত্রীর সঙ্গে শেষের বৈঠকে যোগ দেন মোহনবাগানের প্রতিনিধি বিনয় চোপড়া। এছাড়া আসতে পারেননি এফএসডিএলের দেবাং ভিমজিয়ানি। শেষপর্যন্ত দিল্লির প্রতিনিধিকে মন্ত্রীর সামনে হাজির করানো হয়। ক্রীড়ামন্ত্রী মনসুখ মান্ডব্য নিজেও আগের আলোচনায় উপস্থিত ছিলেন না। তিনি একেবারে শেষে সব স্টেকহোল্ডারকে নিয়ে মিলিত বৈঠকে প্রত্যেকের কাছে আলাদা আলাদা করে জানতে চান এইরকম পরিস্থিতি কেন হল? তাতে মোটামুটিভাবে সকলেই একবাক্যে স্বীকার করে নেন, গোটা বিষয়টি আদালতের অধীনে চলে যাওয়াতেই এতটা সমস্যা। কারণ তাতে প্রতিটি পদক্ষেপেই এগোতে দেরি হচ্ছে। এদিনের এই বৈঠকে এআইএফএফ সভাপতি কল্যাণ চৌবে এমনকি এও জানান, টাকা কমিয়ে দরপত্র নিতে তাঁদের কোনও অসুবিধা নেই। যদি আদালতের অনুমোদন থাকে। সবার বক্তব্য শোনার পর মান্ডব্য ক্লাবগুলিকে লিগ খেলার প্রস্তুতি নিতে বলেন এবং তাঁরা যে দ্রুত আদালতের কাছে এই বিষয়ে রিপোর্ট দেবেন, সেকথাও জানান। ক্রীড়া দপ্তরের একটি সূত্র সংবাদসংস্থাকে জানান, 'মন্ত্রী সবার বক্তব্য শুনেছেন এবং তিনি সবাইকেই পরিষ্কার করে দিয়েছেন যে এই অচলাবস্থা কিছুদিনের মধ্যেই শেষ হবে। এদিনের বৈঠকে সবার মতামত জানাটাই মূল উদ্দেশ্য ছিল।' খুব সম্ভবত শুক্রবার বা আগামী সোমবার শীর্ষ আদালতকে রিপোর্ট জমা দেবে ক্রীড়া দপ্তর।

এদিন আইএসএল ক্লাবগুলির মধ্যে এফসি গোয়া এবং বেঙ্গালুরু এফসি আলোচনার সময় নিজেরাই টাকা দিয়ে লিগ করার কথা বললে বাকিরা রাজি থাকলেও,

তাতে প্রতিবাদ করে ইস্টবেঙ্গল ও মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের মতো কয়েকটি দল। আবার আই লিগ ক্লাবগুলি আর্থিক এবং সময়ের সমস্যা এড়াতে দুটো লিগকে মিলিয়ে দেওয়ার প্রস্তাব দেয়। তবে শেষপর্যন্ত কী হবে তা এদিনের এই মেগা বৈঠকের পরও পরিষ্কার নয়। ক্লাব সূত্রের খবর, বৃহস্পতিবারই নিজেদের মধ্যে আলোচনায় বসছেন আইএসএল ক্লাবের কর্তারা। এরপরই হয়তো পরিষ্কার হবে ক্লাবগুলির ভবিষ্যৎও।

পাঞ্জাব এফসি ম্যাচের প্রস্তুতিতে ইস্টবেঙ্গলের আনোয়ার আলি, নাওরেম মহেশ সিংরা। বুধবার ফতোরদায়।

সেমিফাইনালে নামছে ইস্টবেঙ্গল

সায়ন্তন মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ৩ ডিসেম্বর : গ্রুপ পর্ব শেষ হওয়ার পর ঠিক ৩৫ দিনের বিরতি। বৃহস্পতিবার সুপার কাপ সেমিফাইনালে মাঠে নামছে ইস্টবেঙ্গল। প্রতিপক্ষ পাঞ্জাব এফসি। ম্যাচের আগে সাংবাদিক বৈঠকে, মাঝের লম্বা বিরতির প্রসঙ্গ উঠতে তা একপ্রকার এড়িয়েই গেলেন লাল-হলুদ কোচ অস্কার ব্রুজোঁ। তাঁর কথায় ঘুরে ফিরে এল ভারতীয় ফুটবলে টালমাটাল পরিস্থিতির কথা। কী বোঝাতে চাইলেন? দীর্ঘ বিরতির পর সেমিফাইনালে তাল কাটার আশঙ্কা করছেন কি তিনিও!

জয়কে নিয়ে ধোঁয়াশা

নকআউটের কথা মাথায় রেখে গ্রুপ পর্ব শেষ হওয়ার পর সময় নষ্ট করেননি ব্রুজোঁ। গত প্রায় তিন সপ্তাহ প্রস্তুতিতে নিজেদের ডুবিয়ে রেখেছিলেন কেভিন সিবিলে, মিগুয়েল ফিগুয়েরো, বিপিন সিংরা। সেমিফাইনালের আগে সপ্তাহ খানেক সময় হাতে নিয়ে গোয়ায় পৌঁছেছে লাল-হলুদ ব্রিগেড। এরমাঝে দুইটি প্রস্তুতি ম্যাচও খেলেছে ব্রুজোঁর ইস্টবেঙ্গল। ওই দুই ম্যাচে বড় জয় জানান দিচ্ছে, ছন্দেই রয়েছে মশাল বাহিনী। গোয়ায় অনুশীলনে চোট পেয়েছিলেন ব্রুজোঁর দলের নির্ভরযোগ্য ফুটবলার জয় গুপ্তা। সেমিফাইনালে তাঁর খেলা নিয়ে সংশয় রয়েছে। যদিও এদিন কোচের পাশে বসেই জয় জানালেন, তিনি খেলার মতো জায়গায় রয়েছেন। তবে সূত্রের খবর, জয়ের বিকল্প হিসাবে লালচুংনুঙ্গাকে তৈরি রাখা হচ্ছে। বাকি দল অপরিবর্তিত থাকার সম্ভাবনাই বেশি। সম্ভাবত সিঙ্গল স্ট্রাইকারেই দল সাজাবেন ব্রুজোঁ। সেক্ষেত্রে স্প্যানিশ কোচের প্রথম পছন্দ হামিদ আহদাদ। হিরোশি ইবুসুকিকে পরিবর্ত হিসাবে ব্যবহার করার সম্ভাবনাই বেশি। মাঝমাঠে মহম্মদ বশিম রশিদ, সাউল ক্রেসপো, মিগুয়েল ত্রয়ী। দুই প্রান্তে বিপিন ও নাওরেম মহেশ সিং। রক্ষণে কেভিন, আনোয়ার আলির সঙ্গে মহম্মদ রাকিপও একরকম নিশ্চিত। বৃহস্পতিবার ফতোরদার নেহরু স্টেডিয়ামে পাঞ্জাবের বিরুদ্ধে ফেবারিট হিসাবেই নামবে ইস্টবেঙ্গল। মুখোমুখি সাক্ষাতে পরিসংখ্যান লাল-হলুদের পক্ষে। যদিও এই মরশুমে বেশ ভালো ছন্দে রয়েছে দিম্পেরিস প্যানাজিওটিসের পাঞ্জাব। বেঙ্গালুরু এফসি-র মতো কঠিন প্রতিপক্ষকে ৯০ মিনিটে রুখে দিয়ে টাইব্রেকারে ম্যাচ জিতেছিল তারা। তাই সেমির লড়াইয়ে নামার আগে আরও সতর্ক অস্কার।

বিপক্ষকে নিয়ে লাল-হলুদের স্প্যানিশ কোচ যে যথেষ্ট হোমওয়ার্ক করেছেন তা বোঝা গেল। পাঞ্জাবকে নিয়ে তাঁর বিশ্লেষণ, 'প্রতি আক্রমণ নির্ভর ফুটবল খেলে ওরা। শেষ দুই সাক্ষাতে আমরা পাঞ্জাবকে হারিয়েছি, তা ভুলে মাঠে নামতে চাই।' নাম না করেই ব্রুজোঁ বললেন, প্যানাজিওটিসের দলের দুই ফুটবলারের ওপর কড়া নজর রাখতে হবে মাঠে। তাদের একজন সম্ভবত পাঞ্জাব আক্রমণের অন্যতম সেরা অস্ত্র নসুঙ্গুসি এফিয়ং। আরও একটা বিষয় ইস্টবেঙ্গলের জন্য চিন্তার কারণ হতে পারে সেমিফাইনালে। গ্রুপ পর্বে কোনও গোল হজম করেনি পাঞ্জাব। সেখানে ঝুড়ি-ঝুড়ি সুযোগ নষ্ট করেছে ব্রুজোঁর দল।

একইদিনে অপর সেমিফাইনালে মুখোমুখি হবে এফসি গোয়া-মুম্বই সিটি এফসি। গ্রুপ পর্বে কেরালা ব্লাস্টার্স ও দিল্লি এফসি-কে হারালেও রাজস্থান এফসি-র কাছে হেরে যায় মুম্বই। অন্যদিকে, এফসি গোয়া সম্প্রতি এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ২-এ খেলায় ম্যাচের মধ্যেই রয়েছে। এই ব্যাপারটা কিছুটা হলেও এগিয়ে রাখবে গোয়াকে।

সুপার কাপ সেমিফাইনালে আজ

ইস্টবেঙ্গল বনাম পাঞ্জাব এফসি

সময় : বিকেল ৪টে

এফসি গোয়া-মুম্বই সিটি এফসি

সময় রাত ৮টা

স্থান : ফতোরদা

সম্প্রচার : সম্প্রচার স্টার স্পোর্টস খেল ও জিও হটস্টার

দিল্লিতে আটকে ইস্টবেঙ্গলের মেয়েরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৩ ডিসেম্বর : বিমান বিভ্রাটের জেরে ব্যাহত ইস্টবেঙ্গল মহিলা ফুটবল দলের নেপাল যাত্রা।

দক্ষিণ এশিয়ার পাঁচটি ক্লাব নিয়ে অনুষ্ঠিত হচ্ছে 'সাফ উইমেন্স ক্লাব চ্যাম্পিয়নশিপ'। প্রতিযোগিতার আসর বসেছে নেপালে। যেখানে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করবে গতবারের ইন্ডিয়ান উইমেন্স লিগ চ্যাম্পিয়ন ইস্টবেঙ্গল। উইমেন্স সাফ চ্যাম্পিয়নশিপে লাল-হলুদ প্রমীলা বাহিনীর প্রথম ম্যাচ ৮ ডিসেম্বর। প্রতিপক্ষ ভুটানের ট্রান্সপোর্ট ইউনাইটেড লেডিস এফসি। ওই ম্যাচ খেলতে বুধবারই কলকাতা থেকে দিল্লি হয়ে কাঠমান্ডু পৌঁছানোর কথা ছিল অ্যান্টনি অ্যান্ড্রুজের ইস্টবেঙ্গলের। তবে বিমান বিভ্রাটের জেরে দিল্লিতে আটকে পড়েছে লাল-হলুদের মহিলা দল। জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার দিল্লি থেকে নেপালের উদ্দেশে রওনা হবে ইস্টবেঙ্গল মহিলা দল।

যুব বিশ্বকাপের কোয়ার্টারে ভারত

চেন্নাই, ৩ ডিসেম্বর : সুইৎজারল্যান্ডের বিপক্ষে ড্র করলেই চলত। সেই ম্যাচ ৫-০ গোলে জিতে যুব হকি বিশ্বকাপে কোয়ার্টার ফাইনালের ছাড়পত্র আদায় করল ভারত।

বিশ্বকাপে প্রথম ম্যাচ থেকেই প্রতিপক্ষকে গোল-বন্যায় ভাসিয়েছে ভারত। চিলিকে ৭-০ গোলে হারিয়ে শুরু। পরের ম্যাচে ওমানকে ১৭ গোল। পুলের শেষ ম্যাচে গোলসংখ্যা কমলেও একইরকম দাপট দেখাল ভারতের অনূর্ধ্ব-২১ হকি দল। এদিন জোড়া গোল করেন মনমিত সিং ও সারদানন্দ তিওয়ারি। একটি গোল করলেন ওমান ম্যাচে হ্যাটট্রিক করা অর্শদীপ সিং। অন্যদিকে, গোলের নীচে প্রিন্স দীপ সিংয়ের ক্ষিপ্রতায় দুর্গ অক্ষত রাখল ভারত।

এই জয়ের সুবাদে সব ম্যাচ জিতে পুল 'বি'-এর শীর্ষে থেকে যুব বিশ্বকাপের শেষ আটে জায়গা নিশ্চিত করল ভারত। কোয়ার্টারে টিম ইন্ডিয়ার সামনে বেলজিয়াম। হকিতে বেলজিয়াম বরাবরই ভারতের শক্ত গাঁট। সম্প্রতি সুলতান আজলান শা কাপে বেলজিয়ামের কাছে দুইবার হেরেছে ভারতের সিনিয়ার হকি দল। ঘরের মাঠে তারই বদলা নেওয়ার সুযোগ যুব দলের সামনে।

অ্যাটলেটিকোর বিরুদ্ধে দাপুটে জয় বার্সেলোনার

বার্সেলোনা, ৩ ডিসেম্বর : ঘরের মাঠে পিছিয়ে পড়ে দুরন্ত জয়। লা লিগার শীর্ষস্থান আরও পাকাপোক্ত করে নিল বার্সেলোনা। লা লিগায় অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদের বিরুদ্ধে খেলতে নেমে শুরুতেই পিছিয়ে পড়েছিল হ্যান্সি ফ্লিকের ছেলেরা। ম্যাচের ১৯ মিনিটেই অ্যালেক্স বায়েনা গোল করে মাদ্রিদের ক্লাবটিকে এগিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু চলতি মরশুমে একাধিকবার পিছিয়ে পড়ে জয় ছিনিয়ে এনেছে কাটালান ক্লাবটি। এই ম্যাচেও তাঁর অন্যথা হয়নি।

২৬ মিনিটে পেদ্রির পাস থেকে বার্সাকে সমতায় ফেরান রাফিনহা। ৩৬ মিনিটে পেনাল্টির সুযোগ নষ্ট করেন লেওয়ানডস্কি। তবে ৬৫ মিনিটে ড্যানি ওলমোর গোলে প্রথমবার লিড নিয়ে হ্যান্সি ফ্লিকের দল। ম্যাচের সংযোজিত সময়ে ফেরান টোরেস অ্যাটলেটিকোর কফিনে শেষ পেরেকটি পোঁতেন।

দলের পারফরমেন্সে খুশি কোচ হ্যান্সি ফ্লিক বলেছেন, 'অ্যাটলেটিকোর বিরুদ্ধে মরশুমের অন্যতম সেরা পারফরমেন্স করেছে ছেলেরা। গোল খাওয়ার পর আমরা হাল ছাড়িনি। শেষপর্যন্ত ম্যাচে ফিরে এসেছি।' তিনি আরও যোগ করেন, 'শনিবার রিয়াল বেটিসের বিরুদ্ধে ম্যাচ রয়েছে। এই পারফরমেন্স ধরে রাখতে চাই। আমাদের লক্ষ্য এই মরশুমের বাকি সবক'টি ম্যাচ জেতা। সেটা খুব কঠিন হলেও আমরা চেষ্টা করব।'

গোলের পর বার্সেলোনার রাফিনহা। অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদের বিরুদ্ধে।

বিরাট মৌতাতে জল ঢাললেন মার্করামরা

ভারত-৩৫৮/৫
দক্ষিণ আফ্রিকা-৩৬২/৬
(দক্ষিণ আফ্রিকা ৪ উইকেটে জয়ী)

রায়পুর, ৩ ডিসেম্বর : ৩৫৮ রানের পুঁজি নিয়েও হার!

বিদেশের মাটিতে দক্ষিণ আফ্রিকার সবাধিক রান তাড়া করে জয়ের নজিরে ফিকে বিরাট কোহলি, রুতুরাজ গায়কোয়াড়ের স্বপ্নের ব্যাটিং। রবিবার প্রথম ম্যাচে সাড়ে তিনশো টার্গেট দিয়েও কোনওক্রমে বেঁচে গিয়েছিল ভারত।

বুধবার রেহাই মেলেনি। ৩৫৮/৫ টার্গেট ছুড়ে দিয়েও ম্যাচ হাতছাড়া! প্রায় অসম্ভব কাজটাই করে দেখালেন আইডেন মার্করাম (১১০), টেম্বা বাভুমা (৪৬), ডিওয়াল্ড ব্রেভিস (৫৪), ম্যাথু ব্রিৎজকেরা (৬৮)। কুইন্টন ডি কক (৮) ফেরার পর বাভুমা-মার্করামের ১০১ রানের জুটি লড়াইয়ের স্ফুলিঙ্গ জ্বালিয়ে দেয়।

লোকেশ রাহুলরা শত চেষ্টা চালিয়েও যা নেভাতে পারেননি। কাঁটা হয়ে দাঁড়ায় ছন্নছাড়া ফিল্ডিং। একঝাঁক মিস ফিল্ডিং, ওভার থ্রোয়ে বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দেওয়া। কুলদীপ যাদবের বলে যশস্বী জয়সওয়ালের মার্করামের (৫৩ রানের মাথায়) ক্যাচ মিসের ভালোমতো খেসারতও চুকোতে হয়। দলগত প্রয়াসে যার ফায়দা তুলতে ভুলচুক করেনি একদা 'চোকার্স' দক্ষিণ আফ্রিকা।

দুর্ভাগ্য কুলদীপের। তিলক ভার্মা একবার মার্করামের ক্যাচ ধরেও ছক্কা আটকাতে তা মাঠের ভিতরে ছুড়ে দিতে বাধ্য হন। কথায় আছে, ভাগ্য সাহসীদের সঙ্গ দেয়। আজ যা ছিল দক্ষিণ আফ্রিকার পক্ষে। হর্ষিত রানা-রুতুরাজ কম্বিনেশনে মার্করাম যখন ফেরেন ততক্ষণে সেঞ্চুরি পূরণ। ১৯৭/৩।

মার্করামকে ফেরানোর স্বস্তি সাময়িক। অসম্পূর্ণ কাজ পূরণের দায়িত্ব তুলে নেন ব্রেভিস, ব্রিৎজকে। ৩৬.১ (২৪৭/৩) ওভারে বল পরিবর্তনের 'ট্রিকস'-ও কাজে আসেনি। নিটফল, ভারতের জয় দেখতে আসা হাউসফুল গ্যালারিকে চুপ করিয়ে বিরাটের মঞ্চ দখল মার্করামদের। ভারতের সিরিজ জয়ের আশায় জল ঢেলে ৪ উইকেটে ভারত-বধে স্কোরলাইন ১-১ করে নিল বাভুমার দল।

অথচ, বিরাট-রুতুরাজের জোড়া শতরানের দৌলতে রায়পুরের দ্বৈরথে প্রথমপর্বে ভারতের একবগ্গা দাপট। গ্যালারিতে 'কিং ইজ ব্যাক', 'বিরাট কোহলি থাকলে সুপারম্যানের প্রয়োজন নেই' ব্যানার। কারও মতে, কোহলিয়ানা ছাড়া অসম্পূর্ণ ক্রিকেট!

মহেন্দ্র সিং ধোনির শহর রাঁচিতে প্রথম ম্যাচে করেছিলেন ১৩৫। এদিন ১০২। ৫৩তম ওডিআই শতরানের পরতে পরতে 'ভিনটেজ' বিরাটের স্পর্শ। বর্তমান প্রজন্মকে ওডিআই ইনিংস গড়ার পাঠ পড়ানো। অনায়াসে ফিল্ডিংয়ে ফাঁকফোকর খুঁজে নিলেন। হাতিয়ার করলেন বলের গতিকে। ঝুঁকিহীন শটের ফুলঝুরি। ৫৩তম সেঞ্চুরির পর 'বিরাট-লাফে' বার্তা 'বিরাটরা সহজে ফুরিয়ে যায় না'।

দোসরের ভূমিকায় রুতুরাজ। মার্কো জানসেনদের শর্টবলের শুরুর অস্বস্তিটুকু সরিয়ে রাখলে স্পেশাল ইনিংস। পুরস্কারস্বরূপ অষ্টম ওডিআই ম্যাচে প্রথম শতরান। বিরাট (৯৩ বলে ১০২), রুতুরাজের (৮৩ বলে ১০৫) জোড়া সেঞ্চুরি, ১৯৫ রানের ম্যারাথন যুগলবন্দিতে আগাগোড়া ভারতের ব্যাটিং বিক্রম।

ম্যাচের শুরুটা ভারতের চলতি টস-কাহিনী দিয়ে। একটানা ২০টি ম্যাচে টসে হার! হতাশা নিয়ে লোকেশ রাহুলের মজার জবাব- টস জয়ের প্র্যাকটিসও করেছি। কিন্তু...। টসে জিতে ফিল্ডিং নিতে দুইবার ভাবেননি বাভুমা। ফলে, রাতের দিকে শিশিরের উপদ্রব, সহজ হয়ে আসা ব্যাটিং পরিস্থিতি হাতছাড়া। রায়পুরের দ্বৈরথে যা ভারতের কাঁটা হয়েও হাজির।

রাঁচিতে প্রথম ম্যাচে ৩৪৯ রানের পুঁজিও একসময় কম মনে হচ্ছিল। প্রোটিয়া বিগহিটারদের সামনে কত স্কোর নিরাপদ, দোলাচল স্বাভাবিক। চিন্তা বাড়িয়ে দ্রুত ফেরত রোহিত শর্মা (১৪), যশস্বী (২২)। ৬২/২। এখান থেকে বিরাট-রুতুরাজের ১৯৫ রানের ম্যারাথন যুগলবন্দি।

রুতুরাজের সবে অষ্টম ম্যাচ। প্রায় ২ বছর পর দলে ফেরার চাপ সরিয়ে সমান তালে তাল ঠুকলেন চেন্নাই সুপার কিংসের অধিনায়ক। ফলস্বরূপ, বিরাটের সঙ্গে স্বপ্নের জুটি, প্রথম সেঞ্চুরির স্বাদ। ৩৪তম ওভারে পরপর দুই বলে বাউন্ডারি হাঁকিয়ে শতরানে পা।

চার ওভার পর মাহেন্দ্রক্ষণ। লং অনে বল ঠেলে দিয়েই বিরাটের ৮৪ নম্বর আন্তর্জাতিক শতরানের দৌড়, আকাশ ছোঁয়া লাফ। গলায় ঝোলানো বিয়ের রিংয়ে চুম্বন। টানা দুই ম্যাচে শতরানে-কিং ইজ ব্যাকের হুংকার। শুধু শতরানে যে ইনিংসকে মাপতে যাওয়া ভুল।

হাফ সেঞ্চুরির পর শুধু ব্যাট তুলেছিলেন। উচ্ছ্বাসটুকু তুলে রেখেছিলেন শতরানের জন্য। ব্যক্তিগত চাওয়া-পাওয়া ছাপিয়ে রুতুরাজকে নিয়ে সাড়ে তিনশো পারের মঞ্চ গড়ে দেওয়া। বাউন্ডারির সঙ্গে খুচরো রানের ডালি সাজিয়ে ঘেঁটে দেন বাভুমাদের যাবতীয় বোলিং পরিকল্পনা।

কিন্তু বিরাটরা ফিরতেই রানের গতিতে ব্রেক। লোকেশ ডেথ ওভারে (৪৩ বলে অপরাজিত ৬৬) চেষ্টা চালালেও পুরোনো বলে জানসেনদের স্লোয়ার স্ট্র্যাটেজিতে আটকে যান ওয়াশিংটন সুন্দর (৮ বলে ১), রবীন্দ্র জাদেজারা (২৭ বলে অপরাজিত ২৪)। একসময় ৩৭৫-৩৮০ সম্ভাবনা থমকে যায় ৩৫৮/৫ স্কোরে। রুদ্ধশ্বাস টক্করে যা ব্যবধান গড়ে দেয়।

আরও একটা শতরান। ফের একবার এনগেজমেন্ট রিংয়ে চুমু। চেনা সেলিব্রেশনে বিরাট কোহলি।

ওডিআই কেরিয়ারের প্রথম শতরানের পর রুতুরাজ গায়কোয়াড়।

শতরান করে দক্ষিণ আফ্রিকার জয়ের রাস্তা প্রশস্ত করেন আইডেন মার্করাম।

ফিরলেন হার্দিক, শর্তসাপেক্ষে দলে গিল

রায়পুর, ৩ ডিসেম্বর : চলতি একদিনের সিরিজের মাঝেই আজ ৯ ডিসেম্বর থেকে শুরু হতে চলা টি২০ সিরিজের দামামা বেজে গেল। দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে পাঁচ ম্যাচের টি২০ সিরিজের দল ঘোষণা হয়ে গেল আজ। এশিয়া কাপের স্কোয়াড থেকে বাদ পড়লেন রিঙ্কু সিং। চোট সারিয়ে ঘরোয়া ক্রিকেট খেলে প্রোটিয়াদের বিরুদ্ধে আসন্ন টি২০ সিরিজের দলে ফিরেছেন অলরাউন্ডার হার্দিক পান্ডিয়া। কুড়ির ক্রিকেটে টিম ইন্ডিয়ার সহ অধিনায়ক শুভমান গিলের নামও রয়েছে ১৫ সদস্যের ভারতীয় স্কোয়াডে। সঙ্গে রয়েছে শর্তও। মাঠে ফেরার জন্য শুভমানের প্রয়োজন বেঙ্গালুরুর সেন্টার অফ এক্সেলেন্সের ফিটনেসের শংসাপত্র। সিরিজ শুরুর আগে গিল সেই শংসাপত্র দিতে পারলে তবেই তাঁকে প্রথম একাদশের জন্য বিবেচনা করা হবে বলে জানিয়ে দিয়েছেন জাতীয় নির্বাচকরা। টিম ইন্ডিয়ার বাকি স্কোয়াডে তেমন চমক নেই।

বাদ রিঙ্কু

ঘোষিত ভারতীয় দল

সূর্যকুমার যাদব (অধিনায়ক), শুভমান গিল (সহ অধিনায়ক, সিওই-র তরফে ফিটনেসের শংসাপত্র প্রয়োজন), অভিষেক শর্মা, তিলক ভার্মা, হার্দিক পান্ডিয়া, শিবম দুবে, অক্ষর প্যাটেল, জিতেশ শর্মা, সঞ্জু স্যামসন, জসপ্রীত বুমরাহ, বরুণ চক্রবর্তী, অর্শদীপ সিং, কুলদীপ যাদব, হর্ষিত রানা ও ওয়াশিংটন সুন্দর।

প্রথম টি২০
৯ ডিসেম্বর, কটক
দ্বিতীয় টি২০
১১ ডিসেম্বর, নিউ চণ্ডীগড়
তৃতীয় টি২০
১৪ ডিসেম্বর, ধরমশালা
চতুর্থ টি২০
১৭ ডিসেম্বর, লখনউ
পঞ্চম টি২০
১৯ ডিসেম্বর, আহমেদাবাদ

ইডেন গার্ডেন্স টেস্টের দ্বিতীয় দিনে ব্যাটিংয়ের সময় ঘাড়ে চোট পেয়েছিলেন শুভমান। তারপর থেকেই তিনি মাঠের বাইরে। দুইদিন আগে বেঙ্গালুরুর সেন্টার অফ এক্সেলেন্সে রিহ্যাব শুরু হয়েছে টিম ইন্ডিয়ার টেস্ট ও একদিনের দলের অধিনায়কের। কিন্তু তিনি এখন একশো শতাংশ ফিট কিনা জানা নেই কারোর। শুভমানের ফিট হওয়ার অপেক্ষায় জাতীয় নির্বাচকরাও। তাই তাঁকে শর্তসাপেক্ষে টিম ইন্ডিয়ার টি২০ স্কোয়াডে রাখা হয়েছে। সূত্রের খবর, ৯ ডিসেম্বর সিরিজ শুরুর আগে শুভমান ফিট হতে না পারলে অভিষেক শর্মার সঙ্গে সঞ্জু স্যামসন টিম ইন্ডিয়ার ইনিংস ওপেন করবেন।

ফুলহ্যাম-সিটি ৯ গোলের থ্রিলার

প্রিমিয়ার লিগে ইতিহাস হাল্যান্ডের

লন্ডন, ৩ ডিসেম্বর : ৯ গোলের থ্রিলার। ম্যাঞ্চেস্টার সিটির ৫ গোলের পালটা ফুলহ্যামের ৪ গোল।

ফুলহ্যামের মাঠে ম্যাচের প্রথমার্ধে দাপট ছিল সিটির। ১৭ মিনিটে গোল উৎসবের শুরুটা করেন নীল ম্যাঞ্চেস্টারের আর্লিং ব্রাউট হাল্যান্ড। জেরেমি ডোকুর পাস বক্সের মধ্যে থেকে জোরালো ভলিতে জালে পাঠান তিনি। এই গোলেই ইতিহাস গড়লেন সিটি তারকা। ইংলিশ কিংবদন্তি অ্যালান শিয়েরারের নজির ভেঙে প্রিমিয়ার লিগের ইতিহাসে দ্রুততম ১০০ গোলের মালিক হলেন হাল্যান্ড। শুধু শিয়েরারই নয়, এই মাইলফলক গড়ার পথে হ্যারি কেন, থিয়েরি অাঁরি, মহম্মদ সালাহর মতো একঝাঁক তারকাকে পিছনে ফেললেন নরওয়ের তারকা ফুটবলার।

এদিকে, ম্যাচের ২৭ মিনিটে ব্যবধান বাড়ান সিটির তিজ্জানি রেইনডার্স। প্রথমার্ধের একেবারে শেষবেলায় গোল করে ম্যান সিটিকে ৩-০ ব্যবধানে এগিয়ে দেন ফিল ফোডেন। প্রথমার্ধের যোগ করা সময় অবশ্য একটি গোল শোধ করে ফুলহ্যাম। দ্বিতীয়ার্ধ শুরুর দশ মিনিটের মধ্যে আরও দুই গোল সিটির। ৪৮ মিনিটে ফোডেন ও ৫৪ মিনিটে ফুলহ্যামের স্যান্ডার বার্গ আত্মঘাতী গোল করায় ম্যান সিটির পক্ষে ব্যবধান দাঁড়ায় ৫-১।

ঠিক যে সময় মনে হচ্ছিল বিপক্ষের ম্যাচে ফেরার সব পথই বন্ধ হয়ে করে দিয়েছে সিটি, তখনই প্রত্যাবর্তন ফুলহ্যামের। ৫৭ মিনিটে ব্যবধান কমান অ্যালেক্স আইওবি। এরপর ম্যাচ যত এগোল পেপ গুয়ার্দিওলার দলের রক্ষণে নাভিশ্বাস তুলে দিল ফুলহ্যাম। ৭২ ও ৭৮ মিনিটে পরপর দুই গোল করেন স্যামুয়েল চুকুয়েজা। শেষপর্যন্ত ১ গোলের ব্যবধান ধরে রেখে ৫-৪ গোলে ম্যাচ জিতল সিটিজেনরা।

এদিন অবশ্য হাল্যান্ডের দুটি শট পোস্টে প্রতিহত হয়। নইলে আরও গোল যেমন হত, তেমন বেশি ব্যবধানে জিতে মাঠ ছাড়তে পারত ম্যান সিটি।

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে দ্রুততম ১০০ গোল করার পর আর্লিং ব্রাউট হাল্যান্ড।

ম্যাচের সেরা সোনুকুমার সিং।

১৯ রানে আটকাল দেশবন্ধু

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৩ ডিসেম্বর : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের ১০ দলীয় মণীন্দ্রনাথ সরকার, স্নেহলতা সরকার ও জগদীশ সিনহা ট্রফি নিউ আইডিয়াল ডেকোরেটর ও ফ্লেক্স সুপার ডিভিশন ক্রিকেট লিগে বুধবার জিটিএসসি ৯ উইকেটে দেশবন্ধু স্পোর্টিং ইউনিয়নকে হারিয়েছে। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠে টসে জিতে দেশবন্ধু ১১.৪ ওভারে ৯ উইকেটে মাত্র ১৯ রানে আটকে যায়। তাদের ইনিংস শেষ হয় মাত্র ৫৫ মিনিটে। দেশবন্ধুর কোনও ব্যাটার দুই অঙ্কের রান পাননি। সোনুকুমার সিং ১৫ রানে ফেলে দেন ৬ উইকেট। ভালো বোলিং করেন অনিকেত সিংও (২/২)। জবাবে জিটিএসসি ১.৪ ওভারে ১ উইকেটে ২২ রান তুলে নেয়। প্রতাপ ঘটক ১২ রান করেন। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠে খেলবে নবীন সংঘ ও আঠারোখাই সরোজিনী সংঘ। সিয়াম কলেজের মাঠে মুখোমুখি হবে নবোদয় সংঘ ও ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন ক্লাব।

৬ উইকেট সোনুর

৫ উইকেট নিয়ে জ্যাকব ডাফি।

প্রথম টেস্টে সুবিধায় কিউয়িরা

ক্রাইস্টচার্চ, ৩ ডিসেম্বর : ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্টে দ্বিতীয় দিনের শেষে ৯৬ রানের লিড পেয়েছে নিউজিল্যান্ড। গতকাল প্রথম ইনিংসে নিউজিল্যান্ডের সংগ্রহ ছিল ৯ উইকেটে ২৩১ রান। দ্বিতীয় দিনে কোনও রান যোগ হওয়ার আগেই শেষ উইকেটটি হারায় কিউয়িরা। এরপর প্রথম ইনিংসে ব্যাট করতে নেমে ১৬৭ রানে গুটিয়ে যায় ক্যারিবিয়ান ব্রিগেড। শাই হোপ (৫৬) ও তেগনারায়ণ চন্দ্রপল (৫২) ছাড়া কেউ লড়াই করতে পারেননি। ৩৪ রান দিয়ে ৫ উইকেট দখল করেন জ্যাকব ডাফি। প্রথম ইনিংসে ৬৪ রানের লিড নিয়ে খেলতে নেমে দ্বিতীয় দিনের শেষে নিউজিল্যান্ডের স্কোর ৩২/০। ক্রিজে ডেভন কনওয়ে (১৫) ও টম ল্যাথাম (১৪)।

'কুলিগিরি' ভরসা রাজ্য চ্যাম্পিয়ন কুস্তিগিরের

সায়ন ঘোষ

কলকাতা, ৩ ডিসেম্বর : শিয়ালদহ স্টেশনের ঠিক পিছনে বেলেঘাটা কুস্তি সংঘের আখড়ায় সকাল ও বিকেল দুই বেলায় দেখা মিলবে অনুশীলনে মগ্ন রাজ্য চ্যাম্পিয়ন কুস্তিগির মনু রাইয়ের। কিন্তু রাত বাড়লেই তাঁকে দেখা যাবে অন্য ভূমিকায়। জীবনযুদ্ধে লড়াই চালাতে স্টেশন ও তাঁর সংলগ্ন এলাকায় 'কুলিগিরি' করতে হয় মনুকে।

ছোটবেলায় বাড়ির কাছে বেলেঘাটা কুস্তি সংঘে অন্যদের অনুশীলন করতে দেখে কুস্তির প্রতি আগ্রহ জন্মায় মনুর। তাই মাত্র ৯ বছর বয়সে কুস্তির আখড়ায় পা রাখেন তিনি। কোচ ভরত রায়ের কাছে অনুশীলন করে মনু অনূর্ধ্ব-২০, ২৩ ও সিনিয়ার তিন পর্যায়েই পদক জিতেছেন। চলতি বছর ৭০ কেজি ফ্রি স্টাইলে রাজ্য চ্যাম্পিয়ন। ফ্রি স্টাইল ছাড়াও ৭২ কেজি গ্রিকো রোমান কুস্তিতেও পদক রয়েছে মনুর।

কুস্তির পাশাপাশি পেট চালাতে কুলিগিরি করতে হয় মনুকে। রাত দশটা থেকে সকাল ছয়টা পর্যন্ত সবজির বস্তা মাথায় নিয়ে এখানে-ওখানে দৌড়োতে হয় তাঁকে। এই বিষয়ে উত্তরবঙ্গ সংবাদকে মনু বলছিলেন, 'বাড়ির আর্থিক অবস্থা ভালো নয়। পরিবারে বাবা, মা ও একটা ছোট ভাই রয়েছে। বাবা ঘনশ্যাম রাই কুলিগিরি করেন। বাবার মতো আমিও কুলিগিরি করে নিজের খরচের পাশাপাশি সংসারে কিছুটা সাহায্য করি।'

কিন্তু এইভাবে আর কতদিন চলবে? উত্তরে একরাশ আক্ষেপ নিয়ে মনু বলেছেন, 'কতদিন চালাতে পারব জানি না। সারা রাত কুলিগিরি করে তারপর দিনে অনুশীলন করা কঠিন বিষয়। পর্যাপ্ত বিশ্রাম পাই না। একটা চাকরি পেলে হয়তো এই সমস্যা মিটবে।'

১২ ডিসেম্বর আহমেদাবাদে জাতীয় কুস্তির আসর বসছে। সেখানে ৭২ কেজি গ্রিকো রোমান ক্যাটিগোরিতে পদক জেতাই লক্ষ্য মনুর। জাতীয় পর্যায়ে পদক জিতলে হয়তো আর্থিক সুরাহা হবে, এমনটাই আশা রাজ্য চ্যাম্পিয়ন কুস্তিগিরের।

বোঝা মাথায় কুস্তিগির মনু রাই।

টাটা স্টিল রোড রেস

বৈচিত্র্যে ভরা প্রতিযোগী তালিকা

কলকাতা, ৩ ডিসেম্বর : প্রোক্যাম ইন্টারন্যাশনাল আয়োজিত 'টাটা স্টিল ওয়ার্ল্ড ২৫কে কলকাতা' রোড রেসে অংশগ্রহণকারীর তালিকা এবার বৈচিত্র্যে ভরা। প্রতিযোগিতার ১০ কিলোমিটার বিভাগে এমন ২২ জন মহিলা প্রতিযোগী থাকছেন যাঁদের জীবনযাপন অনুপ্রেরণাদায়ী। তাঁদের কেউ দেশের সীমানায় দায়িত্ব পালন করা সশস্ত্র বাহিনীর সদস্য আবার কেউ বা নিজের ব্যস্ত পেশা, জীবনের হাজারো প্রতিবন্ধকতাকে পাশে রেখেও আপন করে নিয়েছেন দৌড়কে।

কলম্বোয় সাফ চ্যাম্পিয়নশিপ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৩ ডিসেম্বর : আগামী সাফ চ্যাম্পিয়নশিপ কলম্বোয় অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। জুন-জুলাইতে হবে এবারের সাফ চ্যাম্পিয়নশিপ। শেষবার চ্যাম্পিয়ন ভারত নিজেদের আধিপত্য ধরে রাখতে পারে কিনা সেটাই দেখার। সাফ থেকে দলের ঘুরে দাঁড়ানোর প্রক্রিয়া শুরু করাতে চাইবেন কোচ খালিদ জামিল। তবে এই টুর্নামেন্টে জুনিয়ার দলের খেলার সম্ভাবনাই বেশি।

ওয়াইএমএ-কে হারাল উল্কা

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৩ ডিসেম্বর : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের শিলিগুড়ি প্রিমিয়ার লিগ ফুটবলে বুধবার শিলিগুড়ি উল্কা ক্লাব ৩-২ গোলে হারিয়েছে ওয়াইএমএ-কে। ২০ মিনিটে টোকা আচুমি এবং ২৫ মিনিটে মুকেশ তামাংয়ের গোলে ২-০ স্কোরে এগিয়ে যায় উল্কা। প্রথমার্ধের অতিরিক্ত সময়ে ৩-০ করেন লাইভাং বোহাম। ওয়াইএমএ-র গোলস্কোরার সুরচন্দ্র সিং ও সোনাম জাংপো ভুটিয়া।

দ্বিতীয় জয় শিলিগুড়ির

ম্যাচের সেরা দিয়া সিংহ। ছবি : পঙ্কজ মহন্ত

বালুরঘাট, ৩ ডিসেম্বর : সিএবি-র আন্তঃ জেলা অনূর্ধ্ব-১৮ মেয়েদের এক দিনের ক্রিকেটে নিজেদের দ্বিতীয় ম্যাচে শিলিগুড়ি এমকেপি ৮ উইকেটে কোচবিহার ডিএসএ-কে হারিয়েছে। বুধবার বালুরঘাট স্টেডিয়ামে কোচবিহার প্রথমে ৪৫ ওভারে ৮৫ রানে অল আউট হয়। পিয়ালী রায় ২৬ রান করে। দিয়া দত্তর অবদান ১৭। ম্যাচের সেরা দিয়া সিংহ ১১ রানে ৪ উইকেট ফেলে দেয়। ভালো বোলিং করে শিঞ্জিনী সরকারও (২২/৩)। জবাবে শিলিগুড়ি ১৭.৪ ওভারে ২ উইকেটে ৮৬ রান তুলে নেয়। শিঞ্জিনী ২৮ রান করে। পূর্বিতা মণ্ডলের অবদান ১৪। সমৃদ্ধি গুহ রায় ১০ রানে পেয়েছে ১ উইকেট।

বকুলের ৩ শিকার

ক্রান্তি, ৩ ডিসেম্বর : ক্রান্তি ক্রিকেট লাভার্সের ক্রান্তি প্রিমিয়ার লিগ ক্রিকেটে রয়্যাল ক্রান্তি ক্যাপিটাল ৪৫ রানে হারিয়েছে ফিনিক্স একাদশকে। প্রথমে রয়্যাল ক্রান্তি ১২ ওভারে ৬ উইকেটে ১৪৫ রান তোলে। মমিনুল ইসলাম ৪০ ও আজগর আলি ২৮ রান করেন। অভিজিৎ সেন পেয়েছেন ২ উইকেট। জবাবে ফিনিক্স ১২ ওভারে ৫ উইকেটে ১০০ রানে আটকে যায়। অর্ণব দাসের অবদান ২৯ রান। ম্যাচের সেরা মহম্মদ বকুল ৩ উইকেট নিয়েছেন। বৃহস্পতিবার নামবে রিফাত এন্টারপ্রাইজ মসজিদ মোড় ও ভৌকাল ব্রিগেড।

ম্যাচের সেরার পুরস্কার নিচ্ছে প্রেয়সী পান্ডে। বারুইপুরে বুধবার।

প্রেয়সীর শতরানে জয়ী মালদা

মালদা, ৩ ডিসেম্বর : সিএবি-র আন্তঃ জেলা অনূর্ধ্ব-১৮ মেয়েদের এক দিনের ক্রিকেটে বুধবার নদিয়া ৮ উইকেটে হারিয়েছে জলপাইগুড়িকে। টসে জিতে ব্যাট করতে নেমে জলপাইগুড়ি ৩০.৫ ওভারে ৮০ রানে অল আউট হয়। মুসকান রাউথ ২২ রান ও স্নেহা সাহা ১১ রান করে। নন্দিনী বিশ্বাস ১৬ রানে ৫ উইকেট নিয়ে ম্যাচের সেরা হয়েছে। জবাবে নদিয়া ২২ ওভারে ২ উইকেটে প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয়। অন্যদিকে, বারুইপুরে প্রেয়সী পান্ডের (৮৮ বলে ১১৩) ঝোড়ো ব্যাটিংয়ে জয় পেল মালদা। টসে জিতে বীরভূম ৪৫ ওভারে ৮ উইকেটে ১৫৭ রান করে। জবাবে মালদা ২৯.৫ ওভারে ৫ উইকেটে ১৫৮ রান তুলে নেয়। প্রেয়সী ম্যাচের সেরা হয়েছে।

বোলিং মেশিন

রায়গঞ্জ, ৩ ডিসেম্বর : সিএবি-র তরফে উত্তর দিনাজপুর জেলা ক্রীড়া সংস্থাকে বোলিং মেশিন প্রদান করা হয়েছে। আগামী শুক্রবার রায়গঞ্জ স্টেডিয়ামে এই মেশিন উদ্বোধন করা হবে। এর ফলে ব্যাটিং অনুশীলনে সুবিধা পাবেন ব্যাটাররা।

২০২১ ব্যাচকে হারাল ২০০৮

কোচবিহার, ৩ ডিসেম্বর : জেনকিন্স প্রিমিয়ার লিগ ক্রিকেটে বুধবার ২০০৮ ব্যাচ ৯৬ রানে হারিয়েছে ২০২১ ব্যাচকে। ২০০৮ প্রথমে ১০ ওভারে ২ উইকেটে ১৬২ রান তোলে। ২০২১ জবাবে ১০ ওভারে ৫ উইকেটে ৬৬ রানে আটকে যায়। শামিম ইসলাম ২৬ রান করেন। ম্যাচের সেরা দীপক মহন্ত ৩৫ রানের পাশাপাশি ২ উইকেট নিয়েছেন।

ম্যাচের সেরা দীপক মহন্ত। ছবি : দেবদর্শন চন্দ

ক্যারাটেতে সোনা জিতে শ্রীতনা মুখোপাধ্যায়।

ক্যারাটেতে সোনা শ্রীতনার

কোচবিহার, ৩ ডিসেম্বর : দিল্লির তালকাটোরা স্টেডিয়ামে আয়োজিত অল ইন্ডিয়া ইন্টার জোনাল ক্যারাটেতে সোনা জিতল কোচবিহারের শ্রীতনা মুখোপাধ্যায়। মঙ্গলবার সে ৩৫ কেজি বিভাগে নেমেছিল। ছাত্রীর সাফল্যে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন শ্রীতনার কোচ রাহুল হরিজন।

প্রথম ডিভিশনে জয়ী আসাম মোড়

জলপাইগুড়ি, ৩ ডিসেম্বর : জেলা ক্রীড়া সংস্থার প্রথম ডিভিশন ক্রিকেট লিগে বুধবার আসাম মোড় রিক্রিয়েশন ক্লাব ৫ উইকেটে হারিয়েছে ধূপগুড়ি ডিসিএ-কে। প্রথমে ধূপগুড়ি ১০৭ রানে সব উইকেট হারায়। অভিকাদিত্য রায়ের অবদান ৩৭ রান। সুদর্শন বিশ্বাস এবং ধীরাজ রায় ৩ উইকেট নিয়েছেন। জবাবে আসাম মোড় ২১তম ওভারে ৫ উইকেটে লক্ষ্যে পৌঁছে যায়। অর্ণব দাস ২৯ রান করেন। সজীব দাস ৩০ রানে ৩ উইকেট নেন।

প্রথম ডিভিশন শুরু ৭ ডিসেম্বর

আলিপুরদুয়ার, ৩ ডিসেম্বর : জেলা ক্রীড়া সংস্থার প্রথম ডিভিশন ক্রিকেট লিগ শুরু হবে ৭ ডিসেম্বর থেকে। এবার আলিপুরদুয়ার, ফালাকাটা, বীরপাড়া মিলিয়ে ৪টি মাঠে খেলা হবে। অংশ নেবে ৩২টি দল। উদ্বোধনী ম্যাচে আলিপুরদুয়ার টাউন ক্লাবের মাঠে খেলবে প্লেয়ার্স ইলেভেন ওআইসিসিসি ও রাইজিং স্টার।

নীতীশের শতরান

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৩ ডিসেম্বর : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের কম্বাইন্ড ইঞ্জিনিয়ার ও রবিন পাল ট্রফি প্রথম ডিভিশন ক্রিকেট লিগে বুধবার তরুণ তীর্থ ২১৭ রানে বান্ধব সংঘকে হারিয়েছে। তরাই স্কুল মাঠে প্রথমে তরুণ তীর্থ ৩৯ ওভারে ৫ উইকেটে ২৬৩ রান তোলে। ম্যাচের সেরা নীতীশ কুমার ১৩৮ রান করেন। আমন রাউত ও সৌরভ দাশগুপ্তের অবদান যথাক্রমে ৫৭ ও ৪৮। কৃষ্ণেন্দু রায় ৪০ রানে পেয়েছেন ৩ উইকেট। জবাবে বান্ধব ৩০.৪ ওভারে ৪৬ রানে গুটিয়ে যায়।

Gifty
উপহার দেওয়ার সেরা ও সহজ মাধ্যম
জন্মদিনে হুড়োহুড়ি
উপহারে ছড়াছড়ি!
30 নভেম্বর থেকে 7 ডিসেম্বর
তেত্রিশ বছর ধরে বাঙালির মন জুড়ে
অঞ্জলির জন্মদিন
33
বছর উদযাপন
সূচনা ১৯৯২
গ্রহরত্নে 10% ছাড়!
কল্যিতম গয়নায় 20% পর্যন্ত ছাড়!
পুরনো গয়না বদলে নতুন গয়না কিনুন
দাম প্রতি সোনার গয়নায় 30% +3% ছাড়! (মজুরিতে)
হিরের গয়নার মজুরিতে 50% পর্যন্ত ছাড়!
রুপোর গয়নায় 10% ছাড়!
ANJALI JEWELLERS FOR ALL
অঞ্জলি জুয়েলার্স
সবার জন্য
অঞ্জলি জুয়েলার্স অ্যাপ ইনস্টল করুন ও সহজেই অনলাইনে কেনাকাটা করুন
QR কোড স্ক্যান করে Website থেকে গয়না কিনুন
আমাদের সব শোরুমই নিজস্ব কোনও ফ্র্যাঞ্চাইজি আউটলেট নেই
নতুন শোরুম বারুইপুর ♦ ৭৯০, কুলপি রোড, শিবানীপীঠ, ২১৮ বাস স্ট্যান্ডের পাশে, বারুইপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা। ফোন: ৯১৪৭৩ ৮৬০৯২
গোলপার্ক - ০৩৩ ২৪৬০ ০৫৮১/২৪৪০ ৮৬৩৬ শোভাবাজার - ৮৩৩৭০ ৩৭৬৭৭, ৭৮৯০০ ১৭৭৬৫ সল্টলেক বি ই - ০৩৩ ২৩২১ ২৭৮৬/২০৫৭ সল্টলেক এইচ এ - ০৩৩ ২৩২১ ৮৩১০/১১ বেহালা - ৯১৪৭১ ৮২০১৪ হাওড়া পঞ্চাননতলা - ০৩৩ ২৬৪২ ৪৬৪০/৪১ বারাসাত ডাকবাংলো মোড় - ০৩৩ ২৫৮৪ ৭১৩৯/৪২ শিলিগুড়ি আশ্রমপাড়া - ৯৮৩৬০ ০১০১৮, ৯৮৩৬৪ ৩৫৩৫৪ বউবাজার - ০৩৩ ২২৬৪ ১১৯৫ গড়িয়া - ০৩৩ ২৪৩০ ০৪৩৮ হালিশহর কাঁচরাপাড়া বাগ মোড় - ৬২৯২২ ৬৪৮০৫ চুঁচুড়া খড়ুয়া বাজার ঘড়ির মোড় - ০৩৩ ২৬৮০ ০৬০৪ বড়িশা (শীলপাড়া) - ০৩৩ ২৪৯৬ ১০২৯/৩৩ বর্ধমান - ০৩৪২ ২৬৬৫৫৫৬, ৯০৮৩৪ ৭২৮৪২ হাবড়া - ০৩২১৬ ২৩৮ ৬২৪/২৬ সোদপুর - ০৩৩ ২৫৬৫ ৫৩৫৩/৫৪, ৭৫৯৬০ ৩২৩২০ শ্রীরামপুর - ০৩৩ ২৬৫২ ০৩৬০, ৯৮৩০৩ ৫৭৪৫০ মালদা - ০৩৫১২ ২২১১০৮, ৬২৯২২ ৬৮৬৫৫ দুর্গাপুর - ৮০১৭০ ১২২৮৬/৮৭ তেঘরিয়া রঘুনাথপুর - ৬২৯২২ ১০২০৮ মেদিনীপুর (পশ্চিম) - ০৩২২২ ২৬৫৩৩৪/২৬৪৭৩৪ কৃষ্ণনগর - ৯৮৩০৬ ১১৯৯৭, ৯০৭৩৯ ৩৪৩৬৪ কাঁথি - ০৩২২০ ২৫৮০০১, ০৩২২০ ২৫৮০০২ আসানসোল - ৬২৯২২ ৯৭৫১১ আরামবাগ - ৬২৯২২ ৬৪৮৪৪ কাটোয়া - ৬২৯২৩ ৩৪২৭৩ তমলুক - ৬২৯২৩ ৩৪২৭২ বহরমপুর - ৭৫৯৬০ ৩২৩১৫ শিয়ালদহ স্টেশন - ৬২৯২২ ৬৮৬৫৪ নয়াদিল্লি - ৯৩১১২ ৩০৬৭১। এছাড়া আমাদের আর কোনও শাখা নেই।
গয়না কিনুন অনলাইনে www.anjalijewellers.in - এ | anjalijewellerskolkata | anjalijewellersbharat | anjalijewellers@anjalijewellers | আমাদের ফলো করুন
Page29/AJ/1125